মাওলানা এ.কে.এম শাহজাহান

তা'লীমুল কুরআন (মু'য়াল্লিম প্রশিক্ষণ, বর্ধিত সংস্করণ)

এ.কে.এম. শাহজাহান
কেন্দ্রীয় প্রধান উস্তায
তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন
মোবাইল : ০১৮৩১০৭৮০০৮, ০১৭১২-৫৩১১৭৮

সার্টিফিকেট নং-৭৭৯১ কপার

ISBN : 984-31-1395-8

প্রকাশনায় :
ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি
৭৩ আউটার সার্কুলার রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৩০২০২, ৮৩১৮৬১১

প্রথম প্রকাশ :
ফেব্রুয়ারী-১৯৯৪ঈসায়ী

ষষ্ঠদশ বর্ধিত মুদ্রণ :
শ্রাবণ ১৪২০
রমযান - ১৪৩৪
আগস্ট - ২০১৩

কম্পোজ :
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
যোগাযোগ : ০১৯৭২৪২৯৬৪৭, ০১৬৮৪৯১৯০০৮

মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা মাত্র

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

[আল্লাহুম্মা সল্লি'আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া'আলা আলিহী ওয়াসাল্লিম]

আল-কুরআন বিশ্বমানবতার একমাত্র মুক্তি সনদ। বিশ্বনবী আদর্শ নেতা মুহাম্মাদ (সা) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'য়ালা কর্তৃক প্রেরিত এই পবিত্র মহাগ্রন্থ আমাদের জন্য সর্বোত্তম নেয়ামত। এই কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা যেমন ফরজ তেমনি এই কুরআনকে শুদ্ধ করিয়া পড়া প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। হযরত মুহাম্মদ (সা) বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে কুরআন (শুদ্ধভাবে) শিক্ষা করে এবং অন্যকে (শুদ্ধভাবে) শিক্ষা দেয়।" কিন্তু সহজ ও আধুনিক পদ্ধতিতে সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন পড়িবার এবং পড়াইবার তেমন কোনো কলা-কৌশল সম্বলিত ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। তাই সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন পড়িবার এবং পড়াইবার জন্য তাজবীদের বিভিন্ন কিতাব-পত্র ও দক্ষ ক্বারীগণ হইতে সহযোগিতা নিয়া 'তা'লীমুল কুরআন' নামক কিতাবখানা লেখা হইয়াছে।

এই কিতাবখানাতে শিশুদের জন্য হাতে কলমে তথা চক-শ্লেট-বোর্ডে শিক্ষার পদ্ধতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। শিশু শিক্ষার জন্য ৩ বছরের একটি কোর্সও সংযোজন করা হইয়াছে। তাহা ছাড়াও ইহাতে আরও সংযুক্ত হইয়াছে : যাহারা কুরআন শরীফ সহীহ করিয়া পড়িতে পারেন না, তাহাদের কুরআন তিলাওয়াত শিখিবার জন্য সহজ পদ্ধতি, নিরক্ষর বয়স্ক লোকদের সহীহভাবে নামায শিক্ষা পদ্ধতি, সহজ-সহীহভাবে কায়দা ও আমপারা পড়া এবং পড়াইবার পদ্ধতি, দৈনন্দিন ব্যবহৃত বহু দু'য়া-কালাম, কুরআনে কারীম হইতে বাছাইকৃত প্রয়োজনীয় কিছু আয়াত এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু হাদীস। নামাযের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল, তাশাহুদ, দু'য়ায়ে কুনুত, দু'য়ায়ে মাসুরা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মূলতঃ মুয়াল্লিম (শিক্ষক) প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে এই কিতাবখানা লিখিত হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা দ্বারা যদি স্বল্পসংখ্যক মুসলমানও আল্লাহ্ প্রদত্ত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সহীহ-শুদ্ধ করিয়া পড়িতে এবং পড়াইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব কিঞ্চিত পালন হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সহীহভাবে কুরআনে কারীম পড়িবার এবং পড়াইবার যোগ্যতা দান করুন এবং কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করিবার তৌফিক দান করুন। আমিন। ছুম্মা আমিন॥

মানুষ মাত্রই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তাই কিতাবখানার কোথাও ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হইলে, তাহা জানাইলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হইবে।

এ. কে. এম. শাহ্‌জাহান
কেন্দ্রীয় প্রধান উস্তায, তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন
৫০৮, ওয়্যারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৮৩১০৭৮০০৮

তা'লীমুল কুরআন মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী বক্তব্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ - وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ۖ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য। আমরা তাঁহারই প্রশংসা করি। তাঁহার কাছে সাহায্য কামনা ও ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং আমরা সমস্ত মন্দ কাজ হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাই। আল্লাহ যাহাকে হেদায়াত করেন কেহই তাহাকে গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ যাহাকে গোমরাহ করেন কেহই তাহাকে হেদায়াতও করিতে পারিবে না। আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতিত কোনো মাবুদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোনো শরীক নাই। আমরা আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র বান্দাহ ও তাঁহার রসূল। আল্লাহ্ তা'য়ালার করুণা, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহার (মুহাম্মাদ সা.-এর) উপর এবং তাঁহার পরিবার-পরিজন ও সাহাবীদের উপর। অতপর আশ্রয় চাই আল্লাহ্‌র নিকট অভিশপ্ত শয়তান হইতে। শুরু করছি আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম দয়ালু ও মেহেরবান।"

(ইব্রাহিম (আ.) খানায়ে কাবা তৈরি করিয়া এই দু'য়াটি করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা পসন্দ করিয়া তাহা সূরা বাকারার ১২৯ নং আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন) "হে আমাদের রব! তাহাদের জন্য তাহাদের জাতির মধ্য হইতে তাহাদের এমন একজন রসূল প্রেরণ করো; যিনি তাহাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইবেন। তাহাদেরকে কিতাব ও হিকমাতের শিক্ষা দান করিবেন এবং পবিত্রতা শিক্ষা দিবেন।"

আল্লাহ তা'য়ালা ইব্রাহিম (আ.)-এর দু'য়া কবুল করিয়া আমাদের জন্য সূরা জুমার ২নং আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ.

“তিনিই উম্মিগণের মধ্য হইতে তাঁহাদেরই একজনকে পাঠাইয়াছেন রসূলরূপে, যিনি তাহাদের নিকট তেলাওয়াত করেন আল্লাহ তা'য়ালার আয়াতসমূহ এবং তাহাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত।”

অনুরূপ কথা আল্লাহ তা'য়ালা সূরা বাকারার ১৫১ এবং সূরা আলে ইমরানের ১৬৪নং আয়াতেও ঘোষণা করিয়া রসূল (সা)-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ ৪টি দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন (১) তা'লীমুত্ তিলাওয়াত (২) তা'লীমুত্ তাজকিয়া (৩) তা'লীমুল কিতাব (৪) তা'লীমুল হিকমাত বা (কৌশল)।

তা'লীমুল কুরআনের জন্যে ৪টি দায়িত্বকে মৌলিক কর্মসূচী হিসাবে টার্গেট করিয়া কার্যক্রম শুরু করা আমাদের প্রত্যেকেরই নৈতিক দায়িত্ব।

يَتْلُوا তেলাওয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'য়ালা সূরা বাকারার ১২১ নং আয়াতে এরশাদ করিয়াছেন : اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ط “যাহাদেরকে আমি কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহা এমনভাবে তেলাওয়াত করে যেমন তেলাওয়াত করা হক (উচিত)”।

হকের ব্যাখ্যা বিশ্ববিখ্যাত তাফসিরগ্রন্থ ‘ইবনে কাছিরে’ ইবনে মাস'উদ (রা.) বর্ণনা করিয়াছেন এইভাবে “কুরআনের হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মনে করিয়া অবশ্যই কুরআনের ব্যাখ্যা সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করা। আর ইহার কোনো অংশকে স্থানচ্যুত বা পরিবর্তন না করা।” অর্থাৎ তাজবীদ সহকারে বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়া।

অতএব উপরে বর্ণিত তিনটি হক আদায়ের নিমিত্তে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের সাথে সাথে ৩০ পারা কুরআন শরীফ একবার হইলেও বুঝিয়া পড়িয়া ‘খতম’ দেওয়া প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর একান্ত কর্তব্য। তাহা না হইলে নিজ জ্ঞানে হালাল-হারাম জানা যাইবে না।

মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও মর্যাদা :

মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করিতে হইলে প্রথমে আমাদের জানিতে হইবে ‘মুয়াল্লিম’ শব্দের অর্থ এবং ইহার গুরুত্ব ও মর্যাদা। ‘মুয়াল্লিম’ আরবী শব্দ। ইহার বাংলা অর্থ ‘শিক্ষক।’ যেহেতু কুরআন সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়ালাই শিক্ষা দিয়াছেন : اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ “তিনিই রহমান যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়াছেন।” (সূরা আর রাহমান : ১ নং আয়াত)

তাহা হইলে বুঝা গেল- কুরআনের মূল শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কুরআনের মুয়াল্লিমগণ মূল শিক্ষকের সাহায্যকারী نَصَرُوا لِلّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্র সাহায্যকারী। যেহেতু আপনারা ‘তা'লীমুল কুরআনের মুয়াল্লিম’ এবং ‘আল্লাহ্র সাহায্যকারী’ তাই আপনাদেরকে আল্লাহ্র রঙে রঙিন হইতে হইবে। দেখুন! আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন তাঁহার রং ধারণ করিবার জন্য :

صِبْغَةَ اللّٰهِ ج وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ط وَنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ○

"আপনি বলুন, আল্লাহ্‌র রং ধারণ করো। তহার রং হইতে কাহার রং আর বেশি উত্তম হইতে পারে? আমরা তাঁহারই দাসত্ব করিয়া চলিয়াছি।" (সূরা বাকারা ১৩৮ নং আয়াত)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করিয়াছেন إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ○ "আমি তোমাদের প্রতি শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি।" (মিশকাত শরীফ)

তাই আমরা কুরআনের উস্তায হওয়ার জন্য মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ নিবো। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আরো ঘোষণা করিয়াছেন خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ○ "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআনে কারিম শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়।" (হাদীস)

এ হাদীসের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের দেশের খ্যাতিমান শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক মরহুম সাহেব নাকি সপ্তাহে দুই দিন মক্তবে কুরআন পড়াইতেন অথচ তিনি প্রতি সপ্তাহে কোনো না কোনো মাদরাসায় বুখারী ও মুসলিম শরীফ পড়াইতেন। উল্লেখ্য নজরানা কুরআন শরীফ পড়ানোর চেয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ হাদীস পড়াইতে অনেক অনেক বেশি যোগ্যতার প্রয়োজন কষ্টসাধ্য। এ ব্যাপারে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে উত্তরে তিনি বলিতেন– "উপরোক্ত হাদীসের শিক্ষা আমল করিবার জন্যই আমি মক্তবে কুরআন পড়াই।" সুবহানাল্লাহ! শুনেছেন দেশের একজন প্রখ্যাত শায়খুল হাদীসের কথা?

আমরা যাহারা চাকরি, ব্যবসা, শিক্ষকতা এবং অধ্যাপনা ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত আছি তাহারাও ইহার পাশাপাশি তা'লীমুল কুরআনের কাজ করিয়া এই হাদীসের আমলস্বরূপ 'কুরআনের মুয়াল্লিমে'র মর্যাদা কি লাভ করিতে পারি না? আপনারা কি এই কাজ করিতে রাজি আছেন? যাহারা রাজি আছেন তাহারা তা'লীমুল কুরআনের মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ নিয়া এই কাজ শুরু করুন। আল্লাহ্ আমাদের কবুল এবং মঞ্জুর করুন।

মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা :

প্রশ্ন হইতে পারে- মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ আবার নতুন করিয়া কেনো প্রয়োজন? আমাদের দেশে তো পূর্ব হইতেই কুরআন শিক্ষা চালু আছে। তাহার পর আবার নতুন করিয়া প্রশিক্ষণের প্রয়োজন কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথম কথা হইলো- যে কোনো বিষয়ে শিক্ষা অর্জন ও অর্জিত শিক্ষা অন্যকে প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালা সূরা বাকারার ১২৯ এবং সূরা জুমার ২নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দায়িত্ব দিলেন তা'লীমুল হিকমাত (বা কৌশল শিক্ষা) দেওয়ার। এই হিকমাত বলিতে সর্বক্ষেত্রের হিকমাতকে বুঝানো হইয়াছে। কুরআন হাদীসে নিষেধ নয় এমন সকল হেকমত গ্রহণ করা যাইবে। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রের হিকমাত হইলো শিক্ষকের প্রশিক্ষণ। আমাদের দেশে স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য আলাদা আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। যেমন প্রাইমারী শিক্ষকদের জন্যে পি. টি. আই., মাধ্যমিক

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যে বি.এড ও এম.এড ইত্যাদি। অত্যন্ত দু:খজনক হইলেও সত্য যে, কুরআন শিক্ষকদের জন্য সরকারিভাবে কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নাই। যাহার কারণে আমাদের দেশের অধিকাংশ মুসলমান কুরআন শরীফ পড়িতে জানেন না।

জরিপে আরো জানা গেছে, যারা কুরআন শরীফ পড়িতে জানেন তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক ভাইয়েরা এমন এমন ভুল পড়েন, যাহার ফলে কখন যে আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করিয়া বসেন তাহা কুরআন পাঠক নিজেও জানেন না। এই না জানার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন! তবে এইভাবে সারা জীবন ভুল পড়িয়া পড়িয়া যদি আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাই অথচ সহীহ্ পড়িবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে মাফ পাওয়া যাইবে না। তাই সকলকে এখন থেকেই কুরআন শুদ্ধ করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা করিয়াও পড়া শুদ্ধ করিতে না পারিলে তাহা আল্লাহ অবশ্যই মাফ করিয়া দিবেন। সেই চেষ্টার প্রতিফলনই আজকের এই মু'য়াল্লিম প্রশিক্ষণ!

তাহা হইলে বুঝা গেলো, মু'য়াল্লিম প্রশিক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। অতীতে যাহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে জরিপ করিলে দেখা যাইবে, ৩৫ বছরের উপরে যাহাদের বয়স তাহারা কুরআন শেখার জন্য চেষ্টা করেননি এমন লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। একটি নয়, দুইটি নয়, এমন অনেকে আছেন যাহারা পাঁচ-দশটি কায়দা শেষ করিয়াছেন তাহার পরেও অনেকের ভাগ্যে কুরআন শরীফের শুদ্ধ পড়া জুটেনি। তাহা হইলে সমস্যাটা কোথায়- তা আমাদেরকে খতাইয়া দেখিতে হইবে।

কুরআন শিক্ষা করা সহজ :

কুরআন শিক্ষা করা কঠিন না সহজ? দেখুন! কুরআন যাঁহার কথা তিনিই (আল্লাহ্) ঘোষণা করিয়াছেন : وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ ○ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○ "কুরআন শিক্ষার জন্য, জানার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। তোমাদের মধ্যে কেহ নছিহত গ্রহণকারী আছে কি?"

এইভাবে আল্লাহ তায়ালা সূরায়ে আল কামারের ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০ নং আয়াতে একই কথা ৪ বার বলিয়াছেন। ইহার ফলে কুরআন শিক্ষা যে সহজ সেই ব্যাপারে সন্দেহের আর কোনো অবকাশ আছে কি?

কলম ও লেখার মাধ্যমে কুরআন শিক্ষা :

আমাদের দেশের মানুষের কুরআন শিখিতে না পারার পেছনে কয়েকটি প্রধান কারণ বিদ্যমান

(১) ইতোপূর্বে আমাদের দেশে কুরআনের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না।

(২) অতীতে আমরা কুরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করি নাই।

(৩) আল্লাহ্‌র ফরমান অনুযায়ী (কলম ও লেখার মাধ্যমে) প্রশিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়নি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম তাঁহার রাসূল (সা)-এর উপর সূরা আ'লাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল করিয়াছেন। সেইখানে তিনি ৪র্থ নাম্বার আয়াতে এরশাদ করেন الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ "তিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন।"

অথচ আমরা কি কলমের সাহায্যে কুরআন শিখিয়াছি? কলমের সাহায্যে যদি আমরা কুরআন শিক্ষা করিতাম তাহা হইলে হয়তো আমরা এতো সংখ্যক মুসলমান কুরআন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হইতাম না।

আমাদের দেশে যে প্রতিষ্ঠানে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার নাম مَكْتَبْ। كَتْبٌ শব্দ থেকে مَكْتَبْ শব্দটি গঠিত হইয়াছে। كَتْبٌ-ইহার অর্থ লেখা। مَكْتَبْ অর্থ যে স্থানে লিখার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। অথচ আমাদের দেশে মাকতাবে এখনো কোনো লেখার ব্যবস্থা নাই। এই শব্দটিই স্বাক্ষী যে, এক সময় এই দেশে লেখার মাধ্যমে কুরআন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। আমরা দুইশত বৎসর বৃটিশের গোলাম ছিলাম, যাহার বিরূপ প্রভাবে আমরা আমাদের স্বীয় শিক্ষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য হারাইয়া ফেলিয়াছি। তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন বহু মূল্যবান সেই হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণে কলম ও লেখার মাধ্যমে কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করিয়াছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্!

লেখার গুরুত্ব ও তাৎপর্য :

লেখা স্থায়ী এবং স্মৃতি ক্ষণস্থায়ী। স্মৃতি সর্বদা পরিবর্তন ও গতিশীল। সেই কারণে যেই কোনো লেখকের একটি বই পূর্বের সংস্করণের চাইতে বর্তমান বা লেটেস্ট সংস্করণ অনেক সমৃদ্ধশালী হইয়া থাকে। এই জন্য কোনো তথ্য স্মৃতির উপর ছাড়িয়া না দিয়া লিখিয়া রাখিলে ভালো। যেই কোনো চুক্তিপত্র সম্পাদন করিলে তাহা লিখিতভাবে করা আল্লাহ্‌রই ফরমান। যেই কোনো বিষয়ই লেখার মাধ্যমে শিখাইলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার পর স্মৃতিতে গাঁথিয়া রাখা সহজ হয় এবং শিক্ষার অগ্রগতি সাধিত হয়। এই জন্য বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে উত্তরপত্র লেখনীর মাধ্যমে প্রশিক্ষকের নিকট পৌঁছাইতে হয়। লেখনীতে যাহারা পারদর্শী তাহারাই উচ্চ শিক্ষায় আগাইয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে যাহারা লেখায় দুর্বল তাহারা উচ্চ শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে ক্রমশ: পিছাইয়া পড়িতেছে। লেখনীর মাধ্যমে উত্তরপত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান যেমন প্রশিক্ষককে (উস্তাযকে) প্রদান করা যায় তেমনি যুগ যুগান্তরে পরবর্তী প্রজন্মের (Generation) জন্য তা ধারণ, সংরক্ষণ এবং বিতরণও করা যায়।

তা'লীমুত্তাজকিয়া :

তাজকিয়া শব্দের অর্থ পবিত্র। পবিত্রতা বলিতে সর্বক্ষেত্রের পবিত্রতাকে বুঝায়। পবিত্রতা তিন প্রকার (১) আত্মিক পবিত্রতা (২) দৈহিক পবিত্রতা ও (৩) মালি পবিত্রতা।

আত্মিক পবিত্রতা হইতেছে শির্‌ক, বিদ'আতমুক্ত ঈমান গ্রহণ করিয়া গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়া। কালিমা পাঠ করে ঈমান আনার পর গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের উপর ৪টি কাজ ফরজ করিয়াছেন (১) নামায কায়েম করা (২) রমযানের রোযা রাখা (৩) যাকাত আদায় করা ও (৪) হজ্জ পালন করা।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলিয়াছেনঃ ইসলামের বুনিয়াদ ৫টি। (১) কালিমা (২) নামায (৩) সাওম বা রোজা (৪) যাকাত ও (৫) হজ্জ।

এই আমলগুলি দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'য়ালা মুসলমানদের আত্মা, দেহ ও মালকে পবিত্র করেন। নামায, রোযা ও হজ্জ আদায় করতে হইলে দেহকে পবিত্র করিতে হইবে।

তা'লীমুল কিতাব (কিতাবের জ্ঞান শিক্ষা দান) :

কিতাব বলিতে আমাদের দেশের প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীরা আসমানী চারখানা বড় কিতাবকে বুঝেন : (১) তাওরাত (২) যাবুর (৩) ইঞ্জিল ও (৪) কুরআন। আল-কুরআন হইতেছে আমাদের কিতাব। এই কিতাবের জ্ঞান প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর অর্জন করা জরুরী। অর্থাৎ পূর্ণ কুরআন মজিদ জীবনে একবার বুঝিয়া পড়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে কুরআনের হক- হালাল-হারাম কি তাহা জানা যাইবেনা। জানা না গেলে মানাও যাইবে না। আর মানা না হইলে তেলাওয়াতের হক আদায় হইবে না।

অতএব কিভাবে লেখার মাধ্যমে কুরআন শিক্ষা দিতে হয়। তাহার উপর বিশেষ কলা-কৌশল সম্বলিত মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ কোর্স আপনাদেরকে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করিবে ইনশা'আল্লাহ। তাহার সাথে সাথে কুরআন শরীফ কিভাবে শুদ্ধ করিয়া পড়িতে হয় তাহার জন্য ইলমে তাজবীদের প্রাথমিক জ্ঞানও শিক্ষা দেবো। গোটা জাতিকে সহীহভাবে কুরআন শিক্ষার জন্য **তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন** নিম্নোক্ত তিনটি কোর্সে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করিয়াছে :

(১) **তা'লীমুল কুরআন** (শিশু ও নিরক্ষর বয়স্কদের জন্য)

(২) **সহীহ তা'লীমুল কুরআন** (যাহারা কুরআন পড়িতে পারেন অথচ উচ্চারণ সহীহ্‌ নয় তাহাদের জন্য)

(৩) **তা'লীমুস্‌ সলাত** (বৃদ্ধদের জন্য যাহাদের বয়স ষাটের উর্ধে)

তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন উদ্ভাবিত মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়া আপনি ও আপনার সমাজকে কুরআনের মুয়াল্লিম হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

সূচিপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হেদায়াত

আল্লাহ তা'আলা মহান। তাঁহারই প্রদত্ত হেদায়াত আল-কুরআন (القرآن)। এই কুরআনের তা'লীম দীনি শিক্ষার একমাত্র ভিত্তি। এইরূপ মহান খিদমতের জন্য বিশেষ গুণাবলীর প্রয়োজন। তাই এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নলিখিত গুণাবলীর বর্ণনা দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা এই কাজ সম্পন্ন করিবার তাওফীক দিন। আমীন॥

◆ **শিক্ষকগণের ৯ প্রকারের দোষমুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন ঃ**

(১) حِرْصْ – লোভ-লালসা
(২) اَمَلْ – আকাঙ্খা
(৩) غَضَبْ – রাগ
(৪) دُرُوْغْ – মিথ্যা
(৫) غِيْبَتْ – পরনিন্দা
(৬) بُخْلْ – কৃপণতা
(৭) حَسَدْ – হিংসা-বিদ্বেষ
(৮) كِبِرْ – অহংকার
(৯) رِيَاءْ – লোক দেখানো

◆ **শিক্ষকগণকে ৭টি গুণ অর্জন করিতে হইবে ঃ**

(১) متحمل مزاج – মেজাজের ভারসাম্যতা
(২) خوش اخلاق – সচ্চরিত্রতা
(৩) نيك خو – সৎ উদ্দেশ্য ও ন্যায়-নীতির অনুসারী
(৪) بردبارى – সহনশীলতা
(৫) قناعت – স্বল্পে তুষ্টি
(৬) صبر – ধৈর্য্যশীলতা
(৭) شكر – কৃতজ্ঞতা

◆ **শিক্ষকের ভাষাগত ৩টি গুণ থাকা অপরিহার্য ঃ**

(১) ধীরস্থিরতা
(২) সহজতা
(৩) মধুরতা

বইয়ের কলেবর বড় হওয়ার আশংকায় উপরের দোষ-গুণাবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই।

*** সর্বাবস্থায় শিক্ষকের চেহারায় ৩টি চিত্র প্রস্ফুটিত হওয়া দরকার :**

(১) محبت (সোহাগ) : যাহাদিগকে কুরআনে কারীমের সহিত পরিচয় করাইবার জন্য তা'লীমের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, আপনি তাহাদের সামনে নিজেকে এমনভাবে পেশ করিবেন যাহাতে তাহারা যেনো মনে করে সত্যিই আপনি তাহাদের স্নেহ করেন ও ভালবাসেন।

(২) عظمت (গুরুত্ব) আপনি যে বিষয়ে তাহাদিগকে তা'লীম দিতে আসিয়াছেন আপনার চেহারার মধ্যে তাহা যেনো গুরুত্ব সহকারে ফুটিয়া উঠে।

(৩) رعب (প্রভাব) : আপনি নিজেকে তাহাদের সম্মুখে এমনভাবে পেশ করিবেন যেনো তাহারা আপনাকে দেখামাত্র সজিব হইয়া উঠে এবং আপন আপন কাজের প্রতি মনোযোগী হয়। শিক্ষকগণ নিজেদেরকে একজন কুরআনের খাদেম হিসাবে সবসময় 'দা'য়ী ইলাল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারী বলিয়া মনে করিবেন। নিজের জীবনের-যাবতীয় কাজকর্ম, চলাফেরা, উঠা-বসা, লেবাস-পোশাক, লেন-দেন তথা সমস্ত ব্যাপারে সুন্নাতে নবুবীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। দীনের খাতিরে সাধারণ মানুষের সমস্ত জায়েয সমালোচনার উর্ধ্বে থাকিয়া একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে তৈরি রাখিবেন। সব সময় দায়িমী সুন্নাতগুলি পুরাপুরি আমলী জিন্দেগীতে আনিবার চেষ্টা করিবেন। যেমন সব সময় মাথায় টুপি রাখা, দাড়িকে পরিপাটি রাখা, চুলগুলি সুন্নাতানুযায়ী রাখিতে চেষ্টা করা, মেসওয়াক করা, জামা-কাপড় সুন্নাতানুযায়ী ব্যবহার করা, ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা, হাত ও পায়ের নখ কাটিয়া পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি। অর্থাৎ যিনি খাদেমুল কুরআন হইবেন তিনি নিজেকে আখলাকে নবুবীর দ্বারা আদর্শ মানুষ হিসাবে সমাজের সামনে পেশ করিবেন।

*** শিক্ষকের মধ্যে আরও ৩টি গুণের বিশেষ প্রয়োজন :**

(১) اخلاص : আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করিবার নাম ইখলাছ اخلاص।

(২) محنت : নিরলসভাবে কাজ করিয়া যাইবার নাম মেহনত محنت।

(৩) شفقت : জরুরত মোতাবেক বা প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ সমাধা করিয়া দেওয়ার নাম শাফকাত شفقت।

*** সমস্ত কাজের কামিয়াবীর জন্য ৩টি গুণ অপরিহার্য :**

(১) جوش : কাজের পূর্ণ আকাংখা-উদ্যম থাকিবার নাম যোশ جوش।

(২) هوش : পর্যায়ক্রমে কাজ চালাইয়া যাইবার নাম হুশ هوش।

(৩) استقامت কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অটল-অনঢ় থাকিয়া কাজ করিবার নাম ইস্‌তিকামাত استقامت।

আল্লাহ তা'য়ালা উপরোক্ত কথাগুলি পুরোপুরিভাবে আমল করিবার তাওফীক দান করুন। আমীন॥

ইলমে তাজভীদের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন–

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ –

অর্থ ঃ যাহাদিগকে আমি কিতাব দিয়াছি তাহারা যথাযথভাবে উহা তেলাওয়াত করে। (সূরা বাকারা, আয়াত-১২১)

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) হইতে আবুল আলীয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যেই সত্তার হাতে আমার জান রহিয়াছে সেই সত্তার কসম করিয়া বলিতেছি আল্লাহ্‌র কালামকে যথাযথভাবে তিলাওয়াতের তাৎপর্য হইতেছে উহাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হরামকে হারাম জানা এবং তদনুযায়ী আমল করা। উহা যেইরূপে নাযিল হইয়াছে সেইরূপে তিলাওয়াত করা। উহার শব্দসমূহ ও বাক্যাবলীকে স্থানচ্যুত ও পরিবর্তিত না করা এবং কোনো অংশের অর্থ ও মর্মকে বিকৃত না করা। (ইবনে কাছির)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَّا اَذِنَ لِشَىْءٍ يَّتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ (متفق عليه)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা কোনো কিছুর প্রতি এতো বেশি মনোনিবেশ করেন না, যতবেশী নবীর কথার প্রতি মনোনিবেশ করেন। যখন নবী মধুর সূরে কুরআন তেলাওয়াত করেন। (বুখারী মুসলিম)

তাজভীদের সংজ্ঞা ঃ যে জ্ঞান অর্জন করিলে (কুরআন পাকের) প্রত্যেক হরফ তাহার মাখরাজ হইতে পরিপূর্ণ সি.ফাত সহকারে পড়া যায়, বিশেষ করিয়া কুরআন পাক আল্লাহ্ তা'য়ালার কিতাব হওয়ায় তিনি যেইভাবে নাজিল করিয়াছেন সেইভাবে তেলাওয়াত করাকে ইলমে তাজভীদ বলে।

তাজভীদের উদ্দেশ্য ঃ (কুরআন মজিদের) হরফে তাহাজ্জী

তাজভীদের লক্ষ্য ঃ (কুরআন মজিদের) হরফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও মধুর সূরে তেলাওয়াত করা।

তাজভীদের বিপরীত হচ্ছে লাহান لحن

لحن লাহান অর্থ ভুল। لحن দুই প্রকার, لحن جلى লাহানে জলী, لحن خفى লাহানে খফী,

لحن جلى লাহানে জলী এক হরফের স্থানে অন্য হরফ এক হরকতের স্থানে অন্য হরকত, হরকতের স্থানে মদ, মদের স্থানে হরকত, মুদ্দাকথা মাখরাজে হরফ ও সি.ফাতে লাজিমার মধ্যে ভুল হইলে উহাকে লাহানে জলি বলে। লাহানে জলি দ্বারা অর্থের পরিবর্তন হইয়া যায় এবং ইহাতে নামায ভংগের আশংকা থাকে।

لحن خفى লাহানে খফী হইতেছে সিফাতে মুহাসসানায় ভুল করা, যেমন গুন্নাহ, ক.লক.লা নূনে সাকিন তানভীনের কায়দায়, লফজ আল্লাহ্‌র লাম মোটা চিকন, র-মোটা চিকন ইত্যাদিতে ভুল করিলে উহাকে লাহানে খফী বলে। লাহানে খফী দ্বারা তেলাওয়াতের সৌন্দর্য নষ্ট হয় কিন্তু নামায ভংগের আশংকা থাকে না।

পূর্ব প্রস্তুতি

বোর্ডের পূর্বে ৫টি কাজ :

(১) সফবন্দি বা সারিবদ্ধ হওয়া ।

(২) তা'উজ, তাসমিয়া ও দরূদ শরীফের মাশ্ক ।

(৩) বসিবার আদব শিক্ষা ও ইমতেহান ।

(৪) কালিমায়ে ত.য়্যিবা ও জরুরী মাসাইল শিক্ষা ।

(৫) দিক নির্ণয় শিক্ষা ও ইমতেহান ।

*** ১নং : সফবন্দি :**

শিক্ষার্থী শুধু ছেলে হইলে প্রথম সফে ছোট ছোট ছেলেদিগকে বসাইয়া ক্রমাগত বড়দিগকে পিছনে বসাইতে হইবে এবং বোর্ড বরাবর মধ্যখান দিয়া ওস্তাযের চলাফেরার জন্য ব্যবস্থা থাকিবে । ছেলে ও মেয়ে হইলে ওস্তাযের চলাফেরার ব্যবস্থা ছেলে ও মেয়েদের মধ্যখান দিয়া থাকিবে এবং এইভাবে মেয়েদিগকে বসাইবেন যাহাতে ওস্তায বোর্ডে দাঁড়াইলে প্রাথমিক নজর মেয়েদের প্রতি না পড়ে । সাবালিকা মেয়েদের ওস্তাযের সামনে রাখা নিষেধ ।

*** ২নং : তা'উজ, তাসমিয়া ও দরূদ শরীফের মাশ্ক :**

তা'উজ অর্থ আউজুবিল্লাহ, তাসমিয়া অর্থ বিসমিল্লাহ ।

*** ৩নং : বসিবার আদব শিক্ষা ও ইমতিহান বা পরীক্ষা :**

বসার আদব তিনটি :

দুই হাটু ফেলিয়া

দুই হাটু উঠাইয়া

এক হাটু ফেলিয়া এক হাটু উঠাইয়া ।

বার বার নম্বর হিসাবে আদতে পরিণত করিবেন ও ইমতিহান করিবেন ।

বি:দ্র: বসার আদব ইহা একটি শারীরিক ব্যায়ামও বটে ।

❋ ৪নং : কালিমায়ে ত.য়্যিবা ও জরুরী মাসাইল শিক্ষা :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

কালিমায়ে ত.য়্যিবা : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

কালিমার অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত
ইবাদাতের উপযুক্ত
আর কোন মা'বুদ নাই,
হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আল্লাহ তা'আলার পয়গাম্বর।

❋ কালিমার সংক্ষিপ্ত আকিদা :

কালিমার ওয়াদা : আয় আল্লাহ
আপনি আমার মাওলা,
আমি আপনার গোলাম,
আমার মৃত্যু পর্যন্ত
আপনার হুকুম মতে ও
রাসূলের তরীকা মতে
আপনার গোলামী করিব।

❋ কালিমা কি চায়? কালিমা এই চায়—
আমার জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম,
আল্লাহ্র হুকুম মতে ও রাসূলের তরীকা মতে হউক,
আমার মনগড়া না হউক।

কালিমায়ে ত.য়্যিবার অর্থ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার পর জরুরী মাসাইল প্রতিদিন এক এক বিষয়ে মুখস্থ করাইতে থাকিবেন। প্রয়োজন বোধে সবকের পরেও পড়াইতে পারিবেন। এইভাবে জরুরী মাসাইলগুলি মুখস্থ করাইবার পর এক এক বিষয়ে সহজ ভাষা ও সহজ পদ্ধতিতে বুঝাইতে থাকিবেন এবং আমলে পরিণত করিতে থাকিবেন। আমীন॥

মাসাইল

(১)

অযুতে ৪ ফরয :

সমস্ত মুখ ধোয়া,
দুই হাতের কনুইসহ ধোয়া,
মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা,
দুই পায়ের টাখ্‌নুসহ ধোয়া।

(২)

গোসলে ৩ ফরয :

কুলি করা,
নাকে পানি দেওয়া,
সমস্ত শরীর
ভালভাবে ধৌত করা।

(৩)

তায়্যাম্মুমে ৩ ফরয :

নিয়ত করা,
সমস্ত মুখ একবার মাসেহ করা,
দুই হাতের কনুইসহ
একবার মাসেহ করা।

(৪)

নামাযের বাহিরে এবং ভিতরে ১৩ ফরয :

নামাযের বাহিরে ৭ ফরয :

শরীর পাক,
কাপড় পাক,
নামাযের জায়গা পাক,
সতর ঢাকা,
কেবলামুখী হওয়া,
ওয়াক্ত মতো নামায পড়া,
নামাযের নিয়ত করা।

নামাযের ভিতরে ৬ ফরয :

তাকবীরে তাহ.রীমা বলা,
খাড়া হইয়া নামায পড়া,
ক্বিরাত পড়া, রুকু করা,
দুই সিজদা করা,
আখেরী বৈঠক ।

-:::-

নামাযে ১৪ ওয়াজিব :

আলহামদু শরীফ পুরা পড়া,
আলহামদুর সহিত সূরা মিলানো,
রুকু সিজদায় দেরী করা,
রুকু হইতে সোজা হইয়া খাড়া হওয়া,
দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হইয়া বসা,
দারমিয়ানি বৈঠক,
উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া,
ইমামের জন্য ক্বিরাত
আস্তে বা জোরে পড়া,
বিতিরের নামাযে দু'য়ায়ে কুনুত পড়া,
দুই ঈদের নামাযেই
ছয় ছয় তাক্‌বীর বলা,
প্রত্যেক ফরয নামাযের
প্রথম দুই রাকাতে ক্বিরাত পড়া ।
প্রত্যেক রাকাতের ফরযগুলির
তারতীব ঠিক রাখা,
প্রত্যেক রাকাতের ওয়াজিবগুলির
তারতীব ঠিক রাখা,
আস্‌সালামু আলাইকুম (ওয়া রাহমাতুল্লাহ্‌) বলিয়া
নামায শেষ করা ।

-:::-

নামাযে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ১২টি :

দুই হাত উঠানো,
দুই হাত বাঁধা,
সানা পড়া,
তা'উয পড়া
তাসমিয়া পড়া,
প্রত্যেক উঠা বসায়
আল্লাহু আক্‌বার বলা,
রুকুর তাসবীহ্ বলা,
রুকু হইতে উঠিবার সময়
সামি'আল্লাহু লিমান হামীদাহ বলা,
(রব্বানা লাকাল হামদ্ বলা)
সিজদার তাসবীহ্ বলা,
দরূদ শরীফ পড়া,
দু'য়ায়ে মাসূরা পড়া,
আলহামদুর শেষে আমীন বলা।

অযু ভঙ্গের কারণ ৭টি :

পায়খানা পেশাবের রাস্তা দিয়া
কোন কিছু বাহির হওয়া,
মুখ ভরিয়া বমি হওয়া,
শরীরের কোন জায়গা হইতে
রক্ত, পুঁজ বা পানি
বাহির হইয়া গড়াইয়া পড়া,
থুথুর সহিত রক্তের ভাগ
সমান বা বেশী হওয়া,
চিৎ বা কাত হইয়া,
হেলান দিয়া ঘুম যাওয়া,
পাগল, মাতাল অচেতন হওয়া,
নামাযে উচ্চস্বরে হাসা।

-:::-

নামায ভঙ্গের কারণ ২০টি :

নামাযে অশুদ্ধ পড়া,
নামাযের ভিতর কথা বলা,
কোনো লোককে সালাম দেওয়া,
সালামের উত্তর দেওয়া,
উহ্-আহ্ শব্দ করা,
বিনা ওজরে কাশা,
আমলে কাছির করা,
বিপদে কি বেদনায়
শব্দ করিয়া কাঁদা,
তিন তাসবীহ্ পরিমাণ
সতর খুলিয়া থাকা,
মুক্তাদী ব্যতীত
অপর ব্যক্তির লোকমা লওয়া,
সুসংবাদ ও দু:সংবাদের উত্তর দেওয়া,
নাপাক জায়গায় সিজদা করা,
সাংসারিক কোনো বিষয়ে প্রার্থনা করা,
খাওয়া ও পান করা,
হাঁছির উত্তর দেওয়া,
কিবলার দিক হইতে সিনা ঘুরিয়া যাওয়া,
নামাযে কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়া,
ঈমামের আগে মোক্তাদীর দাঁড়ানো,
প্রতি রুকনে দুইবারের বেশী
শরীর চুলকানো,
নামাযে শব্দ করিয়া হাসা।

অযু করিবার তরীকা :

অযুতে নিয়ত করা সুন্নাত,
বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া সুন্নাত,
তিনবার মেসওয়াক করা সুন্নাত,
ডান হাতের কব্জিসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত,
বাম হাতের কব্জিসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত,

তিনবার কুলি করা সুন্নাত,
তিনবার নাকে পানি দেওয়া সুন্নাত,
সমস্ত মুখ তিনবার ধোয়া সুন্নাত,
ডান হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত,
বাম হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত,
দুই হাতের আঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নাত,
সমস্ত মাথা (একবার) মাসেহ করা সুন্নাত,
কান মাসেহ করা সুন্নাত,
গর্দান মাসেহ করা মুস্তাহাব,
ডান পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত,
বাম পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত,
দুই পায়ের আঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নাত।

* ৫নং : **দিক নির্ণয় শিক্ষা ও ইমতেহান :** দুই হাত, মাথা ও পায়ের দ্বারা দিক নির্ণয় শিক্ষা দিয়া বোর্ডে ও শ্লেটে ইমতেহান করিতে হইবে।

খাওয়ার হাতকে ডান হাত বলে,
অপর হাতকে বাম হাত বলে,
ডান হাতের দিককে ডান দিক বলে,
বাম হাতের দিককে বাম দিক বলে,
মাথার দিককে উপর বলে,
পায়ের দিককে নিচ বলে।

* **اَلْجِهَاتُ (আলজিহাতু) দিকের নাম :**

(১) مَشْرِقٌ (মাশরিকুন) - পূর্ব (২) مَغْرِبٌ (মাগরিবুন) - পশ্চিম
(৩) شِمَالٌ (শিমালুন) - উত্তর (৪) جُنُوْبٌ (জুনূবুন) - দক্ষিণ
(৫) فَوْقٌ (ফাওকুন) - উর্ধ্ব (৬) تَحْتٌ (তাহতুন) - অধ:
(৭) يَمِيْنٌ (ইয়ামীনুন) - ডানে (৮) يَسَارٌ (ইয়াসারুন) - বাঁয়ে
(৯) قُدَّامٌ (কুদ্দামুন) - সামনে (১০) خَلْفٌ (খালফুন) - পিছনে।

* **৫ আঙ্গুলের নাম :**

(১) خِنْصَرٌ কনিষ্ঠা (২) بِنْصَرٌ অনামিকা (৩) وُسْطٰى মধ্যমা
(৪) مُسَبِّحَةٌ তর্জনী (৫) اِبْهَامٌ বৃদ্ধা।

হরফ শেনাসী
(বর্ণের পরিচয়)

❋ হরফ শেনাসীতে ৫টি কাজ ঃ

(১) উনত্রিশটি হরফকে ৯ ভাগে শিক্ষা দেওয়া।
(২) এক নং নকশা চার প্রকারে পড়ানো।
(৩) নুক্তাওয়ালা হরফ ও নুক্তা ছাড়া হরফ শিক্ষা দেওয়া।
(৪) মাখরাজ শিক্ষা দেওয়া।
(৫) তামীযে হরফ শিক্ষা দেওয়া।

❋ ১নং ঃ ২৯টি হরফকে ৯ ভাগে শিক্ষা দেওয়ার রীতি ঃ

(১) এক লাঠিতে চার হরফ	= ا	=	ا م ط ظ	.١
(২) এক নৌকাতে পাঁচ হরফ	= ٮ	=	ب ت ث ف ك	.٢
(৩) এক টোটা/কোটা ও এক ফালি চাঁদে তিন হরফ	= ح	=	ح خ ج	.٣
(৪) এক লাঙ্গলে পাঁচ হরফ	= ﻼ	=	ر ز و د ذ	.٤
(৫) তিন দাঁত ও এক ফালি চাঁদে চার হরফ	= س	=	س ش ص ض	.٥
(৬) পাখির ঠোঁট দিয়া তিন হরফ	= ع	=	ء ع غ	.٦
(৭) এক ফালি চাঁদে তিন হরফ	= ں	=	ن ق ل	.٧
(৮) ডাব দিয়া এক হরফ (৪), হার সাত সুরত	= ٥	=	٥ ھ ـهـ ـه ـہ ـه ~	.٨
(৯) হাঁস ও দুইটি ডিম দিয়া এক হরফ, ইয়া। ইয়ার দুই সুরত	= ي	=	ي ے	.٩

উপরোল্লিখিত ছবক এক একটি হরফ করিয়া প্রথমে লেখা, মাশ্‌ক, তাকরার, (ইশারায় পড়ানো) এবং শ্লেটে পড়াইবার মাধ্যমে শিখাইবেন এবং যে সমস্ত হরফে নুক.তা থাকিবে সেইগুলির নুক.তার মাশ্‌ক, তাকরার ও শ্লেটে পড়াইবার মাধ্যমে সুন্দরভাবে শিক্ষা দিবেন।

বি:দ্র: মুয়াল্লিমদের জন্য তা'লীমুল কুরআনের ভিডিও সিডি রহিয়াছে। প্রশিক্ষণের সিডি দেখিলে উপকৃত হইবেন, তাই সিডি সংগ্রহের সিডির নির্দেশনা দেওয়া হইল।

বোর্ডের কাজের পরিভাষা ঃ

হরফ শেনাসীর (বর্ণ পরিচয়ের) ১ম কাজ ২৯টি হরফকে ৯ ভাগে ভাগ করিয়া শিশুদের পরিচিত বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া বোর্ডে ও শ্লেটে শিক্ষাদান পদ্ধতি বা হরফ শিখাইবার সংলাপমালা

(যেহেতু সংলাপ তাই নিম্নের লেখাগুলো চলতি ভাষায় লেখা হয়েছে)

হরফ শেনাসির ৫টি কাজ শিক্ষার্থীদেরকে মুখস্ত করাবেন। তারপর ২৯টি হরফ ৯ ভাগের প্রত্যেক সবকের প্রথম হরফ লেখা মাশ্ক। তাকরার ও শ্লেটে পড়ানোর নিয়ম শেখানোর জন্য যে সংলাপ করতে হয় তা নিম্নরূপ :

নুক.তা ছাড়া হরফে ৪টি কাজ। (১) লেখা (২) মাশ্ক (৩) তাকরার (৪) শ্লেটে পড়ানো।

নুক.তাওয়ালা হরফে পাঁচটি কাজ।

৫. নুক.তার মাশ্ক।

একটি হরফে যে কাজ ২৯টি হরফে সে কাজ। একটি সবকে যে কাজ ৯টি সবকে সে কাজ। একটি সূচীতে যে কাজ সব কয়টি সূচীতে সে কাজ।

১নং সবকের প্রথম হরফ আলিফ শিখানোর সকল কাজ বোর্ডে করাবার জন্য যে পরিভাষাগুলো ব্যবহার হবে তা নিম্নরূপ ঃ

ওস্তায বোর্ডের পূর্বের সকল কাজ সমাপ্ত করবেন এবং নির্দেশ দিবেন ঃ সবাই ৩ নম্বরে বসুন। শ্লেট হাটুর ওপর, চক হাতে, "নজর বোর্ড", নজরকে সুন্দর করুন। আমি কি করতেছি দেখুন। আমার হাত এখন কোথায়?....... আমার হাত এখন কোন দিকে যাচ্ছে? \ আমি এটি কি আঁকলাম?....... (ওস্তাযের হাতের লাঠিটি বোর্ডের লেখার পাশে খাড়া করিয়ে রেখে প্রশ্ন করবেন) আপনারা কি এভাবে একটি লাঠি আঁকতে পারবেন?....... আঁকুন তো, এঁকেছেন?....... দেখান। বেশ....... মাশাা.....আল্লাহ্, খুবই সুন্দর হয়েছে।

শ্লেট হাটুর ওপর, চক হাতে, "নজর বোর্ড", নজরকে সুন্দর করুন। আমার বোর্ডেরটি দেখে বারবার লিখুন এবং মুছুন। (এ নির্দেশ দিয়ে উস্তায ছাত্রদের সফের ভেতর ঢুকে পড়বেন। যে ছাত্র-ছাত্রী লিখতে পারেনি তাদেরকে লেখা শিখাবেন এবং বলবেন– উস্তা (মধ্যমা) ইভহামুন (বৃদ্ধা) আঙ্গুল দিয়ে চক ধরুন। মুসাব্বিহাতুন (তর্জনী) আঙ্গুলী দিয়ে চাপ দিয়ে উপর থেকে নিচের দিকে টান দিন এবং হালকাভাবে ছেড়ে দিন। সুন্দর একটি লাঠি হয়ে যাবে।

(শিক্ষক প্রশ্ন করবেন) লেখা হয়েছে?.......... সবগুলি মুছে শ্লেটের মাঝখানে সুন্দর করে একটি লাঠি আঁকুন। এঁকেছেন? দেখান। বেশ, মা....শাাআল্লাহ্, খুবই সুন্দর হয়েছে। আপনারা সবাই পাশ করেছেন। শ্লেট হাটুর ওপর, হাত লেখার নিচে, "নজর বোর্ড",

নজরকে সুন্দর করুন। আমরা এখানে কি জন্য এসেছি? না না কুরআন শরীফ শেখার জন্য এসেছি।

কুরআন শরীফ কোন ভাষায় লিখিত?........ না না, কুরআন শরীফ আরবী ভাষায় লিখিত। আরবী ভাষায় ২৯টি হরফ আছে। এ ২৯টি হরফ দ্বারা এতো বড় ৩০ পারা কুরআন শরীফ লেখা হয়েছে। এ ২৯টি হরফের নাম যদি আমরা জানতে পারি তাহলে কুরআন শরীফ পড়া খুবই সহজ হবে। ا এই যে লাঠি দেখতেছেন আসলে এটি লাঠি নয়। এটি আরবী ঐ ২৯টি হরফের একটি হরফ। এর সুন্দর একটি নাম আছে। আপনারা কি জানতে চান? আমার বলা শেষ, আপনাদের শুরু। আলিফ, আলিফ (আলিফের মাখরাজ দেখিয়ে দিবেন এবং বলবেন নিচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে মধ্যখান দিয়ে একটু বাতাস বের করে) আমাকে একটু অনুকরণ করুন (এবং ভালভাবে ছাত্র ছাত্রীদের দৃষ্ট আকর্ষণ করবেন) তারপর কমপক্ষে ওস্তায মুখে মুখে ৩০ বার মাশ্‌ক করবেন তাকরার করবেন। ওস্তায বলবেন, আমি হাত রাখলে বলতে পারবেন, ... আমি হাত রাখার সাথে সাথে বলবেন (ওস্তায লাঠি দিয়ে বোর্ডে ইশারা করবেন)।

(নজর শ্লেটে, একবার পড়ুন, আরেকবার, থেমে থেমে কয়েকবার, পড়িতে পড়িতে যখন আওয়াজ বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে তখন বোর্ডে একটি আওয়াজ দিয়া থামাইয়া দিবেন।)

ر শেখানোর সংলাপ :

আমার হাত এখন আলিফের কোথায় ---- আমার হাত এখন কোনদিকে যাচ্ছে? ---- আমি আলিফের মাথায় ১টি আঁক দিয়েছি। আপনারা দিতে পারবেন? ٢ দেন তো? দিয়েছেন? ---- দেখুন! দেখুন! আমি আঁকের ডান মাথার উপরে ছোট ১টি আলিফ লিখেছি ٢, আপনারা লিখতে পারবেন? লিখুন তো? লিখছেন? দেখুন! দেখুন! আমার হাত আলিফের ডান দিক দিয়ে ঘুরিয়ে আলিফের মাথা গোল করে দিয়েছি। আপনারা দিতে পারবেন? দেন তো? দিয়েছেন? ر দেখান। বেশ! মাশা ---- আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা সবাই পাশ করেছেন। শ্লেট হাটুর ওপর; চক হাতে; "নজর বোর্ড" নজরকে সুন্দর করুন। আলিফের মাথা গোল করে দেয়াতে এটি আরবী ২৯টি হরফের আরেকটি হরফ হয়েছে। এর একটি সুন্দর নাম আছে, আপনারা কি জানতে চান? আমার বলা শেষ; আপনাদের শুরু। (মাশ্‌ক্, তাকরার, শ্লেটে পড়ানো।)

ط শেখানোর সংলাপ :

আমি এখন মীমের মাথা মুছে ফেলেছি; আপনারা মুছতে পারবেন? ---- মুছুন তো? মুছেছেন? --- এখন কি আছে? ا আমার হাত এখন আলিফের কোথায় আছে? ---- আমার হাত এখন আলিফের ডান দিক দিয়ে ঘুরে এসে আলিফের মাঝে একটি পেট লাগিয়েছি। আপনারা লাগাতে পারবেন? লাগান তো? লাগিয়েছেন? ط দেখান, বেশ!

মাশা ---- আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা সবাই পাশ করেছেন। শ্লেট হাটুর ওপর; চক হাতে "নজর বোর্ড" নজরকে সুন্দর করুন আলিফের ডান দিকে পেট লাগিয়ে দেয়াতে এটি আরবী ২৯টি হরফের আরেকটি হরফ হয়েছে; এর একটি সুন্দর নাম আছে। আপনারা কি জানতে চান? ---- আমার বলা শেষ; আপনাদের শুরু। (মাশ্ক, তাকরার শ্লেটে পড়ানো)

نُقْطَةٌ শেখানোর সংলাপ :

আমার হাত বোর্ডের উপরে ডান কোণে। আমি এটা কী এঁকেছি? নুক্তা? না--- শিশুরা বলবে ফোটা, আপনারা এভাবে একটি ফোটা আঁকতে পারবেন? ◆ আঁকুন তো? এঁকেছেন? দেখান। অনেকে চককে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফোটা বানিয়েছেন। আসলে এভাবে নয়; আমার হাতের দিকে দেখুন। উস্তা মধ্যমা ইভহামুন বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে চক ধরে মুছাব্বিহাতুন তর্জনী দিয়ে চাপ দিন? এবার ডান দিক থেকে হাতকে চিত করে চকের পেট লাগিয়ে একটানে চারকোণাবিশিষ্ট ◆ ১টি ফোটা আঁকুন। এঁকেছেন? দেখান! বেশ! মাশা---- আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! শ্লেট হাটুর ওপর; হাত লেখার নিচে; "নজর বোর্ড" নজরকে সুন্দর করুন। আসলে এটা ফোটা নয়। এর একটি সুন্দর নাম আছে। আপনারা জানতে চান? আমার বলা শেষ; আপনাদের শুরু। " نُقْطَةٌ নুক.ত.হ্" (মাশ্ক, তাকরার শ্লেটে পড়ানোর মাধ্যমে শেষ করে নুক.ত.হ্ মুছে ফেলবেন)।

ظ শেখানোর সংলাপ :

আমার হাত এখন ط এর কোথায়? আমি ط এর পেটের উপর এটা কী দিয়েছি? --- আপনারা এভাবে ১টি নুক্তা দিতে পারবেন? দিন তো? দিয়েছেন? ظ বেশ মাশা --- আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! শ্লেট হাটুর ওপর; হাত লেখার নিচে; "নজর বোর্ড" নজরকে সুন্দর করুন। ط-এর উপর একটি নুক.ত.হ্ দেয়াতে এটি আরবী ২৯টি হরফের আরো একটি হরফ হয়েছে। এর একটি সুন্দর নাম আছে আপনারা জানতে চান? আমার বলা শেষ; আপনাদের শুরু। (মাশ্ক, তাকরার, শ্লেটে পড়ানোর মাধ্যমে নুক.ত.হ্র মাশ্ক করাবেন)। নুক.ত.হ্ মাশ্কে বলতে হবে "ظ" ওপর এক নুক.ত.হ্। এভাবে এক লাঠিতে ৪টি হরফ শেখানো শেষ হলো। এবার সবক শিক্ষা।

সবক শেখানোর সংলাপ :

সবক শিক্ষার জন্য উস্তায প্রথমে বলবেন- আমরা এক লাঠিতে কয় হরফ শিখছি ও কি কি? ছাত্র-ছাত্রীরা বলতে না পারলে উস্তায বলে দেবেন। উস্তায বলবেন– শ্লেট হাটুর ওপর, শ্লেটকে আড়াআড়ি করে ধরুন, "নজর বোর্ড" নজরকে সুন্দর করুন। দেখুন আমি বোর্ডে কী লিখছি! আপনারা এর নাম জানেন? বলুন তো? এর পর উস্তায নাম বলবেন, ছাত্র-ছাত্রীরা শ্লেটে ফাঁক ফাঁক করে ৪টি আলিফ (ا ا ا ا) লিখবে। উস্তায "নজর বোর্ড' করিয়ে ২য় আলিফকে মীম বানিয়ে প্রশ্ন করবেন- আমি এটি কি বানিয়েছি? আপনারা এর নাম জানেন? বলুন তো? ৩য় আলিফকে কী বানিয়েছি? নাম বলুন। ৪র্থ আলিফকে কী

বানিয়েছি? নাম বলুন। ৪র্থ আলিফকে ط বানানোর পরপরই ছাত্ররা ظ বলে ফেলবে। উস্তায বলবেন- ظ বলেছেন যারা, ফেল করেছেন তারা। নুক.ত.হ্ দেয়ার আগে ظ বলেছেন যারা তাদের কী হুশ আছে? ----- বেহুশ হলে বেকায়দা, আর বেকায়দা হলে বেফায়দা! এ কথাগুলোর পর ط এর পেটের উপর নুক.ত.হ্ দিতে দিতে বলবেন- এখন এটা কী হয়েছে? -- এবার আমি বলবো; আপনারা লিখুন! ২য় আলিফের মাথা গোল করে দিয়ে م বানান, ৩য় আলিফের ডান দিকে পেট বানিয়ে ط বানান এবং ৪র্থ আলিফের ডান দিকে পেট বানিয়ে ط বানান তারপর এই ط এর পেটের উপর ১টি নুক.ত.হ দিয়ে একে ظ বানান। লিখা হয়েছে? দেখান! বেশ! মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা সবাই পাশ করেছেন। আমার বলা শেষ; আপনাদের শুরু। এক লাঠিতে ৪ হরফ, আলিফ--, মী--, ম, ত--, জ--। লাঠি বলেছিলাম আপনাদের বুঝার জন্য আসলে এটা আমাদের ১ নাম্বার সবক! ১ নাম্বার সবকে কয় হরফ? ---- কি কি---। জ- উপর কয় নুক.ত.হ্ --- বেশ! মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা সবাই পাশ করেছেন।

২ নাম্বার সবকে ৫ হরফ : ب ت ث ف ق

ب শিখানোর সংলাপ : সবাই তিন নাম্বারে বসুন। শ্লেট হাঁটুর ওপর, চক হাতে, "নজর বোর্ড" নজরকে সুন্দর করুন। আমার হাত এখন কোথায়? আমার হাত কোন দিকে যাচ্ছে? আমি এটি কি আঁকলাম? ___ আপনারা এভাবে একটি সরল আঁক দিতে পারবেন? দেন তো? দিয়েছেন? দেখুন! দেখুন! আমার হাত এখন সরল আঁকের কোন মাথায়? ---- ডান মাথায়। আমি এটি কি এঁকেছি? আপনারা এভাবে একটি দাঁত আঁকতে পারবেন? --- আঁকুন তো? এঁকেছেন? দেখুন! দেখুন! আমি সরল আঁকের বাম মাথায় আকেরটি দাঁত এঁকেছি। আপনারা আঁকতে পারবেন? আঁকুন তো? ٮ এঁকেছেন? দেখুন! দেখুন! আমি এটিকে কি বানাচ্ছি? আপনারা বানা - বেন-না? ٮٕ (বৈঠা লাগিয়ে বলবেন) এখন এটি কি হয়েছে? বৈঠাওয়ালা নৌকা। আমি এখন এটির কি মুছে ফেলেছি? তাহলে এটি এখন কি হয়েছে? বৈঠাবিহীন নৌকা ٮ। আপনারা এভাবে বৈঠাবিহীন নৌকা এঁকেছেন তো? ٮ দেখান! --- বেশ! মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে!

শ্লেট হাঁটুর ওপর, চক হাতে, "নজর বোর্ড" নজরকে সুন্দর করুন। আমারটি দেখে বার বার লিখুন। বার বার মুছুন, (এ বলে উস্তায লেখা শেখাবেন) উস্তা, মধ্যমা এবং ইভহামুন বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে চক ধরুন, মুছাব্বিহাতুন তর্জনী আঁঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে বাম দিক থেকে ডান দিকে একটি সরল আঁক দিন। সরল আঁকের ডান মাথায় একটি দাঁত লাগান। বাম মাথায় আরেকটি দাঁত লাগান। সুন্দর একটি বৈঠাবিহীন নৌকা হয়ে যাবে। লেখা হয়েছে? সবগুলো মুছে ফেলে শ্লেটের মাঝখানে সুন্দর করে আরেকটি লিখুন। লিখেছেন? দেখুন! দেখুন! আমার হাত এখন বৈঠাবিহীন নৌকার কোথায়? বৈঠাবিহীন নৌকার নিচে আমি এটি কি দিয়েছি? আপনারা এভাবে একটি নুক.ত.হ্ দিতে পারবেন? দেন তো? দিয়েছেন? দেখান, বেশ! মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা সবাই পাশ করেছেন।

শ্লেট হাঁটুর ওপর হাত লেখার নিচে, "নজর বোর্ড" নজরকে সুন্দর, করুন। বৈঠাবিহীন নৌকার নিচে নুক.ত.হ্ দেয়াতে ঐ ২৯ হরফের আরেকটি হরফ হয়েছে। এটির একটি সুন্দর নাম আছে- আপনারা জানতে চান? আমার বলা শেষ আপনাদের শুরু। মাশ্ক করাবেন। (মাখরাজ বলে ب দুই ঠোটের ভিজা জায়গায় লাগাইয়া, আমাকে একটু অনুকরণ করুন।)

তারপর তাকরারও শ্লেটে পড়াবেন। এরপর ب এর নুক.ত.হ্মুছে, ওপরে দুই নুক.ত.হ্ দিয়ে ت শেখাবেন, ت -এর উপরে এক নুক.ত.হ্ দিয়ে ث শেখাবেন ث -এর নুক.ত.হ্ মুছে বৈঠাবিহীন নৌকার ডান মাথা গোল করে, ওপরে এক নুক.ত.হ্ দিয়ে ف শেখাবেন। ف -এর নুক.ত.হ্ গোল মাথা মুছে বৈঠাবিহীন নৌকার ডান মাথায় আলিফ যোগ করে, মাঝখানে এই প্যাঁচ দিয়ে ك শেখাবেন। এরপর ৫টি বৈঠাবিহীন ںںںںں নৌকা এঁকে নুক.ত.হ্ দিয়ে পূর্বের ৫টি হরফ ك ف ث ت ب লিখে সবক শেখাবেন। সবকের মাশ্ক এভাবে বলবেন- "এক নৌকাতে ৫ হরফ ك ف ث ت ب। ২য় বার মাশ্ক করাবেন এই বলে– নৌকা বলছিলাম আপনাদের বুঝার জন্য, আসলে তা আমাদের দুই নাম্বার সবক। "দুই নাম্বার সবকে কয় হরফ?" প্রশ্ন করবেন– ছাত্র ছাত্রীরা উত্তর দিবে। এরপর প্রতি হরফের নুক.ত.হ্র মাশ্ক করাবেন।
প্রকাশ থাকে যে, প্রতি সবকে পৃথক পৃথক হরফ শিক্ষার পর এ নিয়মে সবগুলো সবক শিক্ষা দিবেন।

৩নং সবকে ৩ হরফ : ج خ ح
ح শেখানোর সংলাপ : সবাই তিন নাম্বারে বসুন। শ্লেট হাটুর ওপর, চক হাতে, "নজর বোর্ড" নজরকে সুন্দর করুন। আমার হাত এখন কোথায়? আমার হাত কোন দিকে যাচ্ছে? আমি এটি কি এঁকেছি? ~ আপনারা এভাবে একটি আম পাড়ার টোঁটা/কোটা = আঁকতে পারবেন? আঁকুন তো? এঁকেছেন? দেখুন! দেখুন! আমার হাত এখন টোঁটা বরাবর কোথায়? টোঁটা বরাবর নিচে! নিচ থেকে ঘুরিয়ে বাম দিকে একটি এক ফালি চাঁদ (প্রথম দিনের চাঁদকে এক ফালি চাঁদ বলে) আঁকুন (! এক ফালি চাঁদটি টোঁটার সাথে মিশিয়ে দিন! সুন্দর একটি এক টোঁটা ও এক ফালি চাঁদ হয়ে যাবে! লেখা হয়েছে ح? দেখান---! বেশ! মাশা--- আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে।

শ্লেট হাটুর ওপর, চক হাতে, "নজর বোর্ড" নজরকে সুন্দর করুন। আমারটি দেখে দেখে বার বার লিখুন এবং মুছুন (শিক্ষক এবার শিক্ষা দেবেন) ওস্তা মধ্যমা ইভহামুন বৃদ্ধা আঙ্গুল দিয়ে চক ধরুন। মুছাব্বিহাতুন তর্জনী দিয়ে চাপ দিয়ে নিচ হতে উপর দিকে। তারপর ডান দিকে টান দিয়ে কোণাকুণি নিচের দিকে টান দিন সুন্দর একটি আম পাড়ার টোঁটা হয়ে যাবে। টোঁটা বরাবর নিচ থেকে ঘুরিয়ে উপরের দিকে টান দিন। সুন্দর একটি এক ফালি চাঁদ হয়ে যাবে। এক ফালি চাঁদটি টোঁটার সাথে মিশিয়ে দিন। লেখা হয়েছে? --- সবগুলো মুছে ফেলে শ্লেটের মাঝখানে সুন্দর করে আরেকটি লিখুন। লিখেছেন---?

দেখান ----, বেশ! মাশা---আল্লাহ্! খুব সুন্দর হয়েছে, আপনারা সবাই পাশ করেছেন।

শ্লেট হাঁটুর ওপর, চক্ হাতে, “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন। এই যে এক ঢোঁটা ও এক ফালি চাঁদ দেখেছেন আসলে এটি ঢোঁটা ও চাঁদ নয় এটি ঐ আরবি ২৯টি হরফের আকেরটি হরফ। এটির একটি সুন্দর নাম আছে! আপনারা জানতে চান? আমার বলা শেষ, আপনাদের শুরু! মাশ্‌ক করাবেন, (মাখরাজ বলে অনুকরণ করাবেন) পরে তাকরার ও শ্লেটে পড়িয়ে শেষ করবেন। বাকী দুটি হরফ শুধু ওপরে এক নুক.ত.হ্ দিয়ে خ নিচে এক নুক.ত.হ্ দিয়ে ج শিক্ষা দেবেন। এবং সবক শিক্ষা দেবেন।

৪নং নাম্বার সবকে ৫ হরফ: ر ز و د ذ

ر শেখানোর সংলাপ : সবাই তিন নাম্বারে বসুন! শ্লেট হাটুর ওপর, চক হাতে, “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন। দেখুন! দেখুন! আমার হাত এখন কোথায়? হাত কোন্ দিক হতে কোন্ দিকে যাচ্ছে? আমি এটি কি এঁকেছি (লাঙ্গল) ﻻ? দেখুন! দেখুন এখন লাঙ্গলের কি মুছে ফেলেছি? (হাতল), দেখুন! দেখুন! এখন আবার লাঙ্গলের কি মুছে ফেলেছি? (ইশ), তাহলে এটি এখন কি হয়েছে ر? হাত-ল ও ইশবিহীন একটি লাঙ্গল। আপনারা এভাবে একটি লাঙ্গল আঁকতে পারবেন? --- আকুন তো? এঁকেছেন? দেখান! বেশ! মাশা---আল্লাহ্! খুব সুন্দর হয়েছে!

শ্লেট হাটুর ওপর, চক্ হাতে, “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন! আমার বোর্ডেরটি দেখে দেখে বার বার লিখুন এবং মুছুন। (উস্তায শিক্ষা দিবেন) উস্তা মধ্যমা ইভহামুন বৃদ্ধাংগুলী দিয়ে চক ধরুন! মুসাব্বিহাতুন তর্জনী দিয়ে চাপ দিয়ে উপর থেকে নিচের দিকে বাঁকা করে টান দিন! সুন্দর একটি হাতল ও ইশবিহীন লাঙ্গল হয়ে যাবে! লেখা হয়েছে? --- সবগুলো মুছে ফেলে শ্লেটের মাঝখানে সুন্দর করে আরেকটি আঁকুন! এঁকেছেন? --- দেখান! বেশ! মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা সবাই পাশ করেছেন! শ্লেট হাটুর ওপর, চক্ হাতে, “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন।

এই যে লাঙ্গল দেখেছেন, আসলে এটি লাঙ্গল নয় এটি ২৯টি হরফের আরেকটি হরফ। এটির একটি সুন্দর নাম আছে! আপনারা কি জানতে চান? আমার বলা শেষ, আপনাদের শুরু মাশ্‌ক করাবেন, (মাখরাজ বলে অনুকরণ করিয়ে) তারপর তাকরার, শ্লেটে পড়াবেন।

তারপর ر উপর এক নুক.ত.হ্ দিয়ে ز শেখাবেন। ز -র নুক.ত.হ্ মুছে, ر-র মাথা গোল করে দিয়ে و ওয়াও শেখাবেন, و-এর মাথা মুছে ر-র উপর কোণাকুণি আঁক দিয়ে د দাল শেখাবেন। د এর উপর এক নুক.ত.হ্ দিয়ে ذ শেখাবেন। তারপর সবক শিক্ষা দেবেন।

৫ নাম্বার সবকে ৪ হরফ : س ش ص ض

س শেখানোর সংলাপ : সবাই তিন নাম্বারে বসুন! শ্লেট হাটুর ওপর, চক হাতে, “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন! দেখুন! দেখুন! আমার হাত এখন কোথায়? আমার হাত

কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে যাচ্ছে? আমি এটি কি আঁকলাম ٮ? আপনারা এভাবে একটি দাঁত আঁকতে পারবেন? আঁকুন তো--? এঁকেছেন? দেখুন! দেখুন! আমি আরেকটি দাঁত এঁকেছি! ٮٮ আপনারা আঁকতে পারবেন? আঁকুন তো? এঁকেছেন! দেখুন! দেখুন! আমি আরেকটি দাঁত এঁকেছি মোট তিনটি দাঁত এঁকেছি ٮٮٮ! আপনারা আঁকতে পারবেন? আঁকুন তো? এঁকেছেন? দেখুন! দেখুন! --- আমি তিন দাঁতের সাথে একটি এক ফালি চাঁদ এঁকেছি س! আপনারা আঁকতে পারবেন? আঁকুন তো? এঁকেছেন? দেখান! বেশ! মাশা---আল্লাহ্! খুব সুন্দর হয়েছে!

শ্লেট হাটুর উপর, চক হাতে, "নজর বোর্ড" নজরকে সুন্দর করুন। আমারটি দেখে দেখে বার বার লিখুন এবং মুছুন (উস্তায লেখা শেখাবেন) উস্তা মধ্যমা ইভহামুন বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে চক্ ধরুন, মুসাব্বিহাতুন তর্জনী দিয়ে চাপ দিয়ে উপর হতে নিচের দিকে টান দিয়ে আবার উপরে উঠান। আবার নিচের দিকে টান দিয়ে আবার উপরে উঠিয়ে নিচের দিকে টান দিন। সুন্দর তিন দাঁত হয়ে যাবে। তিন দাঁতের নিচের দিকে একটি এক ফালি চাঁদ আঁকুন! সুন্দর তিন দাঁত ও এক ফালি চাঁদ হয়ে যাবে! লেখা হয়েছে? সবগুলো মুছে ফেলে শ্লেটের মাঝখানে সুন্দর করে আরেকটি লিখুন! লিখেছেন? দেখান! বেশ মাশা---আল্লাহ্ খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা সবাই পাশ করেছেন! শ্লেট হাটুর ওপর, চক হাতে, "নজর বোর্ড" নজরকে সুন্দর করুন। আসলে এটি তিন দাঁত ও এক ফালি চাঁদ নয়। এটি ঐ আরবী ২৯টি হরফের আরেকটি হরফ। এটিরও একটি সুন্দর নাম আছে! আপনারা জানতে চান? --- আমার বলা শেষ আপনাদের শুরু। মাশ্‌ক করাবেন (মাখরাজ বলে অনুকরণ করাবেন) তারপর তাকরার ও শ্লেটে পড়িয়ে শেষ করবেন।

এরপর س এর উপর তিন নুক.ত.হ্ দিয়ে ش শেখাবেন, ش এর নুক.ত.হ্ ও মাঝের এক দাঁত মুছে, س কে গোল মাথা বানিয়ে ص শেখাবেন। ص এর উপর এক নুক.ত.হ্ দিয়ে ض শেখাবেন। তারপর সবক শিক্ষা দেবেন।

৬ নাম্বার সবকে ৩ হরফ : غ ع ء

ء শেখানোর সংলাপ : সবাই তিন নাম্বারে বসুন। শ্লেট হাটুর ওপর, চক্ হাতে, "নজর বোর্ড।" নজরকে সুন্দর করুন! দেখুন! দেখুন! আমার হাত এখন কোথায়? আমি এটি কি এঁকেছি? একটি পাখি ع আমি এখন পাখির কি কি মুছে ফেলেছি? পাখির এখন কি বাকী আছে ء পাখির ঠোঁট! আপনারা এভাবে একটি পাখির ء ঠোঁট আঁকতে পারবেন? আঁকুন তো? এঁকেছেন! দেখান---? বেশ! মাশা---আল্লাহ্! খুব সুন্দর হয়েছে! শ্লেট হাটুর উপর চক্ হাতে, "নজর বোর্ড।" নজরকে সুন্দর করুন! আমারটি দেখে শ্লেটে বার বার লিখুন এবং মুছুন। (উস্তায শেখাবেন) উস্তা মধ্যমা ইভহামুন বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে চক্ ধরুন। মুসাব্বিহাতু তর্জনী দিয়ে চাপ দিয়ে ওপর থেকে নিচের দিকে ঘুরিয়ে এনে ওপরে উঠিয়ে আবার নিচের দিকে টান দিন। সুন্দর একটি পাখির ঠোঁট হয়ে যাবে। ء

লিখা হয়েছে ---? সবগুলো মুছে ফেলে শ্লেটের মাঝখানে সুন্দর করে আরেকটি লিখুন! লিখেছেন? --- দেখান? বেশ! মাশা---আল্লাহ্! খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা সবাই পাশ করেছেন। শ্লেট হাটুর ওপর, চক হাতে, "নজর বোর্ড।" নজরকে সুন্দর করুন! এই যে পাখির ঠোঁট দেখেছেন, আসলে এটি পাখির ঠোঁট নয়! এটি ঐ আরবি ২৯টি হরফেরই আরেকটি হরফ। এটিরও একটি সুন্দর নাম আছে। আপ নারা জানতে চান? ---- আমার বলা শেষ, আপনাদের শুরু। মাশ্‌ক করে (হরফের মাখরাজ বলে অনুকরণ করাবেন) তারপর তাকরার ও শ্লেটে পড়াবেন। এরপর ـعـ এর সাথে এক ফালি চাঁদ যোগ করে ع আইন, ع এর উপরে এক নুক.ত.হ্ দিয়ে غ শেখাবেন। তারপর সবক শিক্ষা দেবেন।

৭ নাম্বার সবকে ৩ হরফ : ن ق ل

ن শেখানোর সংলাপ : সবাই তিন নাম্বারে বসুন! শ্লেট হাটুর ওপর, চক হাতে, "নজর বোর্ড।" নজরকে সুন্দর করুন। দেখুন! দেখুন! আমার হাত এখন কোথায়? আমি এটি ں কি আঁকলাম? আপনারা এভাবে একটি একফালি চাঁদ আঁকতে পারবেন? আঁকুন তো? এঁকেছেন? দেখুন! দেখুন! আমি একফালি চাঁদের মাঝখানে এটি কি দিয়েছি---? আপনারা এভাবে একটি নুক.ত.হ্ দিতে পারবেন? দেন তো? দিয়েছেন ---? দেখান? বেশ! মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! শ্লেট হাটুর ওপর, চক হাতে, "নজর বোর্ড।" নজরকে সুন্দর করুন! আমারটি দেখে বার বার লিখুন এবং মুছুন। (উস্তায শিখাবেন) উস্তা মধ্যমা ইভহামুন বৃদ্ধাংগুলী দিয়ে চক ধরুন মুসাব্বিহাতুন তর্জনী দিয়ে চাপ দিয়ে ওপর হতে নিচের দিকে ঘুরিয়ে এনে একটি একফালি চাঁদ আঁকুন, মাঝখানে একটি নুক.ত.হ্ দিন। দেখবেন সুন্দর একটি একফালি চাঁদ ও নুক.ত.হ্ হয়ে গেছে।

লিখা হয়েছে? সবগুলো মুছে ফেলে শ্লেটের মাঝখানে সুন্দর করে আরেকটি আঁকুন! এঁকেছেন? -- দেখান--? বেশ! মাশা---আল্লাহ্! খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা সবাই পাশ করেছেন! শ্লেট হাটুর ওপর, হাত লেখার নিচে, "নজর বোর্ড।" নজরকে সুন্দর করুন। এই যে একফালি চাঁদ ও নুক.ত.হ্ দেখছেন আসলে এটি একফালি চাঁদ ও শুধু নুক.ত.হ্ নয়। এটি আরবি ২৯টি হরফের আরেকটি হরফ। এটির একটি সুন্দর নাম আছে! আপনারা জানতে চান? আমার বলা শেষ, আপনাদের শুরু। মাশ্‌ক করাবেন (মাখরাজ বলে অনুকরণ করাবেন) তারপর তাকরার ও শ্লেটে পড়াবেন।

এরপর ن এর নুক.ত.হ্ মুছে, একফালি চাঁদের ডান মাথা গোল করে চাঁদের ওপর দুই নুক.ত.হ্ দিয়ে ق শেখাবেন। ق এর দুই নুক.ত.হ্ ও গোল মাথা মুছে একফালি চাঁদের উপর ا আলিফ যোগ করে ل শেখাবেন! তারপর সবক শিক্ষা দেবেন।

৮ নাম্বার সবকে ১ হরফ : ه

ه-এর সাত সূরাত শেখাবেন : সবাই তিন নাম্বারে বসুন। শ্লেট হাটুর ওপর, চক হাতে, "নজর বোর্ড।" নজরকে সুন্দর করুন। দেখুন! দেখুন! আমার হাত এখন কোথায়? আমি বোর্ডের উপর এটি কি এঁকেছি? ه একটি ডাব! দেখুন আমি ডাবের কি মুছে ফেলেছি?

চুমটি! তাহলে এটি কি হয়েছে? চুমটিবিহীন একটি ডাব ى। আপনারা এভাবে একটি ডাব আঁকতে পারবেন? আঁকুন তো? একেছেন? দেখান! বেশ মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে। শ্লেট হাটুর উপর! চক হাতে, “নজর বোর্ড”, নজরকে সুন্দর করুন।

আমারটি দেখে দেখে বার বার লিখুন এবং মুছুন। (উস্তায শেখাবেন) উস্তা মধ্যমা ইভহামুন বৃদ্ধাংগুলি দিয়ে চক ধরুন। মুসাব্বিহাতুন তর্জনী দিয়ে চাপ দিয়ে উপর থেকে নিচের দিকে এনে ঘুরিয়ে আবার ক্রস করে উপরের দিকে তুলুন। সুন্দর একটি ডাব হয়ে যাবে। লিখা হয়েছে? সবগুলো মুছে ফেলে শ্লেটের মাঝখানে সুন্দর করে একটি লিখুন! লিখেছেন? দেখান! -- বেশ! মাশা---আল্লাহ্ ---! খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা সবাই পাশ করেছেন! শ্লেট হাটুর ওপর, চক হাতে, “নজর বোর্ড।” নজরকে সুন্দর করুন।

এই যে ডাব দেখছেন আসলে এটি ডাব নয় এটি ঐ আরবী ২৯টি হরফের আরেকটি হরফ! এটির একটি সুন্দর নাম আছে! আপনারা কি জানতে চান? আমার বলা শেষ, আপনাদের শুরু। মাশ্‌ক করাবেন (মাখরাজ বলে অনুকরণ করাবেন) তারপর তাকরার ও শ্লেটে পড়াবেন।

এরপর ০ -এর সাত সুরত একটার সাথে আরেকটি মিলিয়ে লিখে শেখাবেন। (ـيـيـيـيـيـ)

৯ নাম্বার সবকে ১ হরফ : ي

ي এর দুই সূরত : ي। উপরোক্ত নিয়মে একটি হাঁস ও দু'টি ডিম এঁকে ইয়া শিক্ষা দেবেন।

*** ১নং নকশা ৪ প্রকারে পড়ানো :**

(১) প্রথম : আলিফ হইতে ইয়াা পর্যন্ত।

(২) দ্বিতীয় : ইয়াা হইতে আলিফ পর্যন্ত।

(৩) তৃতীয় ডান দিকের উপরের আলিফ হইতে সোজা নিচের দিকে লাইন বাই লাইন ইয়াা পর্যন্ত।

(৪) চতুর্থ : বাম দিকের নিচের ইয়াা হইতে ডান দিকের উপরের আলিফ পর্যন্ত।

প্রকাশ থাকে যে, ওস্তায সাহেব ১নং নক্‌শাখানা চার প্রকারে পড়াইয়া দেওয়ার পর প্রত্যেক ছাত্রের দ্বারা এক একবার পড়াইয়া নেওয়ার চেষ্টা করিবেন।

বিঃদ্রঃ তা'লীমুল কুরআন নক্‌শা নামে ১, ২, ৪, ৫ নং নক্‌শা আলাদা কাগজে বড় অক্ষরে ছাপানো আছে।

১নং নক্‌শা
হরফে তাহাজ্জী বা আরবী বর্ণমালা
(তাহাজ্জী অর্থ বানানকৃত)

ج جِيْمْ জী---ম	ث ثَا ছ·া	ت تَا তা	ب بَا বা	ا اَلِفْ আলিফ
ر رَا র-	ذ ذَالْ যা---ল	د دَالْ দা---ল	خ خَا খ-	ح حَا হ·া
ض ضَادْ দ·----দ	ص صَادْ স·----দ	ش شِيْنْ শী---ন	س سِيْنْ সী---ন	ز زَا য·া
ف فَا ফা	غ غَيْنْ গ.ঈ---ন	ع عَيْنْ 'আঈ---ন	ظ ظَا জ·-	ط طَا ত·-
ن نُوْنْ নূ---ন	م مِيْمْ মী---ম	ل لَامْ লা---ম	ك كَافْ কা---ফ	ق قَافْ ক·----ফ
ے يَا ইয়া	ي يَا ইয়া	ء هَمْزَهْ হামযাহ	ه هَا হা	و وَاوْ ওয়া---ও

* ইয়া মূলত ১টি হরফ তবে ইহাকে দুই সুরতে লেখা যায়। এইখানে ইয়ার ২য় সুরতটি দেখানো হইয়াছে। এই সুরতের জন্য আরবী হরফ ২৯টির ১টি বৃদ্ধি পাইয়া ৩০টি হইবে না, ২৯টিই থাকিবে।

নুক.তাওয়ালা হরফ ও নুক.তা ছাড়া হরফ শিক্ষা :

* নুক.তাওয়ালা হরফ (১৫) পনেরটি : ب ت ث ج خ ذ ز ش ض ظ غ ف ق ن ي

* এক নুক.তাওয়ালা হরফ (১০) দশটি : ب ج خ ذ ز ض ظ غ ف ن

* দুই নুক.তাওয়ালা হরফ (৩) তিনটি ت ق ي

* তিন নুক.তাওয়ালা হরফ (২) দুইটি ث ش

* নুক.তা ছাড়া হরফ (১৪) চৌদ্দটি ا ح د ر س ص ط ع ك ل م و ه ء

মাখরাজ শিক্ষা

* **মাখরাজ কাহাকে বলে?**

যেই হরফ যেই জায়গা হইতে বাহির হয় ঐ জায়গাকে ঐ হরফের মাখরাজ বলে। পারিভাষিক অর্থে হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে।

(আরবী হরফ ২৯টি- মাখরাজ ১৭টি)

১	এক নাম্বার মাখরাজ - হলকের শুরু হইতে (হামযাহ, হা)	ء ه
২	দুই নাম্বার মাখরাজ - হলকের মধ্যখান হইতে (আঈ---ন, হ.া)	ع ح
৩	তিন নাম্বার মাখরাজ - হলকের শেষ হইতে (গ.ঈ---ন,খ.-)	غ خ
৪	চার নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া দুই নুক.তাওয়ালা (ক.----ফ)	ق
৫	পাঁচ নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার গোড়া হইতে একটু আগে বাড়াইয়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া মধ্যখান পেচাঁনো (কা---ফ)	ك
৬	ছয় নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া (জী---ম, শী---ন, ইয়া)	ج ش ي
৭	সাত নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া (দ.----দ)	ض
৮	আট নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের এক পাশের দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া (লা---ম)	ل
৯	নয় নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া (নূ---ন)	ن
১০	দশ নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া (র-)	ر
১১	এগার নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া (ত.- দা---ল, তা)	ط د ت

১২	বার নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া (স.----দ, সী---ন, য.া)	ص س ز
১৩	তের নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া (জ.-, যা---ল, ছ.া)	ظ ذ ث
১৪	চৌদ্দ নাম্বার মাখরাজ - নিচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া (ফা)	ف
১৫	পনের নাম্বার মাখরাজ - দুই ঠোঁট হইতে ওয়া---ও, বা, মী---ম উচ্চারিত হয়	و ب م
১৬	ষোল নাম্বার মাখরাজ - মুখের খালি জায়গা হইতে মদের হরফ পড়া যায়, মদের হরফ তিনটি জবরের বাম পাশে খালি আলিফ, পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়া---ও, জেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া । মদের হরফ এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় । যেমন বা,বূ,বী بَا بُوْ بِيْ	ـَا ـُوْ ـِيْ
১৭	সতের নাম্বার মাখরাজ - নাকের বাঁশী হইতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয় । যেমন : আঁম্-মা, আঁন্-না	اَمَّ اَنَّ

* ছাত্র-ছাত্রীদের মাখরাজ শিক্ষা দেওয়ার সময় মাখরাজগুলি লেখার মাধ্যমে ও হাত দ্বারা এর স্থানগুলিকে ইশারা করিয়া শিক্ষা দিবেন ।

দাঁতের পরিচয় :

৩২টি দন্ত লোকের জানিও শুমার,
ছ.নাইয়া ৪টি হয় মধ্যমে উহার ।
মধ্যমে উপরে দুইটি ছ.নাইয়া উলিয়া,
নিচের দুইটি দাঁত নাম ছ.নাইয়া ছু.ফলা ।
৪টি দাঁত রাবাইয়াত ছ.নাইয়ার দুই পাশে,
উলিয়ার পাশে দুই, দুই ছু.ফলার পাশে ।
রাবাইয়াতের দুই পাশে ৪টি আনিয়াব হয়,
বাকী ২০টি আদ্রাস ক্বারীগণে কয় ।
আদ্রাসের মধ্যে আরো ৩টি ভাগ আছে,
৪টি দাঁতকে দাওয়াহিক কয় আনিয়াবের দুই পাশে ।
দাওয়াহিকের ডানে বামে উপর নিচে তিন তিনটি করিয়া,
১২টি দাঁত তাওয়াহিন রাখিও জানিয়া ।
সর্বশেষ ৪টি দাঁত, দাঁতের প্রকরণে,
নাওয়াযেজ তারে কয় তাজবীদের নিয়মে ।

মাখরাজের চিত্র
নাকের বাঁশী হইতে
গুন্নাহ উচ্চারিত হয়।
মুখের খালি
জায়গা হইতে মদের হরফ
পড়া যায় মদের হরফ
৩টি
ঠোঁট হইতে ف و ب م
হরফে শাফভী ৪টি
হরফে হলকী ৬টি
৩নং হলকের শেষ غ خ
২নং হলকের মধ্যখান ح ع
১নং হলকের শুরু ه ء
৩২ দাঁত জিহ্বা ও
উপরের তালু হইতে
মোট ১৮টি হরফ
উচ্চারিত হয়
হরফে ওয়াসতী ১৮টি
ق ك ج ش ى ض ل ن ر
ط د ت ص س ز
ظ ذ ث
চিত্রে দাঁতের পরিচয় ঃ
১। ছানাইয়া ৪
ক. ছানাইয়া উলিয়া (২) ط د ت
ظ ذ ث
খ. ছানাইয়া ছুফলা (২) ص س ز
২। রাবাইয়াত ৪
৩। আনিয়াব ৪ ل
৪। আদ্রাস ২০ ض
ক. দাওয়াহিক ৪
খ. তাওয়াহিন (১২)
গ. নাওয়াযিজ ৪

কোন নাম্বারে কোন্ কোন্ হরফ :

৫ ك	৪ ق	৩ غ خ	২ ع ح	১ ء ه
১০ ر	৯ ن	৮ ل	৭ ض	৬ ج ش ي
১৫ و ب م	১৪ ف	১৩ ظ ذ ث	১২ ص س ز	১১ ط د ت
			১৭ غنه	১৬ حرف مد

* হরফে হ.লকী (৬) ছয়টি : ء ه ع ح غ خ

* হরফে শাফভী (৪) চারটি : ف و ب م
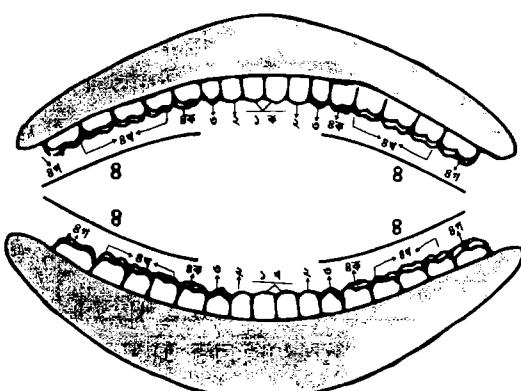
* হরফে ওয়াসতী (১৮) আঠারটি : ق ك ج ش ي ض ل ن ر
ط د ت ص س ز ظ ذ ث

তামীজে হরফ শিক্ষা

তামীজে হরূফ : কতিপয় হরফের পার্থক্য :

(১)

ط	ت
ত়-মোটা	তা চিকন
উচ্চারণ	উচ্চারণ

উচ্চারণ

ত.- তা

(২)

ح		ه
হ.া হলকের মধ্যখান হইতে		হা হলকের শুরু হইতে
আওয়াজকে চাপাইয়া		সহজ আওয়াজে
উচ্চারণ		উচ্চারণ
	উচ্চারণ	
হ.া		হা

(৩)

ج		ز
জী---ম শক্ত এবং		য.া পাখির মতো
মজবুত আওয়াজে		চি চি আওয়াজে
উচ্চারণ		উচ্চারণ
	উচ্চারণ	
জী---ম		য.া

(৪)

ص	س	ث
স.----দ মোটা	সী---ন চিকন	ছ.া নরম
উচ্চারণ		উচ্চারণ
	উচ্চারণ	
স.----দ	সী---ন	ছ.া

(৫)

ض	ظ	د
দ.----দ জিহ্বার	জ.- জিহ্বার	দা---ল জিহ্বার
গোড়া হইতে	আগা হইতে	আগা হইতে
মোটা আওয়াজে	মোটা আওয়াজে	পাতলা আওয়াজে
উচ্চারণ		উচ্চারণ
	উচ্চারণ	
দ.----দ	জ.-	দা---ল

(৬)

ظ		ذ
জ.- মোটা		যা---ল চিকন
উচ্চারণ		উচ্চারণ
	উচ্চারণ	
জ.-		যা---ল

উস্তায সাহেব বোর্ডে হরফ লিখিয়া ছাত্র-ছাত্রিদিগকে শ্লেটে লিখাইয়া প্রথমে হরফের পার্থক্য বুঝাইয়া দিবেন এবং ছন্দের সহিত তামীজে হরফ পড়াইয়া দিবেন যাহাতে ছেলে মেয়েরা আনন্দের সহিত শিখিতে পারে ।

ح-ه	ط-ت
ص-س-ث	ج-ز
ظ-ذ	ض-ظ-د
و-ب-م	ق-ك

হরকত শেনাসী

(হরকতের পরিচয়)

* **হরকত শেনাসীতে ৫টি কাজ ঃ**

(১) হরকত শিক্ষা।
(২) তান্‌ভীন শিক্ষা।
(৩) জযম ও তাশ্‌দীদ শিক্ষা।
(৪) আলিফ সব সময় খালি থাকে শিক্ষা।
(৫) আলিফের সুরতে (আকৃতিতে) হামযাহ শিক্ষা।

হরকত শিক্ষা ঃ

ওস্তায বোর্ডে ছোট করিয়া একটি সোজা (—) আঁক দিয়া তাহার উপর একটি কোনাকুনি (ـَ) আঁক দিয়া শিশুদিগকে শ্লেটে লিখাইয়া দিবেন এবং পড়াইবেন। যেমনঃ (ـَ) উপরের কোনাকুনি আঁকটির নাম যবর। এই পদ্ধতিতে জেরও শিখাইবেন যে, (ـِ) নিচের কোনাকুনি আঁকটির নাম জের। সেইরূপ পেশও শিক্ষা দিবেন যে, (ـُ) উপরের গোল মাথা ওয়ালাটির নাম পেশ। যবর-জের পেশ (ـُ ـِ ـَ) তিনটির পার্থক্য বুঝাইয়া দিবেন ও ইমতিহান (পরীক্ষা) করিবেন। অতপর যবর-জের-পেশ শিশুদিগকে একটি করিয়া শ্লেটে লিখাইয়া দিয়া বলিবেন যে, এই তিনটির পৃথক তিনটি নাম যেমন আছে, তেমনিভাবে তিনটির একত্রে একটি সুন্দর নাম আছে। এই বলিয়া শিক্ষা দিবেন যে,

হরকত এক যবর, এক জের, এক পেশকে বলে।
হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়।

তান্‌ভীন শিক্ষা ঃ

হরকত লিখিয়া (ـٌ ـٍ ـً) একটি যবর, একটি জের ও একটি পেশ বাড়াইয়া দিয়া শিশুদিগকে শ্লেটে লিখাইয়া শিক্ষা দিবেন যে,

তান্‌ভীন দুই যবর, দুই জের, দুই পেশকে বলে।
তান্‌ভীনের উচ্চারণ (হরফের মধ্যে) তাড়াতাড়ি করিতে হয়। দুই শব্দের মাঝে হইলে ব্যতিক্রম হইবে (বিস্তারিত সামনে বর্ণিত হবে)।

জযম ও তাশদীদ শিক্ষা ঃ

(ْ ْ ْ) (ّ) এই রূপে জযম ও তাশদীদ বোর্ডে লিখিয়া শিশুদের শ্লেটে লিখাইয়া শিখাইবেন যে,

ْ উপরের গোল চিহ্নটির নাম জযম

ْ উপরের বাঁকা মাথাটির নাম জযম

ْ উপরের বাঁকা মাথাটির নাম জযম

ّ উপরের তিন দাঁত ওয়ালাটির নাম তাশদীদ।

আলিফ সব সময় খালি থাকে শিক্ষা ঃ

এইরূপে (ا ا ا ا) চারটি আলিফ বোর্ডে লিখিয়া শিখাইবেন যে,

আলিফে যবর, জের, পেশ, জযম হয়না। আলিফ সব সময় খালি থাকে।

আলিফের সুরতে হামযাহ শিক্ষা ঃ

এইরূপে (أ أ إ أْ) হরকত ও জযম দিয়া চারটি আলিফ বোর্ডে লিখিয়া শিক্ষা দিবেন যে,

আলিফে জবর, জের, পেশ, জযম হইলে ঐ আলিফকে হামযাহ বলে।

৩নং নক্শা

ُ	ِ	َ
উপরের গোল মাথা ওয়ালাটির নাম পেশ	নিচের কোনাকুনি আঁকটির নাম জের	উপরের কোনাকুনি আঁকটির নাম যবর
হরকত এক যবর, এক জের, এক পেশকে বলে। হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়।		
ٌ	ٍ	ً
তানভীন দুই যবর, দুই জের, দুই পেশকে বলে।		
ّ উপরের তিন দাঁতওয়ালা চিহ্নটির নাম তাশদীদ।	তাশদীদ	উপরের বাঁকা চিহ্নটির নাম জযম। ْ উপরের বাঁকা চিহ্নটির নাম জযম। ْ উপরের গোল চিহ্নটির নাম জযম। ْ জযম
আলিফ সব সময় খালি থাকে শিক্ষা ঃ ا ا ا ا আলিফে যবর, জের, পেশ, জযম হয় না। আলিফ সব সময় খালি থাকে।		
আলিফের ছুরতে হামযাহ শিক্ষা ঃ أ أ إ أْ আলিফে যবর, জের, পেশ, জযম হইলে ঐ আলিফকে হামযাহ বলে।		

◆ **শিক্ষকের জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ**

উল্লেখিত নক্শাটি যদি ছাপানো না পাওয়া যায় তাহা হইলে হাতে বড় অক্ষরে লিখিয়া শিক্ষার্থীদিগকে বার বার পড়াইবেন।

মুরাক্কাবাত শেনাসী

(যুক্তাক্ষরের পরিচয়)

*** মুরাক্কাবাত শেনাসীতে ৫টি কাজ ঃ**

(১) মুরাক্কাব ও গ.ইরে মুরাক্কাবের পরিচয় ও হরফ শিক্ষা।
(২) মুরাক্কাব দুই হরফি শিক্ষা।
(৩) মুরাক্কাব দুই হরফির নক্‌শা পড়ানো।
(৪) মুরাক্কাব দুই হরফির অধিক শিক্ষা।
(৫) মুরাক্কাব দুই হরফির অধিক নক্‌শা পড়ানো।

মুরাক্কাব ও গ.ইরে মুরাক্কাবের পরিচয় ও হরফ শিক্ষা ঃ

মুরাক্কাব হরফ ঐ সমস্ত হরফকে বলে, যেই সমস্ত হরফ তাহার বাম দিকের হরফের সহিত মিলাইয়া লেখা হয়।

মুরাক্কাব হরফ (২২) বাইশটি ঃ

ط	ض	ص	ش	س	خ	ح	ج	ث	ت	ب
ي	ه	ن	م	ل	ك	ق	ف	غ	ع	ظ

গ.ইরে মুরাক্কাব হরফ ঐ সমস্ত হরফকে বলে যেসব হরফ তাহার বাম দিকের হরফের সহিত মিলাইয়া লেখা যায় না।

গ.ইরে মুরাক্কাব হরফ (৭) সাতটি ঃ

ء	و	ز	ر	ذ	د	ا

মুরাক্কাব দুই হরফি শিক্ষা ঃ

দুইটি চিহ্ন দ্বারা মুরাক্কাবের (২২) বাইশটি হরফ পৃথক পৃথকভাবে দেখাইয়া নকশানুযায়ী বোর্ডে-শ্লেটে লিখিয়া শিখাইবেন। চিহ্নদ্বয় এই ঃ

(২য় চিহ্ন) ـحـعـلـهـم

উল্টা দাঁত > হ.া'র মাথা
আঈনের মাথা > লামের মাথা
> হাা > মী-ম

(১ম চিহ্ন) ـبـفـسـصـط

এক দাঁত > গোল মাথা
তিন দাঁত > স.দের মাথা
ত.-

ـحـعـلـهـم

ـ = ب ي ن ت ث
ـحـ = ح خ ج = ৩
ـعـ = ع غ = ২
ـلـ = ل ك = ২
ـهـ = ه = ১
ـمـ = م = ১
৯

ـبـفـسـصـط

ـبـ = ب ي ن ت ث = ৫
ـفـ = ف ق = ২
ـسـ = س ش = ২
ـصـ = ص ض = ২
ـطـ = ط ظ = ২
১৩

৯+১৩ = ২২

ـحـخـجـعـغـلـكـهـم

بينتثفقسشصضطظ

			(১ম চিহ্ন) ٮسصط	
	ٮ		এক দাঁত দিয়া ৫ হরফ : ب ي ن ت ث	
(ক)	ٮ	ٮِ	এক দাঁতের নিচে এক নুক্.তা দিলে (বাা)	ب
(খ)	ٮ	يـ	এক দাঁতের নিচে দুই নুক্.তা দিলে (ইয়াা)	ي
(গ)	ٮ	نـ	এক দাঁতের উপরে এক নুক্.তা দিলে (নূ---ন)	ن
(ঘ)	ٮ	تـ	এক দাঁতের উপরে দুই নুক্.তা দিলে (তাা)	ت
(ঙ)	ٮ	ثـ	এক দাঁতের উপরে তিন নুক্.তা দিলে (ছ.াা)	ث
	و		গোল মাথা দিয়া ২ হরফ : ف ق	
(ক)	و	فـ	গোল মাথার উপরে এক নুক্.তা দিলে (ফাা)	ف
(খ)	و	قـ	গোল মাথার উপরে দুই নুক্.তা দিলে (ক.---ফ)	ق
	سـ		তিন দাঁত দিয়া ২ হরফ : س ش	
(ক)	سـ	سـ	শুধু তিন দাঁত দিয়া (সী---ন)	س
(খ)	سـ	شـ	তিন দাঁতের উপরে তিন নুক্.তা দিলে (শী---ন)	ش
	صـ		স.দের মাথা দিয়া ২ হরফ : ص ض	
(ক)	صـ	صـ	শুধু স.দের মাথা দিয়া (স.----দ)	ص
(খ)	صـ	ضـ	স.--দের মাথার উপরে এক নূ.কতা দিলে (দ.----দ)	ض
	ط		ত.- দিয়া ২ হরফ : ط ظ	
(ক)	ط	ط	শুধু ত.- দিয়া (ত.-)	ط
(খ)	ط	ظ	ত.-র উপরে এক নু.ক্তা দিলে (জ.-)	ظ
			(২য় চিহ্ন) صحلهم	
	ٮ		উল্টা দাঁত দিয়া ঐ (এক দাঁতের) পাঁচ হরফ : ب ي ن ت ث	
	ٮ		উল্টা দাঁতের নিচে এক নুক.তা দিলে ب এইভাবে বাকীগুলি হইবে।	
	حـ		হ.ার মাথা দিয়া তিন হরফ : ح خ ج	
(ক)	حـ	حـ	শুধু হ.াা'র মাথা দিয়া (হ.াা)	ح
(খ)	حـ	خـ	হ.াা'র মাথার উপরে এক নুক্.তা দিলে (খ-)	خ

(গ)	حـ	خـ	হ.ার মাথার নিচে এক নুক্.তা দিলে (জী---ম)	ج
	عـ		**আঈনের মাথা দিয়া ২ হরফ : غ ع**	
(ক)	عـ	عـ	শুধু আঈনের মাথা দিয়া (আঈ---ন)	ع
(খ)	عـ	غـ	আঈনের মাথার উপরে এক নুক্.তা দিলে (গ.ঈ---ন)	غ
	لـ		**লামের মাথা দিয়া দুই হরফ : ل ك**	
(ক)	لـ	لـ	শুধু লামের মাথা দিয়া (লা---ম)	ل
(খ)	ـل	كـ	লামের মাথার উপরে কোনাকুনি আঁক দিলে (কা---ফ)	ك
	(ক) ھـ ھـ		**হা দিয়া ১ হরফ :**	ه
	(ক) مـ مـ		**মীম দিয়া ১ হরফ :**	م

দুইটি চিহ্নের সমন্বয়ে শব্দের মাঝের রূপে

মুরাক্কাব ২২টি হরফ, প্রতিটি হরফ তাহার বাম পাশের হরফের সাথে মিলাইয়া একটানে লেখা যায় যেমন :-

(بيـنـتـثـفـقـسـشـصـضـطـظـحـخـجـعـغـلـكـهـم)

মুরাক্কাব দুই হরফির নকশা পড়ানো দুই হরফির নকশাখানা উস্তায সাহেব নিজে বুঝাইয়া দিবেন এবং শিক্ষার্থীদিগকে কয়েকবার পড়াইয়া দিবেন ।

৪নং নকশা

মুরাক্কাব দুই হরফির নকশা

মুরাক্কাব হরফ (২২) বাইশটি : ب ت ث ج ح خ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه ي

গ.ইরে মুরাক্কাব হরফ (৭) সাতটি : ا د ذ ر ز و ء

নকশা পড়িবার নিয়ম : বাা বাার মাথা, ইয়াা ইয়াার মাথা, নূন নূনের মাথা, এইভাবে যেইখানে যেইরূপে আছে সেইখানে সেইটা পড়িতে হইবে ।

৪নং নক্‌শা (বাকী অংশ)

মুরাক্কাব (যুক্ত) দুই হরফী শিক্ষা			এক দাঁত দিয়া পাঁচ হরফ :				
এই লাইনটি পড়ার নিয়ম ➡ যেমন : বাা, বার মাথা			ث ثـ	ت تـ	ن نـ	ي يـ	ب بـ
نو	يو	بو	ثا	تا	نا	يا	با
ج جـ	ثى	تى	نى	يى	بى	ثو	تو
خو	حو	جو	خا	حا	جا	خ خـ	ح حـ
سو	شا	سا	ش شـ	س سـ	خى	حى	جى
صو	ضا	صا	ض ضـ	ص صـ	شى	سى	شو
طو	ظا	طا	ظ	ط	ضى	صى	ضو
عو	غا	عا	غ غـ	ع عـ	ظى	طى	ظو
فو	قا	فا	ق قـ	ف فـ	غى	عى	غو
كو	كو	كا	كا	ك كـ	قى	فى	قو
لى	لو	لا	لا	لا	ل لـ	كى	كى
هى	هو	ها	ه	مى	مو	ما	م مـ

এই লাইন পড়ার নিয়ম : বাা আলিফ।

মুরাক্কাব ২ হরফির অধিক শিক্ষা

৫নং নকশাখানার নিয়মানুষারে একটি হরফ লিখিয়া উস্তায সাহেব এইটা বুঝাইবেন যে, হরফ লফজের (শব্দের) প্রথমে আসিলে بـ এর মাথা দিয়া লেখা যায়। মধ্যখানে হইলে এইরূপ ـبـ এক দাঁতের নিচে এক নুক্.তা দিয়া লেখা যায় ও শেষে হইলে পুরা ب লেখা যায়। এইভাবে মুরাক্কাব ২২টি হরফের মূল হরফ, শব্দের প্রথমে, শব্দের মধ্যখানে ও শব্দের শেষের সবগুলি সুরত বোর্ডে-শ্লেটে লেখাইয়া শিক্ষা দিবেন।

মুরাক্কাব দুই হরফির অধিক নকশা পড়ানো :
মুরাক্কাবের চার ও পাঁচ নম্বর নকশা দুইখানা উস্তায সাহেব পড়াইয়া দিবেন এবং সম্ভব হইলে প্রত্যেক ছাত্র দ্বারা পড়াইয়া নিবেন।

৫নং নকশা

মুরাক্কাব ২ হরফির অধিক নকশা

নকশা পড়িবার নিয়ম : ب বা, بل বা-লা---ম, لبس লা---ম-বা সী---ন, এই নিয়মে যেইখানে যেইভাবে আছে সেইভাবে পড়াইবেন। আর পড়াইবার সময় হরফের শুরুতে, মাঝখানে এবং শেষে হরফগুলি কিরূপ ধারণ করিতেছে তাহার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখিতে হইবে।

মাশকের নিয়ম (১ম লাইন) বা, বা+লা---ম, লা---ম+বা+সী---ন, সী---ন+লাম---ম+বা।

শেষে	মাঝে	প্রথমে	মূল
سلب	لبس	بل	ب
فعلت	كتم	تلك	ت
بحث	مثل	ثم	ث
خرج	عجب	جعل	ج
صلح	سحب	حطب	ح
سلخ	بخل	خلف	خ

৫নং নক্‌শা (বাকী অংশ)

শেষে	মাঝে	প্রথমে	মূল
شمس	مسجد	سمع	س
حبش	بشر	شرع	ش
لص	غضب	صلح	ص
بعض	فضل	ضل	ض
بط	بطش	طلب	ط
حفظ	عظم	ظلم	ظ
طلع	معلم	علم	ع
بلغ	يغلب	غلب	غ
لطف	يفعل	فرق	ف
خلق	فقر	قتل	ق
شك	مكتب	كتب	ك
فعيل	سلم	لثغ	ل
علم	عمل	منع	م
قطن	منصر	نجم	ن
معه	مهلك	هلك	ه
نة	بته	ته	ة
ئ	ـئـ	ؤ	أ
خطى	عيد	يقين	ي

হরকতের মাশ্‌ক

শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ হইতে হরকত কাহাকে বলে তাহার উত্তর আদায় করিবার পর হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয় এই কথা বারবার স্মরণ করাইয়া দিবেন এবং এক নাম্বার মাখরাজ ও এক নাম্বার মাখরাজের হরফ কি কি জিজ্ঞাসা করিবেন। শিক্ষার্থীরা হরফগুলির নাম বলিলে উস্তায প্রতিটি হরফ বোর্ডে তিন তিন বার লিখিবেন। লিখার সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা এক সাথে হরফগুলির নাম উচ্চারণ আদায় করিবেন। এইবার উস্তায হরফগুলির নামের উচ্চারণ করিবেন শিক্ষার্থীরা শুনিয়া শুনিয়া শ্লেটে লিখিতে থাকিবে। ইহার পর উস্তায বোর্ডের উপরে হরফগুলিতে হরকত লিখিতে থাকিবেন, শিক্ষার্থীরা হরকতের নাম বলিতে থাকিবে। তাহার পর উস্তায হরকতের নাম বলিতে থাকিবেন শিক্ষার্থীরা হরকত লিখিতে থাকিবে, যেমন এক নাম্বার মাখরাজের হরফগুলি এইভাবে লিখিয়া (ءءء ااا ههه) তাহার পর হরকত লিখিবেন। ءَءِءُ اَاِاُ هَهِهُ অতপর (শ্লেট হাটুঁর উপর, হাত লেখার নিচে, নজর বোর্ডের দিকে করাইবেন।) এই কথাগুলি বার বার বুঝাইয়া শিক্ষা দিবেন যে,

হরফের উপর হাত রাখিয়া হরফের নাম,
হরকতের উপর হাত রাখিয়া হরকতের নাম,
নিচে হাত রাখিয়া উচ্চারণ, উহাকে হেজে বলে।

(তারপর হেজে-মতনে, মাশ্‌ক, তাকরার ও শ্লেটে পড়াইবেন।)

০ হরফ ও হরকতের নাম বলিয়া উচ্চারণ করিবার নাম হেজে।

০ হরফ, হরকত ও উচ্চারণ একত্রে দেখিয়া একবার পড়িবার নাম মতন।

একক হরকত বিশিষ্ট হরফগুলির মাশ্‌ক বোর্ডে শ্লেটে শিক্ষা না দিয়া কায়দা পড়াইবার সময় মাশ্‌ক করাইবেন। পনের নাম্বার মাখরাজের শেষ হরফ পর্যন্ত হরকতের মাশ্‌ক শিক্ষা দিবেন। শিক্ষার্থীদের ইহার পর নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণগুলি দেখিয়া যবরের তিনটি লফজ হরকত ছাড়া বোর্ডে লিখিবেন এবং শিক্ষার্থীদের ঐ তিনটি লফজের হরফের নাম বলাইবেন। পূর্বের ন্যায় হরফ ও হরকত লেখার নিয়মে শিক্ষার্থীদের লেখাইয়া দিবেন (শ্লেট হাঁটুর উপর থাকিবে)। প্রতিটি লফজ একবার হেজে ও তিনবার মতন পড়াইবেন। শেষে বার বার মতন পড়াইবেন। এরপর তাকরার ও শ্লেটে পড়াইবেন। উপরোক্ত নিয়মে যবরের তিনটি লফজ, যেরের তিনটি লফজ ও পেশের তিনটি লফজ শিক্ষা দিবেন। কিন্তু শিশুদিগকে সবগুলি লফজ তিনটি তিনটি করিয়া বোর্ডে-শ্লেটে শিক্ষা দিবেন, যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ ক্ষমতায় লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারে।

(ক) ـَـ যবরওয়ালা হরফের মাশ্‌ক বা অনুশীলন :

বানান প্রক্রিয়া : হামযাহ + যবর = আ', হা + যবর = হা, আ' আ' হা । তিনবার মতন পড়ুন । (প্রত্যেকটি সবককে তিনবার করিয়া মতন পড়ুন ।)

(খ) ـِـ যেরওয়ালা হরফের মাশ্‌ক বা অনুশীলন :

যেরের উচ্চারণ ই-কারের (ি) মতো । বানান প্রক্রিয়া : হামযাহ + যের = ই', হা + যের = হি, ءِ اِ هِ ই' ই' হি ।

(গ) ـُـ পেশওয়ালা হরফের মাশ্‌ক বা অনুশীলন :

পেশের উচ্চারণ উ-কারের (ু) মতো । বানান প্রক্রিয়াঃ হামযাহ + পেশ = উ', হা + পেশ = হু, ءُ اُ هُ উ' উ'হু ।

(ঘ) যবর, যের ও পেশবিশিষ্ট হরফের মাশ্‌ক :
বোর্ডে শ্লেটে লিখানোর নিয়ম হবে, শিক্ষক বোর্ডে হরফ লিখিতে থাকিবেন ছাত্র ছাত্রীরা হরফের নাম বলিতে থাকিবে, যেমন আলিফ, আলিফ, আলিফ হামযাহ, হামযাহ, হামযাহ, হা, হা, হা, 'আঈন, 'আঈন, 'আঈন। হ.া, হ.া, হ.া। এইবার শিক্ষক বোর্ডের লিখিত হরফগুলির নাম উপরোক্ত পদ্ধতিতে বলিতে থাকিবেন। ছাত্র-ছাত্রী শ্লেটে লিখিতে থাকিবে। লেখা শেষ হইলে শিক্ষক বলিবেন এবং হরফের মধ্যে হরকত লিখিতে থাকিবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা হরকতের নাম বলিতে থাকিবে যেমনঃ যবর, যের, পেশ। যবর, যের, পেশ। যবর, যের, পেশ। এইবার শিক্ষক উপরোক্ত নিয়মে হরকতের নাম বলিতে থাকিবেন ছাত্র-ছাত্রী লিখিতে থাকিবে। শ্লেট দেখান শ্লেট হাটুর উপর হাত লেখার নিচে। নজর বোর্ডে, নজরকে সুন্দর করুন। এরপর হেজে, মতনে মাশ্‌ক করাইবেন।

বিঃদ্রঃ এইভাবে সামনে যেখানে হরফের লিখা আসবে উপরোক্ত পদ্ধতিতে বোর্ডে, শ্লেটে লিখাবেন হরফ এবং হরকত, তানভীন, জযম ও তাশদীদের নাম ভিন্নতা আসবে।

হেজের নিয়ম : তিনটি করিয়া বর্ণ পর পর হেজে করাইবেন। যেমন اُ اِ اَ হামযাহ+যবর = আ, হামযাহ+যের =ই, হামযাহ+পেশ= উ=আ-ই-উ তিনবার মতন মাশ্‌ক করাইবেন। শিক্ষক নিজ মুখে, এইবার **"তাকরার"** করাইবেন ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা। শিক্ষক বলিবেন, আমি হাত রাখিলে বলিতে পারিবেন? ছাত্র-ছাত্রীরা বলিবে জী-হ্যাঁ, শিক্ষক বলিবেন, বলুন। ছাত্র-ছাত্রিরা পূর্বের মতো হেজে মতন পড়িবেন। **"শ্লেটে পড়ানোর নিয়ম"** শিক্ষক বলিবেন, নজর শ্লেট, হেজে... ছাত্র-ছাত্রিরা শ্লেটে দেখে দেখে হেজে করে চুপ থাকিবে, শিক্ষক বলিবেন মতন। ছাত্র-ছাত্রিরা, মতন বলিবার সাথে সাথে (৩×৩) ৯ বার মতন পড়িবে। এইভাবে সবগুলি হরফ শিক্ষা দিবেন।

عُ	عِ	عَ	هُ	هِ	هَ	ءُ	ءِ	ءَ	اُ	اِ	اَ
قُ	قِ	قَ	خُ	خِ	خَ	غُ	غِ	غَ	حُ	حِ	حَ
يُ	يِ	يَ	شُ	شِ	شَ	جُ	جِ	جَ	كُ	كِ	كَ
رُ	رِ	رَ	نُ	نِ	نَ	لُ	لِ	لَ	ضُ	ضِ	ضَ
صُ	صِ	صَ	تُ	تِ	تَ	دُ	دِ	دَ	طُ	طِ	طَ
ذُ	ذِ	ذَ	ظُ	ظِ	ظَ	زُ	زِ	زَ	سُ	سِ	سَ
بُ	بِ	بَ	وُ	وِ	وَ	فُ	فِ	فَ	ثُ	ثِ	ثَ

(ঙ) যবর বিশিষ্ট লফজের মাশ্‌ক :
এইভাবে সকল লফজগুলি নিম্নের পদ্ধতিতে তিনটি লফজ একসাথে ছাত্র-ছাত্রিদেরকে শ্লেটে লিখাইয়া মাশ্‌ক, তাকরার ও শ্লেটে পড়াইবেন।

লিখানোর পদ্ধতি : শিক্ষক বোর্ডে তিনটি লফজ লিখিবেন اَحَدَ اَخَذَ اَمَرَ ছাত্র ছাত্রিরা নাম বলিবে, যেমন আলিফ, হ.াা, দাা--ল। আলিফ, খ.-, যাা--ল। আলিফ, মী---ম, র-। এইবার শিক্ষক বলিবেন, ছাত্র-ছাত্রিরা লিখিবে, যেমন, আলিফ, হ.াা, দাা--ল। আলিফ, খ.-, যাা--ল, আলিফ, মী---ম, র-। এইবার শিক্ষক লফজের উপর হরকত লিখিবেন ছাত্র-ছাত্রিরা হরকতের নাম বলিবে, যেমন, যবর, যবর, যবর। যবর, যবর যবর। যবর, যবর, যবর। এইবার শিক্ষক বলিবেন ছাত্র-ছাত্রীরা লফজের উপরে হরকত লিখিবে। যবর, যবর, যবর। যবর, যবর, যবর। যবর, যবর, যবর। শিক্ষক হেজে করাইবেন। উপরোক্ত পদ্ধতিতে বোর্ডে শ্লেটে সামনের সকল লফজগুলি লিখাইবেন, শুধু হরফের নাম, হরকত, তানভীন, জযম, তাশদীদের নাম ভিন্নতা আসবে।

বানান প্রক্রিয়া : اَحَدَ হামযাহ + যবর = আ, হ.াা + যবর = হা, (এইবার এই দুইটির মতন পড়িতে হইবে) = আ'হা। দাল + যবর = দা (এইবার পুরাটার মতন পড়িতে হইবে) = আহ.াদা। তিনবার মতন পড়িতে হইবে। এইভাবে সবগুলি হেজে ও মতন পড়িতে হইবে আহাদা, আহাদা, আহাদা।

তাকরার : শিক্ষক বলিবেন আমি হাত রাখিলে বলিতে পারিবেন? ছাত্র-ছাত্রীরা বলিবে জী হ্যাঁ, বলুন? ছাত্র-ছাত্রিরা পূর্বের ন্যায় হেজে করিয়া একবার মতন বলিয়া চুপ থাকিবেন, শিক্ষক বলিবেন মতন? সাথে সাথে তিনবার মতন বলিবেন। শ্লেটে পড়ানো, নজর শ্লেট? হেজে....? মতন।

বি:দ্র: সকল লিখা উপরোক্ত নিয়মে বোর্ডে শ্লেটে লিখাইয়া শিখাইতে হইবে।

حَسَدَ	جَمَعَ	جَعَلَ	اَمَرَ	اَخَذَ	اَحَدَ
نَصَرَ	قَدَرَ	عَدَلَ	ذَكَرَ	خَلَقَ	حَشَرَ

(চ) জেরবিশিষ্ট লফজের মাশ্‌ক : (বোর্ডে শ্লেটে পূর্বের ন্যায় লিখাইয়া শিখাইতে হইবে)।

মনে রাখিতে হইবে যে (যেরের) উচ্চরণ (ি) কার এর মতো।

হেজের নিয়ম : بِشِرِ বা- + যের = বি, শীন + যের শি, = বিশি, র + যের = রি = বিশিরি। (তিনবার মতন পড়িতে হইবে) বিশিরি, বিশিরি, বিশিরি।

عِنِبِ	اِبِلِ	سِرِفِ	مِثِلِ	غِسِلِ	بِشِرِ
خِضِرِ	نِفِقِ	حِشِبِ	وِقِرِ	نِشِبِ	شِجِرِ

(ছ) **পেশবিশিষ্ট লফজের মাশ্‌ক : (পূর্বের ন্যায় বোর্ডে শ্লেটে লিখাইয়া শিখাইতে হইবে)।**
মনে রাখিতে হইবে যে, (পেশের উচ্চারণ (ু) কার এর মতো।

বানান প্রক্রিয়া : لُطُفُ লাম + পেশ = লু, ত. + পেশ = তু. = লুতু., ফা + পেশ = ফু = লুতুফু। প্রত্যেক লফজের একবার হেজে ও তিনবার মতন পড়িতে হইবে।

رُسُلُ	رُزُقُ	كُتُبُ	غُلُبُ	اُفُقُ	لُطُفُ
صُحُفُ	بُعُدُ	فُهُمُ	خُلُقُ	وُرُدُ	شُرُفُ

(জ) যবর, যের ও পেশবিশিষ্ট লফজের মাশ্‌ক :

হেজের নিয়ম ঃ ওয়া---ও + যবর = ওয়া, সী---ন + যের = সি = ওয়াসি, 'আঈ---ন + যবর = 'আ = ওয়াসি'আ। তিনটি লফ্‌জ এইভাবে একবার হেজে একবার মতন, তাহার পর তিনটি লফজ একসাথে (৩ x ৩) = ৯ বার মতন। যেমন ওয়াসি'আ, 'আমিলা, 'আলিমা। ওয়াসি'আ, 'আমিলা, 'আলিমা। ওয়াসি'আ, 'আমিলা, 'আলিমা।

اَذِنَ	تَجِدُ	غَضِبَ	سَمِعَ	بَخِلَ	عَلِمَ	عَمِلَ	وَسِعَ
سُئِلَ	سَطِحَ	قُتِلَ	نَقِرَ	نُفِخَ	طُبِعَ	خُلِقَ	بَرِقَ
فُتِحَ	حُسِنَ	نُقِلَ	كَبِرَ	نُشِرَ	قُرِءَ	حُشِرَ	كُشِطَ
حُسِبَ	ضُرِبَ	نَصِرَ	وُجِدَ	كَرُمَ	فُضِلَ	نُصِبَ	غُفِرَ

বি.দ্র. উপরের লফজগুলি কায়দা পড়াইবার সময় পড়াইতে হইবে। উস্তায মু'য়াল্লিমদিগকে তিনটি লফ্‌জ হেজে মতনে শিক্ষা দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদিগকে সবগুলি লফজ শিখাইবার নির্দেশ দিবেন। বাকি লফজগুলি মু'য়াল্লিমদিগকে তিনটি করিয়া মতন মাশ্‌ক করাইয়া, মতন পড়িবার প্রতিযোগিতা শিক্ষা দিবেন।

তানভীনের মাশ্‌ক

হরকতের মাশ্‌ক এর নিয়মানুষারে তান্‌ভীনের মাশ্‌ক হইবে কিন্তু তান্‌ভীনের মাশ্‌ক ১৫ নাম্বার মাখরাজের শেষ হরফ হইতে শুরু করিয়া এক নাম্বার মাখরাজের প্রথম হরফে শেষ হইবে। দুই যবরের মাশ্‌ক করাইবার আগে ইহা বুঝাইয়া দিবেন যে,

দুই যবরের সাথে আলিফ পড়া যায় না,
আলিফ রস্‌মে খত,
রসমে খত ওয়াকফের হালতে
এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

* রসমে খত অর্থ লেখার নিয়ম।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন শরীফে মাঝে মাঝে দুই যবরের সাথে ইয়াা (ى) হয়, ঐ ইয়াাও পড়া যায় না, উহাও রসমে খত।

যেমন :

اَفْوَاجًا	هُدًى

তান্‌ভীন (ٌ ٍ ً)

ٌ ٍ ً কে তানভীন বলে।

দুই যবরওয়ালা হরফের মাশ্‌ক :

বানান প্রক্রিয়া : মীম---ম + দুই যবর = মান, বাা + দুই যবর = বান, ওয়াও + দুই যবর = ওয়ান, ফাা + দুই যবর = ফান। মান, বান, ওয়ান, ফান। মোট ৯ বার মতন পড়ুন।

لًا ضًا	رًا نًا	تًا دًا طًا	زًا سًا صًا	ثًا ذًا ظًا	مًا بًا وًا فًا
	هًا ءًا	حًا عًا	خًا غًا	كًا قًا	يًا شًا جًا

দুই যেরওয়ালা হরফের মাশ্‌ক :

বানান প্রক্রিয়া : মী---ম + দুই যের = মিন, বাা + দুই যের = বিন, ওয়াও + দুই যের = ওয়িন, ফাা + দুই যের = ফিন। মিন, বিন, ওয়িন, ফিন। ৩ বার মতন পড়ুন।

لٍ ضٍ	رٍ نٍ	تٍ دٍ طٍ	زٍ سٍ صٍ	ثٍ ذٍ ظٍ	مٍ بٍ وٍ فٍ
	هٍ ءٍ	حٍ عٍ	خٍ غٍ	كٍ قٍ	يٍ شٍ جٍ

দুই পেশওয়ালা হরফের মাশ্‌ক :

বানান প্রক্রিয়া : মী---ম + দুই পেশ = মুন, বাা + দুই পেশ = বুন, ওয়াও + দুই পেশ = ঔন, ফাা + দুই পেশ = ফুন। মুন, বুন, ঔন, ফুন (তিনবার)।

لٌ ضٌ	رٌ نٌ	تٌ دٌ طٌ	زٌ سٌ صٌ	ثٌ ذٌ ظٌ	مٌ بٌ وٌ فٌ
	هٌ ءٌ	حٌ عٌ	خٌ غٌ	كٌ قٌ	يٌ شٌ جٌ

একক তানভীন বিশিষ্ট হরফগুলির মাশ্‌ক কায়দা পড়াইবার সময় শিখাইতে হইবে।

* বোর্ডে-শ্লেটে লিখানোর পদ্ধতি, হরকতের পদ্ধতিতে লেখা হইবে।

(ـًـ ـٍـ ـٌـ) **দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশবিশিষ্ট হরফের মাশ্‌ক :** এইখানে তিনটি বর্ণ একসাথে হেজে করিতে হইবে এবং একসাথে তিনটির উচ্চারণ করিতে হইবে।

যেমন : মী---ম দুই + যবর = মান مًا

মী---ম দুই + যের = মীন مٍ

মী---ম দুই + পেশ = মুন مٌ

মান- মিন- মুন। مًا - مٍ - مٌ তিনবার মতন পড়িতে হইবে।

فٌ	فٍ	فًا	وٌ	وٍ	وًا	بٌ	بٍ	بًا	مٌ	مٍ	مًا
زٌ	زٍ	زًا	ظٌ	ظٍ	ظًا	ذٌ	ذٍ	ذًا	ثٌ	ثٍ	ثًا
دٌ	دٍ	دًا	تٌ	تٍ	تًا	صٌ	صٍ	صًا	سٌ	سٍ	سًا
لٌ	لٍ	لًا	نٌ	نٍ	نًا	رٌ	رٍ	رًا	طٌ	طٍ	طًا
جٌ	جٍ	جًا	شٌ	شٍ	شًا	يٌ	يٍ	يًا	ضٌ	ضٍ	ضًا
غٌ	غٍ	غًا	خٌ	خٍ	خًا	قٌ	قٍ	قًا	كٌ	كٍ	كًا
ءٌ	ءٍ	ءًا	هٌ	هٍ	هًا	عٌ	عٍ	عًا	حٌ	حٍ	حًا

দুই যবরবিশিষ্ট লফজের মাশ্‌ক :

* বোর্ডে-শ্লেটে লিখানোর নিয়ম হরকতের লফজের নিয়মে হইবে ।

হেজ্জের নিয়ম : মী-ম + যবর = মা, ছ.াা + যবর = ছা. = মাছ.া, লাা-ম + দুই যবর = লান্ = মাছ.ালান । তিন বার মতন পড়িতে হইবে ।

سُدًى	هُدًى	حَسَدًا	مَرَضًا	ثَمَنًا	مَثَلًا
عَمَلًا	قِرَدَةً	عَلَقَةً	بَقَرَةً	حَسَنَةً	طُوًى

দুই যেরবিশিষ্ট লফজের মাশ্‌ক :

হেজ্জের নিয়ম : হামযাহ + যবর = আ, হ.াা + যবর = হ.া = আহ.া, দাা-ল + দুই যের = দিন্ = আহ.াদিন । তিনবার মতন পড়িতে হইবে ।

غَضَبٍ	شُعَبٍ	عَهَدٍ	كَبَدٍ	قَدَرٍ	اَحَدٍ
عَقَبَةٍ	بَرَرَةٍ	سَفَرَةٍ	ثَمَرَةٍ	رَقَبَةٍ	سَنَةٍ

দুই পেশবিশিষ্ট লফজের মাশ্‌ক :

হেজ্জের নিয়ম : খ- + পেশ = খু, লাা-ম + পেশ = লু, = খুলু, ক.ফ + দুই পেশ = কু.ন = খুলুকু.ন । তিনবার মতন পড়িতে হইবে ।

بَخِلٌ	عَبَرَةٌ	قَتَرَةٌ	عَشَرَةٌ	بَقَرَةٌ	خُلُقٌ
ذَكَرٌ	لَعِبٌ	حَسَنَةٌ	بَشَرٌ	نَفَرٌ	سَجِدٌ

দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশবিশিষ্ট লফজের মাশ্‌ক :

হেজে করিবার নিয়ম ঃ

প্রতিটি লফ্‌জ একবার হেজে, একবার মতন এই নিয়মে তিনটি লফ্‌জ পড়িয়া একসাথে ৩টি লফজের মতন ৯ বার (৩ x ৩) পড়িতে হইবে । যেমন ঃ اَبَدًا হামযাহ + যবর = আ', বাা + যবর = বা = আবা, দাল + দুই যরব = দান = আবাদান ।

عِوَجٍ	عِوَجًا	مَسَدٌ	مَسَدٍ	مَسَدًا	اَبَدٌ	اَبَدٍ	اَبَدًا
هُمَزَةً	صُحُفٌ	صُحُفٍ	صُحُفًا	وَجَبٌ	وَجَبٍ	وَجَبًا	عِوَجٌ
عَدَدٌ	عَدَدٍ	عَدَدًا	دُبُرٌ	دُبُرٍ	دُبُرًا	هُمَزَةٌ	هُمَزَةٍ
	قِوَمٌ	قِوَمٍ	قِوَمًا	صَدَقٌ	صَدَقٍ	صَدَقًا	

বি.দ্র. উপরোক্ত লফজগুলি কায়দা পড়াইবার সময় পড়াইতে হইবে। উস্তায মুয়াল্লিমদিগকে ৩টি লফজ হেজে-মতনে শিক্ষা দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদিগকে সবগুলি লফজ শিখাইবার নির্দেশনা দিবেন। বাকি লফজগুলি মুয়াল্লিমদিগকে ৩টি করিয়া মতন মাশ্‌ক করাইয়া মতন পড়িবার প্রতিযোগিতা শিক্ষা দিবেন। যেমন : اَبَدًا - اَبَدٍ - اَبَدٌ

জযমের মাশ্‌ক

ক.ল.কলার পাঁচটি হরফ (ق ط ب ج د) বাদ দিয়া বাকি ২৩টি হরফের মধ্যে জযমের মাশ্‌ক করিতে হইবে। সর্বপ্রথম উস্তায তিন অবস্থায় "আলিফ" এবং "তা" اَتْ-اِتْ-اُتْ তাহার পর উস্তায বোর্ডে যখন লিখিবেন তখন ছাত্র ছাত্রীরা পড়িবে এইভাবে, আলিফ তা, আলিফ তা, আলিফ তা। ইহার পর উস্তায **পড়িবেন ছাত্র ছাত্রীরা লিখিবে**। অনুরূপভাবে উস্তায বোর্ডে জযম লিখিবেন। ছাত্র ছাত্রীরা পড়িবে জযম, জযম, জযম। এইবার উস্তায পড়িবেন ছাত্র ছাত্রীরা শ্লেটে লিখিবে, ইহার পর উস্তায বোর্ডে হরকত লিখাইবেন ছাত্র ছাত্রীরা পড়িবেন, যবর, জের, পেশ অনুরূপ উস্তায পড়িবেন ছাত্র ছাত্রীরা শ্লেটে হরফ লিখিবেন। জযম ও হরকত লিখিয়া اَتْ اِتْ اُتْ ছাত্রগণকে শ্লেটে লিখাইয়া শিখাইবেন ও বুঝাইবেন যে, **"জযমওয়ালা হরফ তাহার ডান দিকের হরকতের সহিত মিলাইয়া একবার পড়া যায়। জযমের আওয়াজ কাটা হইয়া নিচের দিকে যায়"**। কাটা বলতে বদ্ধ অক্ষরের মতো উচ্চারণ যেমন : কোন্।

ইহার পর একবার হেজে তিনবার মতন পড়াইয়া দিবেন। এইরূপে সমস্ত হরফের হেজে মতন শিক্ষা দিতে হইবে। তাহার পর নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণগুলির হেজে ও মতন পড়াইয়া দিবেন।

(ক) জযমের মাশ্‌ক ঃ যবর, জের, পেশ এবং জযমবিশিষ্ট হরফের মাশ্‌ক ঃ (মনে রাখিতে হইবে যে ০১০ উপরের বাঁকা ও গোল চিহ্নটির নাম জযম। জযমের আওয়াজ কাটা হইয়া নিচের দিকে যায়।) **হেজে :** اَتْ হামযাহ + তা + যবর = আত্ এইভাবে আরো ২ জোড়া হেজে করে ৩ X ৩ = ৯ বার মতন পড়ুন। আত্ ইত্ উত্, আত্ ইত্ উত্, আত্ ইত্ উত্।

اَخْ اِخْ اُخْ	اَحْ اِحْ اُحْ	اَثْ اِثْ اُثْ	اَتْ اِتْ اُتْ
اَسْ اِسْ اُسْ	اَزْ اِزْ اُزْ	اَرْ اِرْ اُرْ	اَذْ اِذْ اُذْ
اَظْ اِظْ اُظْ	اَضْ اِضْ اُضْ	اَصْ اِصْ اُصْ	اَشْ اِشْ اُشْ
اَكْ اِكْ اُكْ	اَفْ اِفْ اُفْ	اَغْ اِغْ اُغْ	اَعْ اِعْ اُعْ
اَوْ اِوْ اُوْ	اَنْ اِنْ اُنْ	اَمْ اِمْ اُمْ	اَلْ اِلْ اُلْ

اَیْ اِیْ اُیْ	اَءْ اِءْ اُءْ	اَهْ اِهْ اُهْ

(খ) যবর, যের, পেশ এবং জযমবিশিষ্ট লফজের মাশ্‌ক :

হরকতের লফজের মতোই বোর্ডে শ্লেটে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে লিখাইবেন ।

বানান : اَكْرَمَ হামযাহ + কাা---ফ + যবর = আক্‌, র- + যবর = র = আক্‌র, মী---ম+যবর = মা = আক্‌রমা । তিনবার মতন পড়িতে হইবে ।

لَمْرٍ	لَسْتَ	وَاحْرُ	سَعْيَ	خَلْقًا	بَعْدُ	اِهْدِ	اَكْرَمَ
غُلْبًا	غَرْقًا	عَصْفٍ	شَاْنٌ	عَشْرٍ	خُسْرٍ	جَمْعًا	بَرْدًا
نَفْسٍ	نَشْطًا	نَخْلًا	مِسْكٌ	لَغْوًا	كَاْسًا	قَضْبًا	فَصْلٌ
اَرْسَلَ	اَخْرَجَ	اَمْهِلْ	اَلْقَتْ	صَيْفٍ	خَوْفٌ	بَيْتٍ	يُسْرًا
يَحْسَبُ	يَخْرُجُ	نَعْبُدُ	اَعْبُدُ	دَمْدَمَ	اَلْهَمَ	اَفْلَحَ	اَغْطَشَ
اَلْحَمْدُ	حُشِرَتْ	ثَقُلَتْ	يُوَسْوِسُ	تَعْرِفُ	تَرْحَمُ	يَشْهَدُ	يَشْرَبُ

ক.লক.লার হরফ শিক্ষা ও মাশ্‌ক

উস্তায সাহেব ক.লক.লার হরফ বোর্ডে লিখিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা শ্লেটে লিখাইয়া শিখাইবেন যে,

ক.লক.লার হরফ (৫) পাঁচটি
ক.----ফ, ত.-, বাা, জী---ম, দাা---ল
এই পাঁচটি হরফে জযম হইলে
ক.লক.লা করিয়া পড়িতে হয়।

এই পাঁচটি হরফ (ق ط ب ج د) মুখস্থ করাইবার পর ক.লক.লার প্রথম হরফ তিন অবস্থায় বোর্ডে লিখিয়া (اَقْ – اِقْ – اُقْ) ছাত্রদের শ্লেটে লিখাইয়া একবার হেজে তিনবার মতন পড়াইবেন এবং এই কথাটি শিক্ষা দিবেন।

ক.লক.লার আওয়াজ লাফাইয়া উপরের দিকে যায়। শুনিতে যবরের মতো শোনায়। অত:পর একবার হেজে, তিনবার মতন পড়াইয়া তাকরারও শ্লেটে পড়াইয়া দিবেন। এইরূপে বাকি চারটি হরফের ক.লক.লা শিক্ষা দিবেন।

* বোর্ডে-শ্লেটে জযমের হরফের পদ্ধতিতে লিখাইবেন।

ক.লক.লার পাঁচটি হরফ ও উদাহরণ বা মেছালের মাশ্‌ক ঃ

اَطْ اِطْ اُطْ	اَقْ اِقْ اُقْ	قْ طْ بْ جْ دْ	قطبجد
اَدْ اِدْ اُدْ	اَجْ اِجْ اُجْ	اَبْ اِبْ اُبْ	

* বোর্ডে-শ্লেটে হরকতের লফজের মতোই লিখাইতে হইবে।

ক.লক.লার লফজের মাশ্‌ক ঃ

তিনটি করিয়া শব্দ হেজে করিতে হইবে। হেজের সময় ক.লক.লা উল্লেখ করিতে হইবে।

زَجْرَةً	يُبْدِئُ	عِبْرَةً	سَبْحًا	نُطْفَةٍ	فِطْرٌ	بَطْشًا	اُقْسِمُ	اِقْرَءْ	نَقْعًا
مَسَدٍ	كَسَبَ	شَطَطَ	فَلَقٍ	لَهَبٍ	كُدْنٌ	عَدْنٍ	قَدْحًا	اُجْرَةٌ	وِجْهَةٌ

শেষ লাইনের ৫টি শব্দ পড়ানোর নিয়ম নিম্নরূপ ঃ

ফাা + যবর = ফা, লাা-ম + যবর = লা, ফালা, ক.---ফ + দুই জের কি.ন = ফালাকি.ন, ওয়াকফ্ করিলে ক.-ফকে সাকিন করিয়া ক.লক.লার সহিত পড়িতে হয় = ফালাক.।

তাশদীদের মাশ্‌ক

উস্তায সাহেব ছাত্রগণ হইতে তাশদীদ কাহাকে বলে তাহার উত্তর আদায়ের পর (اَبّ) আলিফ বা্য, এইভাবে নয় জোড়া বোর্ডে লিখিয়া ছাত্র ছাত্রীদের শ্লেটে লিখাইবেন। লিখার সময় ছাত্র-ছাত্রীরা নাম বলিবে, (আলিফ বা্য, আলিফ বা্য, আলিফ বা্য) ইহার পর উস্তায নাম বলিবেন ছাত্র ছাত্রীরা লিখিবে। ইহার পর উস্তায বা্য এর উপর লিখিবেন তাশদীদ যবর, ছাত্র-ছাত্রীরা বলিতে থাকিবে তাশদীদ যবর, তাশদীদ জের, তাশদীদ পেশ, এইবার উস্তায বলিবেন, ছাত্র ছাত্রীরা লিখিবে। ইহার পর উস্তায হারকাতগুলি আলিফের মধ্যে লিখিবেন ছাত্র ছাত্রীরা নাম বলিবে। ইহার পর উস্তায বলিবেন ছাত্র-ছাত্রীরা হারকাতগুলি লিখিবে।

اب اب اب   اب اب اب   اب اب اب

(শ্লেট হাঁটুর উপর, হাত লেখার নিচে, নজর বোর্ডের দিকে করাইবেন।)

এবং শিক্ষা দিবেন যে,

اَبَّ اَبِّ اَبُّ   اِبَّ اِبِّ اِبُّ   اُبَّ اُبِّ اُبُّ

তাশদীদওয়ালা হরফ দুই বার পড়া যায়

তাহার ডান দিকের হারকাতের সহিত মিলাইয়া একবার

নিজ হারকাতের সহিত একবার

তাশদীদের আওয়াজ শক্ত এবং ঘেষাণো।

ইহা মুখস্থ হইবার পর হেজে, মতনে, মাশ্‌ক তাকরার ও শ্লেটে পড়ানো শিক্ষা দিবেন। সম্ভব হইলে (م) মীম এবং (ن) নূন ব্যতীত সমস্ত হরফ উপরের নিয়মে শিক্ষা দেওয়ার পর নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণগুলি দেখিয়া এক এক বার তিন তিনটি লফজ (শব্দ) বোর্ডে লিখিয়া ছাত্রদের দ্বারা শ্লেটে লিখাইয়া মাশ্‌ক-তাকরার-শ্লেটে পড়ানোর মাধ্যমে অনেকগুলি লফজ ভালরূপে পড়াইয়া দিবেন। যাহাতে ছাত্ররা যে কোনো সময় নিজ ক্ষমতায় লিখিতে ও পড়িতে পারে।

ــّـ (উপরের তিন দাঁতওয়ালাটির নাম তাশদীদ)

তাশ্‌দীদবিশিষ্ট হরফের মাশ্‌ক ঃ

হেজের নিয়ম ঃ اَبَّ হামযাহ + বা্য + যবর = আব, বা্য + যবর = বা্য = আব্বা। এইভাবে তিনটি এক সাথে হেজে করাইবেন এবং ৯ বার মতন পড়াইবেন। আব্বা, আব্বি, আব্বু।

اُبِّ	اُبَّ	اِبُّ	اِبِّ	اِبَّ	اَبُّ	اَبِّ	اَبَّ
اُتَّ	اِتُّ	اِتِّ	اِتَّ	اَتُّ	اَتِّ	اَتَّ	اُبُّ
اِثُّ	اِثِّ	اِثَّ	اَثُّ	اَثِّ	اَثَّ	اُتُّ	اُتِّ
اِجِّ	اِجَّ	اَجُّ	اَجِّ	اَجَّ	اُثُّ	اُثِّ	اُثَّ
اِحَّ	اَحُّ	اَحِّ	اَحَّ	اُجُّ	اُجِّ	اُجَّ	اِجُّ
اَخُّ	اَخِّ	اَخَّ	اُحُّ	اُحِّ	اُحَّ	اِحُّ	اِحِّ
اَدِّ	اَدَّ	اُخُّ	اُخِّ	اُخَّ	اِخُّ	اِخِّ	اِخَّ
اَذَّ	اُدُّ	اُدِّ	اُدَّ	اِدُّ	اِدِّ	اِدَّ	اَدُّ
اُذُّ	اُذِّ	اُذَّ	اِذُّ	اِذِّ	اِذَّ	اَذُّ	اَذِّ
اُرِّ	اُرَّ	اِرُّ	اِرِّ	اِرَّ	اَرُّ	اَرِّ	اَرَّ
اُزَّ	اِزُّ	اِزِّ	اِزَّ	اَزُّ	اَزِّ	اَزَّ	اُرُّ
اِسُّ	اِسِّ	اِسَّ	اَسُّ	اَسِّ	اَسَّ	اُزُّ	اُزِّ
اِشِّ	اِشَّ	اَشُّ	اَشِّ	اَشَّ	اُسُّ	اُسِّ	اُسَّ
اِصَّ	اَصُّ	اَصِّ	اَصَّ	اُشُّ	اُشِّ	اُشَّ	اِشُّ
اَضُّ	اَضِّ	اَضَّ	اُصُّ	اُصِّ	اُصَّ	اِصُّ	اِصِّ

اَطِّ	اَطَّ	اُضُّ	اُضِّ	اُضَّ	اِضُّ	اِضِّ	اِضَّ
اَظَّ	اُطُّ	اُطِّ	اُطَّ	اِطُّ	اِطِّ	اِطَّ	اَطُّ
اُظُّ	اُظِّ	اُظَّ	اِظُّ	اِظِّ	اِظَّ	اَظُّ	اَظِّ
اُعِّ	اُعَّ	اِعُّ	اِعِّ	اِعَّ	اَعُّ	اَعِّ	اَعَّ
اُغَّ	اِغُّ	اِغِّ	اِغَّ	اَغُّ	اَغِّ	اَغَّ	اُعُّ
اِفُّ	اِفِّ	اِفَّ	اَفُّ	اَفِّ	اَفَّ	اُغُّ	اُغِّ
اِقِّ	اِقَّ	اَقُّ	اَقِّ	اَقَّ	اُفُّ	اُفِّ	اُفَّ
اِكَّ	اَكُّ	اَكِّ	اَكَّ	اُقُّ	اُقِّ	اُقَّ	اِقُّ
اَلُّ	اَلِّ	اَلَّ	اُكُّ	اُكِّ	اُكَّ	اِكُّ	اِكِّ
اَوِّ	اَوَّ	اُلُّ	اُلِّ	اُلَّ	اِلُّ	اِلِّ	اِلَّ
اَهَّ	اُوُّ	اُوِّ	اُوَّ	اِوُّ	اِوِّ	اِوَّ	اَوُّ
اُهُّ	اُهِّ	اُهَّ	اِهُّ	اِهِّ	اِهَّ	اَهُّ	اَهِّ
اُءِّ	اُءَّ	اِءُّ	اِءِّ	اِءَّ	اَءُّ	اَءِّ	اَءَّ
اُيَّ	اِيُّ	اِيِّ	اِيَّ	اَيُّ	اَيِّ	اَيَّ	اُءُّ
			اُيُّ	اُيِّ			

* **তাশ্‌দীদবিশিষ্ট লফজের মাশ্‌ক** এক লফ্‌জকে একবার হেজে তিনবার মতন পড়াইবেন। হরকতের লফজের মতোই বোর্ডে শ্লেটে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে শিখাইবেন।

* **হেজের নিয়ম :** বাা + র- + পেশ = বুর, র + যের + রি = বুররি, যাা + যরব = যা = বুররিযা।

كَذَّبَ	قَدَّرَ	عَدَّدَ	صَدَّقَ	حُصِّلَ	بُرِّزَ
كَرَّةٌ	قُوَّةٌ	ذَرَّةٍ	يَحُضُّ	اَوَّلُ	نَعَّمَ
فُجِّرَتْ	سُجِّرَتْ	زُوِّجَتْ	كَذَّبَتْ	قَدَّمَتْ	سُعِّرَتْ
نُيَسِّرُ	تُحَدِّثُ	تَطَّلِعُ	كُوِّرَتْ	عُطِّلَتْ	سُيِّرَتْ
حُقَّتْ	مُدَّتْ	فَمَهِّلِ	عَشِيَّةٍ	قَيِّمَةٍ	بَيِّنَةٍ
مُكَرَّمَةٍ	مُمَدَّدَةٍ	شَقَّتْ	تَخَلَّتْ	تَبَّتْ	خَفَّتْ
مَدَنِيٌّ	مَكِّيٌّ	مُصَدِّقٌ	مُذَكِّرٌ	مُدَّثِّرٌ	مُطَهَّرَةٍ
طَيِّبٌ	غَنِيٌّ	مُحَرَّمٌ	مُضَرِيٌّ	عَرَبِيٌّ	قُرَيْشِيٌّ
مُكَبَّرٌ	حَقٌّ	مَهْدِيٌّ	مُتَوَسِّطٌ	مُتَّقِيٌّ	سَيِّدٌ
زُيِّنَةٍ	مُهَذَّبٌ	مُحَلَّلٌ	قُدِّسَ	مُقَدَّسٌ	مُحَدِّثٌ
مُقَرَّبٌ	قُبِّلَتْ	شُدِّدُ	زُيِّنَ	مُتَقَبَّلٌ	مُعَلِّمٌ
	مُدَلِّلٌ	مُكَذِّبٌ	مُصَرِّفٌ		

ওয়াজিব গুন্নাহ শিক্ষা ও মাশ্ক

উস্তায সাহেব সর্ব প্রথম ওয়াজিব গুন্নাহর সু.রত (আকৃতি) (ـَّ ـِّ ـُّ مّ نّ) বোর্ডে লিখিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা শ্লেটে লিখাইয়া মুখস্থ করাইবেন যে, হরকতের বাম পাশে মীমে বা নূনে (ـَّ ـِّ ـُّ مّ نّ) তাশদীদ হইলে উহাকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে।

ইহার পর মীম ও নূনের ৯ হরফের উদাহরণ (তাশদীদের ন্যায়) বোর্ডে লিখিয়া শিক্ষার্থীদিগকে শ্লেটে লিখাইয়া শিক্ষা দিবেন।

اَمَّ - اَمِّ - اَمُّ - اِمَّ - اِمِّ - اِمُّ - اُمَّ - اُمِّ - اُمُّ

اَنَّ - اَنِّ - اَنُّ - اِنَّ - اِنِّ - اِنُّ - اُنَّ - اُنِّ - اُنُّ

এইভাবে ওয়াজিব গুন্নাহ শিক্ষাদান করিয়া নিম্ন লিখিত উদাহরণগুলির মাশ্ক করাইবেন।

(ক) ওয়াজিব গুন্নাহর চিহ্ন : (ـَّ ـِّ ـُّ مّ نّ)

হরফের উপর দিয়া ওয়াজিব গুন্নাহর মাশ্ক :

ওয়াজিব গুন্নাহর হেজের নিয়ম : --- হামযাহ + মী---ম + যবর = আঁম + ওয়াজিব গুন্নাহ, মী---ম + যবর মা = আঁম-মা। তিনটি এক সাথে হেজে ও ৯ বার মতন পড়াইবেন।

প্রকাশ থাকে যে, গুন্নাহ এক আলিফ পরিমাণ করিতে হইবে।

اُمُّ	اُمِّ	اُمَّ	اِمُّ	اِمِّ	اِمَّ	اَمُّ	اَمِّ	اَمَّ
اُنُّ	اُنِّ	اُنَّ	اِنُّ	اِنِّ	اِنَّ	اَنُّ	اَنِّ	اَنَّ

বোর্ডে/শ্লেটে হরকতের লফজের মতোই লিখিতে হইবে।

(খ) ওয়াজিব গুন্নাহওয়ালা লফজের মাশ্ক : হেজের সময় ওয়াজিব গুন্নাহ শব্দটি মুখে বলিতে হইবে।

خُنَّسِ	جَهَنَّمُ	ثُمَّ	اُمَّةٌ	اَمَّنَ
جَنَّةٍ	عَمَّ	هُمَّ	مِمَّ	كُنَّسِ
اَاَنَّ	جَمًّا	يَظُنَّ	اِنَّكَ	جِنَّةٍ
ظَنَّ	اِنَّهُمْ	مُحَمَّدٌ	اِنَّكُمْ	مُطْمَئِنَّةٌ
اَجَلَهُنَّ	لَتُبْعَثُنَّ	دَخَلْتُنَّ	كَاَنَّهُمْ	مُزَّمِّلُ

প্রশ্নমালা

(১) অযু, গোসল ও তায়াম্মুমে কতো ফরয ও কি কি? ছন্দাকারে লিখুন।

(২) নামাযের বাহিরে এবং ভিতরে কতো ফরয ও কি কি? ছন্দাকারে লিখুন।

(৩) নামাযের ওয়াজিব কয়টি ও কি কি? ছন্দাকারে লিখুন।

(৪) অযু ভঙ্গের কারণ ও নামায ভঙ্গের কারণ কয়টি, ছন্দাকারে কারণগুলি লিখুন।

(৫) মাখরাজ কাহাকে বলে? আরবী হরফ কয়টি ও মাখরাজ কয়টি? মাখরাজগুলি ছন্দাকারে হরফসহ লিখুন।

(৬) তামীযে হুরূফ বা কতিপয় হরফের পার্থক্যগুলি বিস্তাতির লিখুন।

(৭) **টিকা লিখুন :** হরকত, তানভীন, জযম ও তাশদীদ এবং আলিফ সব সময় খালি থাকে শিক্ষা ও আলিফের সুরতে হামযাহ শিক্ষা।

(৮) মুরাক্কাব ও গ.ইরে মুরাক্কাবের সংজ্ঞা ও হরফগুলি কি কি লিখুন।

(৯) জযমওয়ালা হরফ কিভাবে পড়া যায়, জযমের আওয়াজ কিভাবে কোন দিকে যায়? প্রতিটি হরফের তিনটি করিয়া ২৩টি হরফের উদাহরণ লিখুন।

(১০) ক.লক.লার হরফ কয়টি ও কি কি? এই হরফগুলিকে কখন ক.লক.লা করিয়া পড়িতে হয়, ক.লক.লার আওয়াজ কোন দিকে যায়, শুনিতে কিরূপ শুনায়? ছন্দ আকারে লিখুন এবং প্রতিটি হরফ দ্বারা ৩টি করিয়া ৫টি হরফের উদাহরণ লিখুন। ৫টি হরফ দিয়া ৫টি লফজের উদাহরণ লিখুন।

(১১) তাশদীদওয়ালা হরফ কয়বার পড়া যায়? তাশদীদের আওয়াজ কিরূপ হয়? প্রতিটি হরফের ৯টি করিয়া ১০টি হরফের উদাহরণ লিখুন।

(১২) ওয়াজিব গুন্নাহ্ কাহাকে বলে? ওয়াজিব গুন্নাহ্র চিহ্ন ও বানান প্রক্রিয়া এবং ২টি হরফ দ্বারা ১৮টি উদাহরণ সুন্দরভাবে সাজাইয়া লিখুন।

মদ শিক্ষা

টানিয়া বা দীর্ঘ করিয়া পড়িবার নাম মদ। মদ বহু প্রকারের আছে। আমরা প্রাথমিক অবস্থায় সহজভাবে ১০ প্রকার মদ সম্পর্কে আলোকপাত করিব। ১০ প্রকার মদ আলোকপাতের মাধ্যমে সব রকম মদের জ্ঞান আয়ত্ত করা যাইবে। মদ শিখিবার জন্য দুই রকমের হরফের প্রয়োজন, মদের হরফ ও লীনের হরফ।

মদের হরফ তিনটি : (ـَا ـُوْ ـِىْ)

যবরের বাম পাশে খালি আলিফ (ـَا)

পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও (ـُوْ)

যেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া (ـِىْ)

মদের হরফ এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

যেমন : بِىْ — بُوْ — بَا বা-বূ-বী

এক আলিফের পরিমাণ :

দুইটি হরকত পড়িতে যতোটুকু সময় লাগে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে ততোটুকু সময় লাগে।

যেমন : بَا = بَ+بَ , بُوْ = بُ+بُ , بِىْ = بِ+بِ

মদ মোট ১০ প্রকার ঃ

এক আলিফ মদ তিন প্রকার ঃ

(১) মদ্দে ত.বয়ী, (স্বভাবগতভাবে যাহা মদের হরফ দীর্ঘ করিতে হইবে) — ١ مد طبعى

(২) মদ্দে বদল, (পরিবর্তনের কারণে মদের হরফ হইলে দীর্ঘ করিতে হইবে) — ٢ مد بدل

(৩) মদ্দে লীন, (লীন অর্থ নরম বা সহজ যাহা ওয়াকফের কারণে মদ হইবে) — ٣. مد لين

তিন আলিফ মদ দুই প্রকার ঃ

(৪) মদ্দে আরেজী, (মদের হরফের পরে ওয়াকফের কারণে দীর্ঘ করিতে হইবে) — ٤. مد عارضى

(৫) মদ্দে মুন্‌ফাসিল, (মদের হরফের পরে ভিন্ন শব্দের প্রথমে হামযাহ হইলে) — ٥. مد منفصل

চার আলিফ মদ পাঁচ প্রকার ঃ

(৬) মদ্দে মুত্তাসিল, (মদের হরফ এবং হামযাহ মিলিতভাবে একই শব্দে হইলে) — ٦ مد متصل

(৭) মদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্ক.ল, (দীর্ঘ করা আবশ্যকীয় এবং মদের হরফের পরে একই শব্দে তাশদীদ হইলে শব্দের উচ্চারণ ভারী হয়।) — ٧ مد لازم كلمى مثقل

(৮) মদ্দে লাযিম কালমী মুখাফ্‌ফাফ, (দীর্ঘ করা আবশ্যকীয় এবং মদের হরফের পরে একই শব্দে জযম হইলে শব্দের উচ্চারণ হাল্কা) — ٨. مد لازم كلمى مخفف

(৯) মদ্দে লাযিম হারফী মুছাক্ক.ল, (দীর্ঘ করা জরুরী হরফে মুকাত্তা'তে তাশদীদ হইলে হরফের উচ্চারণ ভারী হয়।) — ٩ مد لاوم حرفى مثقل

(১০) মদ্দে লাযিম হারফী মুখাফ্‌ফাফ, (হরফে মুকাত্তা'তের মধ্যে তাশদীদ না হইলে হরফের উচ্চারণ হালকা হয়।) — ١٠ مد لازم حر فى مخفف

বি:দ্রঃ ব্রাকেটের লিখাগুলি মদের নামের আভিধানিক অর্থ দেওয়া হইল।

মদ্দে ত.বয়ী ঃ (ـَا ـُوْ ـِيْ)

যবরের বাম পাশে খালি আলিফ
পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও,
জেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া হইলে
উহাকে মদ্দে ত.বয়ী বলে, এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

যেমন ঃ بَا — بُوْ — بِیْ (বাা-বূ-বী)

(ক) মদের হরফ ও মদ্দে ত.বয়ীর মাশ্‌ক ঃ

মদ্দে ত.বয়ীর হেজে করিবার পদ্ধতি ঃ

بَا বাা + আলিফ + যবর = বা-এক আলিফ মদ্দে ত.বয়ী। এইভাবে بُوْ ও بِیْ হেজে করিয়া তিনটি এক সাথে মতন পড়াইবেন। যেমন ঃ بَا — بُوْ — بِیْ (বাা-বূ-বী)

হরফের উপর দিয়া মদ্দে ত.বয়ীর মাশ্‌ক

بَا	بُوْا	بِیْ	يَا	يُوْا	يِيْ	نَا	نُوْا	نِیْ
تَا	تُوْا	تِیْ	ثَا	ثُوْا	ثِيْ	حَا	حُوْا	حِیْ
خَا	خُوْا	خِیْ	جَا	جُوْا	جِیْ	سَا	سُوْا	سِیْ
شَا	شُوْا	شِیْ	صَا	صُوْا	صِیْ	ضَا	ضُوْا	ضِیْ
طَا	طُوْا	طِیْ	ظَا	ظُوْا	ظِیْ	عَا	عُوْا	عِیْ
غَا	غُوْا	غِیْ	فَا	فُوْا	فِیْ	قَا	قُوْا	قِیْ
كَا	كُوْا	كِیْ	لَا	لُوْا	لِیْ	مَا	مُوْا	مِیْ
هَا	هُوْا	هِیْ	دَا	دُوْا	دِیْ	ذَا	ذُوْا	ذِیْ
رَا	رُوْا	رِیْ	زَا	زُوْا	زِیْ	وَا	وُوْا	وِیْ

প্রকাশ থাকে যে, পেশের বাম পাশে (بُوْا) জযমওয়ালা ওয়াাও এর পরে যে খালি আলিফ রহিয়াছে তাহা অতিরিক্ত আলিফ বা আলিফে যায়েদা। তাহা লেখা থাকিলেও পড়া যাইবে না।

আরবী ২৯টি হরফের মধ্যে ২৭টিতে মদের হরফ দিয়া সর্বমোট (২৭ X ৩) = ৮১টি মদ্দে ত.বয়ীর উদাহরণ হয়।

উল্লেখ্য যে, এই ২৭টি হরফে যখন খাড়া যবর, খাড়া জের এবং উল্টা পেশ হয় তখন উহাকেও মদ্দে ত.বয়ী মনে করিয়া এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ

قٰلَ، لَهٗ، بِهٖ

(খ) মদ্দে ত.বয়ী বিশিষ্ট লফ্জের মাশ্‌ক ঃ

(হেজের সময় এক আলিফ মদ্দে ত.বয়ী কথাটি উল্লেখ করিতে হইবে।)

لُوْطٌ	نَابٌ	عَلِيْمٌ	نُوْحٌ	فَاِذَا	نُوْحِيْهَا
بِاَصْحٰبِ	يَذْكُرُوْنَ	دِيْنٌ	هُوْدٌ	قَالَ	فِيْكَ
		قُبُوْرٌ	صُدُوْرٌ	بِهٖ	مَالَهٗ

(গ) যবরের বাম পাশে খালি আলিফের পরিবর্তে ' খাড়া যবরের সূরতে মদ্দে ত.বয়ী :

مَالِكِ-مٰلِكِ	كِتَابٌ-كِتٰبٌ	قَالَ-قٰلَ
عَالِمٌ-عٰلِمٌ	سَمَاوَاتٌ-سَمٰوٰتٌ	كَلِمَاتٌ-كَلِمٰتٌ
اِطْعَامٌ-اِطْعٰمٌ	جَنَّاتٌ-جَنّٰتٌ	عَالَمِيْنَ-عٰلَمِيْنَ

(ঘ) যেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়ার পরিবের্তে খাড়া যেরের সূরতে মদ্দে ত.বয়ী :

قَبْلِهِيْ-قَبْلِهٖ	بَعْدِهِيْ-بَعْدِهٖ	يُحْيِيْ-يُحْيٖ
رُسُلِهِيْ-رُسُلِهٖ	اَحْكَامِهِيْ-اَحْكَامِهٖ	لِحُكْمِهِيْ-لِحُكْمِهٖ

(ঙ) পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াাও এর পরিবর্তে ٗ উল্টা পেশের সূরতে মদ্দে ত.বয়ী :

نَفْسُهُوْ - نَفْسُهٗ	نُوْرُهُوْ - نُوْرُهٗ	مَالَهُوْ - مَالَهٗ
عَدَّدَهُوْ - عَدَّدَهٗ	دَاوُوْدُ - دَاوٗدُ	اَمْرُهُوْ - اَمْرُهٗ
نُخْلِفُهُوْ - نُخْلِفُهٗ	رَبَّهُوْ - رَبَّهٗ	لَهُوْ - لَهٗ

মদ্দে বদল ঃ (اَ ءٖ اُ + ـَا ـُوْ ـِیْ)

হামযার সঙ্গে মদের হরফ হইলে উহাকে মদ্দে বদল বলে, এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ اٰمَنَ (আমানা)।

প্রকাশ থাকে যে, হামযায় খাড়া যবর, খাড়া জের, উল্টা পেশ (ـٰ ـٖ ـٗ) হইলে উহাও মদ্দে বদল হয়।

হেজের নিয়ম ঃ اٰمَنَ হামযাহ + খাড়া যবর = আ এক আলিফ মদ্দে বদল, মী--ম + যবর = মা, আামা, নূ---ন + যবর = না, আামানা, তিনবার মতন পড়িতে হইবে। এইভাবে নিম্নের লফজগুলি হেজে ও মতন পড়াইবেন।

اٰمِيْنَ	الٓفِ	اُوْتِىَ	اِيْمَانًا	اُوْمِنَ	اٰمَنَ

লীনের হরফ শিক্ষা (লীন অর্থ নরম) ঃ

হরফে লীন বা লীনের হরফ দুইটি ঃ

যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াাও (ـَوْ)

যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া (ـَيْ)

লীনের হরফ তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়।

(অপর পৃষ্ঠায় উদাহরণগুলি দেখাইয়া লীনের হরফের মাশ্ক করাইবেন।)

হরফে লীন বা লীনের হরফের মাশ্ক ঃ

[ـَوْ ـَيْ] হেজের নিয়ম ঃ বা + ওয়াাও, যবর বাও হরফে লীন, বা + ইয়াা + যবর = বাই হরফে লীন = বাও, বাই।

লীনের হরফ তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়। যেমন ঃ বাও, বাই, তাও, তাই।

হরফে লীনের উদাহরণ ঃ

بَوْ۔ بَیْ	تَوْ۔ تَیْ	ثَوْ۔ ثَیْ	جَوْ۔ جَیْ
حَوْ۔ حَیْ	خَوْ۔ خَیْ	دَوْ۔ دَیْ	ذَوْ۔ ذَیْ
رَوْ۔ رَیْ	زَوْ۔ زَیْ	سَوْ۔ سَیْ	شَوْ۔ شَیْ
صَوْ۔ صَیْ	ضَوْ۔ ضَیْ	طَوْ۔ طَیْ	ظَوْ۔ ظَیْ
عَوْ۔ عَیْ	غَوْ۔ غَیْ	فَوْ۔ فَیْ	قَوْ۔ قَیْ
كَوْ۔ كَیْ	لَوْ۔ لَیْ	مَوْ۔ مَیْ	وَوْ۔ وَیْ
هَوْ۔ هَیْ	ءَوْ۔ ئَیْ	يَوْ۔ يَیْ	❖ ❖

মদ্দে লীন ঃ (ـَ وْ ـَ يْ ـَ ◌ٓ)

লীনের হরফের বাম পাশে ওয়াকফের হালতে সাকিন হইলে উহাকে মদ্দে লীন বলে। এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

যেমন ঃ خَوْفٌ ○ بَيْتٌ ○

হেজের নিয়ম ঃ خَوْفٌ ○ খ- + ওয়া-ও + যবর = খাও হরফে লীন, ফা + দুই পেশ = ফুন = খাওফুন, (উস্তায বলিবেন ঃ) ওয়াক্‌ফ করিলে (শিক্ষার্থীরা বলিবে) মদ্দে লীন। (আবার ওস্তাদ বলিবেন) মদ্দে লীন (শিক্ষার্থীরা বলিবে) লীনের হরফের বাম পাশে ওয়াক্‌ফের হালতে সাকিন হইলে উহাকে মদ্দে লীন বলে, এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় = "খ-ওফ"।

❋ মদ্দে লীনের মেছালের/উদাহরণে মাশ্‌ক ঃ

خَوْفٌ ○	صَيْفٌ ○	نَوْمٌ ○	بَيْتٌ ○	قُرَيْشٌ ○	لَيْلٌ ○

বিদ্রঃ মদ্দে লীন দুই আলিফ ও তিন আলিফ টানিয়া পড়া জায়েয।

ওয়াক্‌ফ কাহাকে বলে?

নি:শ্বাস ও আওয়াজকে শেষ করিয়া পড়িবার নাম ওয়াক্‌ফ।

ওয়াকফের শর্ত তিনটি : (১) শব্দের শেষ হরফে হইতে হইবে।
(২) নি:শ্বাস ও আওয়াজকে শেষ করিতে হইবে।
(৩) শেষ হরফকে সাকিন করিতে হইবে।

মদ্দে আরজী : (ـَ ا ـُ وْ ـِ يْ ـِ ـٌ)

মদের হরফের বাম পাশে ওয়াক্‌ফের হালতে সাকিন হইলে উহাকে মদ্দে আরজী বরে, তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যথা : حِسَابٌ ○ يَعْلَمُوْنَ ○

হেজ্জের নিয়ম : رَحِيْمٌ○ র- + যবর = রা, হ.াা + ইয়া + যের = হী এক আলিফ মদ্দে ত.বয়ী = রহী, মী---ম + দুই + পেশ = মুন = রহী-মুন।

(এরপর উস্তায বলিবেন) ওয়াক্‌ফ করিলে (শিক্ষার্থীরা বলিবে) মদ্দে আরজী, (উস্তায বলিবেন) মদ্দে আরজী, (শিক্ষার্থীরা বলিবে) মদের হরফের বাম পাশে ওয়াক্‌ফের হালতে সাকিন হইলে উহাকে মদ্দে আরজী বলে, তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। রহী--ম।

মদ্দে আরজীর মেছালের মাশ্‌ক

نَسْتَعِيْنُ○	دِيْنُ○	عَالَمِيْنَ○	رَحِيْمُ○
رَحْمٰنُ○	حِسَابُ○	مُفْلِحُوْنَ○	تَعْلَمُوْنَ○
قَدِيْرُ○	تَقْوِيْمُ○	حَكِيْمُ○	تُكَذِّبَانِ○
شَهِيْدُ○	اٰمِنِيْنَ○	يُرِيْدُ○	يَفْقَهُوْنَ○

মদ্দে মুন্‌ফাসি.ল ঃ (ـَآ اَ + ـُوْٓ ـِىْٓ + اٰ ـٰٓ)

মদের হরফের বাম পাশে আলিফের ছুরতে হামযাহ হইলে উপরের চিহ্নটি চিকন (~) উহাকে মদ্দে মুন্‌ফাসি.ল বলে, তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় ।

(হামযাহ ভিন্ন শব্দের প্রথমে হইবে ।) যথা ঃ وَمَآ اُنْزِلَ – وَمَآ اُوْتِىَ

হেজ্জের নিয়ম ঃ لَآ اَعْبُدُ লাম + আলিফ + যবর = লাা-- তিন আলিফ মদ্দে মুন্‌ফাসি.ল, হামযাহ + আইন + যবর = 'আ, বাা + পেশ = বু = লাা-- আ'বু, দাা---ল + পেশ = দু = লাা-- আ'বুদু । তিন বার মতন বলিতে হইবে ।

❋ **মদ্দে মুনফাসিলের উদাহরণের মাশ্‌ক ঃ**

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	لَآ اَعْبُدُ	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ	
قَالُوْٓا اِنَّا	يَدَآ اَبِىْ	مَآ اَغْنٰى	وَعَلٰٓى اٰلِ
اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ	فِىْٓ اَحْسَنِ	عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ	
وَمَآ اُوْتِىَ	وَمَآ اَرْسَلْنَا	وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ	

মদ্দে মুত্তাসি.ল ঃ (ـَآءَ + ـُوْٓ ـِىْٓ + ءَ)

মদের হরফের বামপাশে হামযাহ হইলে উপরের চিহ্নটি মোটা (⁓) উহাকে মদ্দে মুত্তাসি.ল বলে, চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় । (হামযাহ একই শব্দে হইবে ।)

যেমন ঃ شَآءَ ، سُوْٓءَ

হেজ্জের নিয়ম ঃ شَآءَ শীন---ন + আলিফ + যবর = শাা--- চার আলিফ মদ্দে মুত্তাসি.ল, হামযাহ + যবর = আ', শাা---আ' । তিন বার মতন বলিতে হইবে ।

* মদ্দে মুত্তাসি.লের উদাহরণের মাশ্‌ক :

سَوَآءٌ	جِيْٓئَ	شَآءَ	جَآءَ
شُهَدَآءُ	قَآئِمًا	نِسَآءُ	بَلَآءُ
غُثَآءً	جَزَآءُ	اِسْرَآئِيْلَ	اُولٰٓئِكَ
سَآئِلَ	مَاشَآءَ	يُرَآءُوْنَ	سُوْٓءُ

كلمه কালিমা কাহাকে বলে?

অর্থবোধক কয়েকটি হরফকে একত্রিত করিয়া পড়িবার নাম কালিমা। যেমন :

(ض + ا + ل + ل + ا) = ضَآلًّا

মদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্ক.ল : (ـآ ـوْ ـيْ + ـّ)

কালিমার মধ্যে মদের হরফের বাম পাশে তাশদীদ হইলে,

উপরের চিহ্নটি মোটা,

উহাকে মদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্‌ক.ল বলে।

চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : ضَآلًّا ، دَآبَّةٍ

হেজের নিয়ম ضَآلًّا দ.----দ + আলিফ + লাা---ম + যবর = দা----ল, চার আলিফ মদ্দে লাযিম কালমী মুছাকক.ল = লাা---ম + দুই যবর = লান = দ.---ল্লান। তিন বার মতন বলিতে হইবে।

(ক) মদ্দে লাযিম কালমী মুছাককাল এর উদাহরণের মাশ্‌ক :

جَآنَّ	حَآجَّكَ	دَآبَّةٍ	ضَآلًّا
طَآمَّةُ	وَلَا الضَّآلِّيْنَ	لَضَآلُّوْنَ	صَآخَّةُ
اَتُحَآجُّوْنِّىْ	تَاْمُرُوْٓنِّىْ	كَآفَّةً	وَلَا تَحَآضُّوْنَ

মদ্দে লাজিম কালমী মুখাফ্‌ফাফ : (ـآ ـوٓ ـىٓ + و ـٓ)

কালিমার মধ্যে মদের হরফের বাম পাশে জযম হইলে, উপরের চিহ্নটি মোটা উহাকে মদ্দে লাযিম কালমী মুখাফ্‌ফাক বলে ।

চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় ।

যেমন : (آلْئٰنَ) (আা---লআানা)

হেজের নিয়ম : آلْئٰنَ হামযাহ লাা---ম + খাড়া যবর = আা---ল চার আলিফ মদ্দে লাযিম কালমী মুখাফ্‌ফাফ, হামযাহ + খাড়া যবর = আা এক আলিফ মদ্দে বদল = আা-লআা নূ---ন্‌ + যবর = না = আা---ল, আানা । তিন বার মতন বলিতে হইবে ।

মদ্দে লাযিম কালমী মুখাফ্‌ফাফ এর উদাহরণের মাশ্‌ক :

মদ্দে লাযিম হারফী মুছাকক.ল :

হরফের উপর মোটা চিহ্ন, সামনে তাশদীদ হইলে,

উহাকে মদ্দে লাযিম হারফী মুছাকক.ল বলে।

চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

যেমন : الٓمّٓ

মদ্দে লাজিম হারফী মুখাফ্ফাফ :

হরফের উপর মোটা চিহ্ন সামনে তাশদীদ নাই,

উহাকে মদ্দে লাযিম হারফী মুখাফ্ফাক বলে,

চার আলিফ চানিয়া পড়িতে হয়। যেমন (الٓمّٓ)

প্রকাশ থাকে যে, الٓمّٓ এর মধ্যে লা---ম হারফী মুছাকক.ল। কারণ, লাাম এর উপর মোটা চিহ্ন সামনে তাশদীদ হইয়াছে। আর মী---ম হারফী মুখাফ্ফাফ।

হারফী মুছাকক.ল ও হারফী মুখাফফাফ-এর কিছু বিষয় :

মদ্দে লাযিম হারফী মুছাকক.ল ও মুখাফফাফ এ- الم এর বানান প্রক্রিয়ার মধ্যে মুছাকক.ল ও মুখাফফাফ হইবে।

যেমন : مِّيْمْ - لَاْمْ - اَلِفْ = الٓمّٓ

এখানে লাা-মের সামনে তাশদীদ হওয়ায় লাা-ম মুছাকক.ল এবং মী-মের সামনে তাশদীদ না হইয়া জযম হওয়ায় মী-ম মুখাফফাফ।

(ক) মদ্দে লাযিম হারফী মুছাকক.ল ও মদ্দে লাযিম হারফী মুখাফ্ফাফ-এর উদাহরণের অনুশীলন ঃ

الٓمّٓرٰ اَلِفْ لَامْ مِّيْمْ رَا	الٓرٰ اَلِفْ لَامْ رَا	الٓمّٓصٓ اَلِفْ لَامْ مِّيْمْ صَادْ	الٓمّٓ اَلِفْ لَامْ مِّيْمْ
طٰسٓمّٓ طَا سِيْنْ مِّيْمْ	طٰهٰ طَا هَا	كٓهٰيٰعٓصٓ كَافْ هَا يَا عَيْنْ صَادْ	
حٰمٓ حَا مِيْمْ	صٓ صَادْ	يٰسٓ يَا سِيْنْ	طٰسٓ طَا سِيْنْ
نٓ نُوْنْ	قٓ قَافْ	حٰمٓ عٓسٓقٓ حَا مِيْمْ عَيْنْ سِيْنْ قَافْ	

বি.দ্র. হুরূফে মুকতত.য়াতের নামের বানানের শেষে যেই সাকিন হয় উহাকে ভুলে কেহ কেহ আরজী সাকিন মনে করে। প্রকৃতপক্ষে উহা আসলী সাকিন। আঈন ও গ.ঈনে হরফে লীন হইলেও অন্য হরফের মতোই এখানে চার আলিফ মদ হইবে।

রসমে খত

দুই জবরের সাথে আলিফ পড়া যায়না আলিফ রসমে খত, দুই জবরের সাথে ইয়া পড়া যায়না ইয়া রসমে খত। রসমে খত ওয়াকফের হালতে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ

سُدًى ○	هُدًى ○	تَوَّابًا ○	اَفْوَاجًا ○

❋ **দ.মীরে আনা (সর্বনাম) (اَنَا) পড়িবার কায়দা ঃ**

০০ আনা টানা মানা। কিন্তু চার জায়গায় টানিতে হইবে।

যথা ঃ (১) أَنَابَ সূরা লোকমানের ১৫ নং আয়াত।

(২) أَنَابُوْا সূরা যুমারের ১৭ নং আয়াত।

(৩) اَنَامِلَ সূরা আলে ইমরানের ১১৯ নং আয়াত।

(৪) أَنَاسِيَّ সূরা ফুরকানের ৪৯ নং আয়াত।

বি:দ্র: এই শব্দগুলি একাধিক স্থানে আসিতে পারে এবং উপরোক্ত শব্দগুলি দ.মীরে আনা নয়।

নূনে সাকিন ও তানভীন শিক্ষা

কুরআন শরীফে তিন প্রকারের গুন্নাহ আছে। (ক) ওয়াজিব গুন্নাহ (খ) নূনে সাকিন ও তানভীনের গুন্নাহ (গ) মী-মে সাকিনের গুন্নাহ।

(نْ ـً ـٍ ـٌ) জযমওয়ালা নূনকে নূনে সাকিন বলে।

দুই যবর, দুই জের, দুই পেশকে তানভীন বলে।

নূনে সাকিন তানভীন (উচ্চারণে) একই রকম।

(نْ ـً ـٍ ـٌ) নূনে সাকিন ও তানভীন এর মাশ্‌ক ঃ

হেজের নিয়ম ঃ

(بًا) বাা + দুই যবর = বান, (بَنْ) বাা + নূন যবর = বান, = বান, বান।

جًا جَنْ	ثًا ثَنْ	تًا تَنْ	بًا بَنْ
ضًا ضَنْ	صًا صَنْ	خًا خَنْ	حًا حَنْ
تٍ تِنْ	بٍ بِنْ	ظًا ظَنْ	طًا طَنْ
خٍ خِنْ	حٍ حِنْ	جٍ جِنْ	ثٍ ثِنْ
ظٍ ظِنْ	طٍ طِنْ	ضٍ ضِنْ	صٍ صِنْ
جٌ جُنْ	ثٌ ثُنْ	تٌ تُنْ	بٌ بُنْ
ضٌ ضُنْ	صٌ صُنْ	خٌ خُنْ	حٌ حُنْ
	ظٌ ظنْ	طٌ طُنْ	

নূনে সাকিন তান্ভীন চার প্রকার :

(১) ইক্.লাা---ব إِقْلَابْ (৩) ইজ্.হাা---র إِظْهَارْ

(২) ইদ্গ.াা---ম إِدْغَامْ (৪) ইখ্ফাা--- إِخْفَاءْ

* ইক্.লাবের হরফ একটি : ب

* ইদ্গ.াামের হরফ ছয়টি : يَرْمَلُوْنَ

* ইদ্গ.াাম দুই প্রকার (এক) ইদ্গ.াাম বাগুন্নাহ (দুই) ইদ্গ.াাম বেলাগুন্নাহ

* ইদ্গ.াাম বাগুন্নাহর হরফ চরটি : ي م و ن

* ইদগ.াাম বেলাগুন্নাহর হরফ দুইটি : ل ر

* ইজহারের হরফ ছয়টি : ء ه ع ح غ خ

* ইখফার হরফ পনেরটি :

ت ث ج د ذ ز/س ش ص ض ط ظ/ف ق ك

ইক.লাা---ব (অর্থ বদল বা পরিবর্তন)

ইক.লাাবের কায়দা :

নূনে সাকিন ও তানভীনের পরে ইক.লাাবের হরফ ب আসিলে তখন নূনে সাকিন ও তান্ভীনকে মী-ম দ্বারা বদল করিয়া গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয়। যেমন :

مِنْ بَعْدِ - سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ○

হেজের নিয়ম : مِنْ بَعْدِ মী-ম + নূ-ন + যের = মী-ম ইক.লাা-ব, বাা + 'আঈন + যবর = 'বা, দাা---ল + যের + দি = বা'দি = মিম বা'দি।

তিন বার মতন বলিতে হইবে।

কায়দার ইজরা :

مِنْ بَعْدِ নূনে সাকিনের পরে ইক.লাাবের হরফ ب আসিয়াছে, অতএব নূনে সাকিনকে ইক.লাাব করিয়া গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয়। মীম-বা'দী।

ইক্‌লাবের উদাহরণের মাশ্‌ক :

جُنُبٌ	سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ	مِنْۢ بَاْسٍ	مِنْۢ بَعْدِ

ইদগ.াা---ম (অর্থ মিলান বা সংযুক্ত করা)

ইদগ.াা-ম দুই প্রকার : (১) ইদ্‌গ.াা-ম বাগুন্নাহ (২) ইদ্‌গ.াা-ম বেলাগুন্নাহ।

ইদগ.াা-ম বাগুন্নাহর হরফ চারটি : ي م و ن

ইদ্‌গ.াা- বাগুন্নাহর কায়দা :

নূনে সাকিন ও তান্‌ভীনের পরে ইদ্‌গ.াা-ম বাগুন্নাহর চার হরফের কোনো একটি হরফ আসিলে তখন নূনে সাকিন ও তানভীনকে ঐ হরফ দ্বারা বদল (পরিবর্তন) করিয়া (প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির মাঝে সংযুক্ত করিয়া) গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয়।

যথা : مَنْ يَّفْعَلْ – قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ

হেজের নিয়ম : مَنْ يَّفْعَلْ মী--ম + নূ---ন + ইয়াা + যবর = মাঁই ইদগ.াাম বাগুন্নাহ, ইয়া + ফাা + যবর = ইয়াফ = মাঁই-ইয়াফ, 'আই--ন + লাা---ম + যবর = 'আল = মাঁইইয়াফ'আল। তিনবার মতন পড়িতে হইবে।

ইদগ.াা-ম বাগুন্নাহর কায়দার ইজরা :

مَنْ يَّفْعَلْ নূনে সাকিনের পরে ইদগ.াা-ম বাগুন্নাহর চার হরফের এক হরফ ইয়াা আসিয়াছে, অতএব নূনে সাকিনকে ইদগ.াা-ম করিয়া গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয়।

যথা : মাঁই-ইয়াফ্ আল।

ইদগ.াাম বাগুন্নাহর উদাহরণের মাশ্‌ক :

قَوْمٌ يَّعْلَمُوْنَ	مِنْ مَّسَدٍ	قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ	مَنْ يَّفْعَلْ
لَهَبٍ وَّامْرَاَتُهٗ	مِنْ نَّفْعِهٖ	سُلْطَانًا نَّصِيْرًا	مِنْ وَّالٍ

বি.দ্র.: নূনে সাকিনের পরে ইদগ.াাম বাগুন্নাহর হরফ একই শব্দের মধ্যে একত্রিত হইলে ইদগ.াাম করা যায় না। পবিত্র কালামে পাকে এই রকম চারটি শব্দ আছে। সেইগুলি হইতেছে :

دُنْيَانٌ	بُنْيَانٌ	قِنْوَانٌ	صِنْوَانٌ

ইদগ.াাম বেলাগুন্নাহর কায়দা :

নূনে সাকিন ও তানভীনের পরে ইদগ.াাম বেলাগুন্নাহর দুই হরফের কোনো একটি হরফ আসিলে তখন নূনে সাকিন ও তানভীনকে ঐ হরফ দ্বারা বদল করিয়া (প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির মধ্যে সংযুক্ত করিয়া) গুন্নাহ ব্যতীত পরিস্কার করিয়া পড়িতে হয় । যেমন

مِنْ لَّدُنْ، عَزِيْزٌ رَّحِيْمٌ

হেজের নিয়ম : مِنْ لَّدُنْ، মী---ম + নূ---ন + লাা---ম + জের = মিল ইদগ.াাম বেলাগুন্নাহ, লাা---ম + যবর লা = মিল্লা, দাা--ল + নূ---ন + পেশ = দুন = মিল্লাদুন । তিনবার মতন পড়িতে হইবে ।

ইদগ.াাম বেলাগুন্নাহর কায়দার ইজরা :

مِنْ لَّدُنْ নূনে সাকিনের পরে ইদগ.াাম বেলাগুন্নাহর দুই হরফের এক হরফ লাা---ম আসিয়াছে, অতএব নূনে সাকিনকে গুন্নাহ ব্যতীত ইদগ.াাম করিয়া পড়িতে হয় । যেমন : মিল্লাদুন ।

(খ) ইদগ.াাম বেলাগুন্নাহর উদাহরণের মাশ্‌ক :

مِنْ لَّدُنْ	رِزْقًا لَّكُمْ	عَزِيْزٌ رَّحِيْمٌ	مِنْ رَّحْمَةٍ

*** ইজ.হাা---র (অর্থ গুন্নাহ ব্যতীত পরিষ্কার বা স্পষ্ট)**

ইজ.হারের কায়দা নূনে সাকিন ও তানভীনের পরে ইজ.হাারের ৬ হরফের কোনো একটি হরফ আসিলে তখন নূনে সাকিন ও তানভীনকে গুন্নাহ ব্যতীত পরিষ্কার করিয়া পড়িতে হয় । যেমন :

مِنْ اَجَلٍ، عَذَابٌ اَلِيْمٌ

হেজের নিয়ম : مِنْ اَجَلٍ মী--ম + নূ---ন + যের = মিন ইজ.হার, হামযাহ + যবর = আ, জীম + জবর = জা = আজা, লাা---ম + দুই যের + লিন = আজালিন, মিন আজালিন। তিনবার মতন পড়িতে হইবে।

ইজ.হারের কায়দার ইজরা :

مِنْ اَجَلٍ নূনে সাকিনের পরে ইজহারের ৬ হরফের এক হরফ হামযাহ আসিয়াছে অতএব নূনে সাকিনকে গুন্নাহ ব্যতীত পরিষ্কার করিয়া পড়িতে হয়। যেমন : মিন আজালিন।

لِمَنْ هُوَ	عَذَابٌ اَلِيْمٌ	مِنْ اَجَلٍ
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ	مِنْ حَقٍّ	كُلًّا هَدَيْنَا
مِنْ خَيْرٍ	يَنْعِقُ	عَذَابٌ عَظِيْمٌ
اِلٰهٌ غَيْرُهٗ	يُنْغِضُوْنَ	عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

*** ইখফা--- (অর্থ গোপন করা)**

(৪) ইখফার হরফ (১৫) পনেরটি :

ت ث ج د ذ ز/س ش ص ض ط ظ/ف ق ك

ইখফা-র কায়দা :

নূনে সাকিন ও তানভীনের পরে ইখফা-র ১৫ হরফের কোনো একটি হরফ আসিলে তখন নূনে সাকিন ও তানভীনকে নাকের বাঁশীতে গোপন করিয়া গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয়। যেমন كَنْزٌ مِنْ ثَمَرَةٍ - قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ

হেজের নিয়ম : كَنْزٌ কা---ফ + নূ-ন + যবর = কাং - ইখফা--, যা + দুই পেশ = যুন = কাং-যুন। তিন বার মতন পড়িতে হইবে।

❋ ইখফা-র কায়দার ইজরা ঃ

كَنْزٌ নূনে সাকিনের পরে ইখফা-র ১৫ হরফের এক হরফ (ز) যা আসিয়াছে, অতএব নূনে সাকিনকে নাকের বাঁশিতে গোপন করিয়া গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয়। যেমন ঃ কাং-যুন।

বি.দ্র. ইখফা গুন্নাহর উচ্চারণ ইদগ.াম বাগুন্নাহ ও ইজহারের মাঝামাঝি। যোগ্য কারীগণ হইতে শুনিয়া শিখিতে হইবে। তবে হাকিমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) জামালুল কুরআনে যাহা বুঝাইয়াছেন তাহা অনেকটা বাংলা ং (অনুস্বর)-এর মতো।

❋ ইখফা-র মেছালের মাশ্‌ক ঃ

قَوْلًا ثَقِيلًا ○	مِنْ ثَمَرَةٍ	قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ○
مِنْ دُبُرٍ	صَعِيْدًا جُرُزًا ○	مَنْ جَآءَ
ظِلٍّ ذِيْ	مُنْذِرُوْنَ ○	كَاْسًا دِهَاقًا ○
كَنْزٌ	يَنْسِلُوْنَ ○	نَفْسًا زَكِيَّةً
مِنْ صِيَامٍ ○	شَيْءٌ شَهِيْدٌ ○	قَوْلًا سَدِيْدًا ○
لِمَنْ ضَلَّ	قَوْمًا صَالِحِيْنَ ○	مَنْ شَكَرَ
صَعِيْدًا طَيِّبًا ○	يَنْطِقُ	عَذَابًا ضِعْفًا ○
مِنْكُمْ	يُنْفِقُوْنَ ○	يَنْظُرُوْنَ ○
مِنْ قَبْلُ	رِزْقًا قَالُوْا	قَوْمٌ فَاسِقُوْنَ ○

মীমে সাকিন শিক্ষা

* مْ জযম ওয়ালা মী-মকে মী-মে সাকিন বলে।

মী-মে সাকিন ৩ প্রকার :

(১) ইদগ.া----ম إِدْغَامْ

(২) ইখফা--- إِخْفَاءْ

(৩) ইজ.হা---র إِظْهَارْ

* ইদগ.ামের হরফ একটি : م

* ইখফা--র হরফ একটি : ب

* ইজ.হারের হরফ ছাব্বিশটি, م এবং ب ব্যতীত বাকি সবগুলি।

ইদগ.া---ম (বাগুন্নাহ্)

ইদ.গামের কায়দা : মী-মে সাকিনের পরে ইদগ.ামের হরফ মী-ম আসিলে তখন প্রথম মীমটিকে দ্বিতীয় মীমটির সংগে সংযুক্ত করিয়া গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয়।

যথা وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ – اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ

* **হেজের নিয়ম :** وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ওয়া---ও + যবর = ওয়া, হা + মী---ম + মী---ম + পেশ = হুম, ইদগ.া---ম বাগুন্নাহ, মী---ম + হা + পেশ = মুহ্, তা + যবর = তা = মুহ্তা, দা---ল + ওয়া---ও + পেশ = দু- এক আলিফ মদ্দে ত.বয়ী = মুহতাদূ, নূ---ন + যবর = না = মুহ্তাদূনা, ওয়াহুম মুহ্তাদূনা। তিনবার মতন পড়িতে হইবে।

কায়দার ইজরা : وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ মীমে সাকিনের পরে ইদগ.ামের হরফ মীম আসিয়াছে, অতএব মীমে সাকিনকে ইদগ.াম করিয়া গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয়। যেমন ওয়াহুম-মুহতাদূনা।

* ইদগ.ামের উদাহরণের অনুশীলন :

وَاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ	وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ	اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ

ইখফাা---

ইখফার কায়দা মীমে সাকিনের পরে ইখফাার হরফ ب আসিলে তখন মী-মে সাকিনকে নাকের বাঁশিতে গোপন করিয়া গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয়। যেমন :

وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

হেজের নিয়ম : يَعْتَصِمْ بِااللهِ ইয়াা + আঈন + যবর = ই'য়া, তাা + যবর = তা = ই'য়াতা, স.----দ + মী-ম + যের = সি.ম- ইখফা = ই'য়াতাাসিম-বাা + লাা---ম + যের = বিল্, লাা---ম + খাড়া + যবর = লাা- এক আলিফ মদ্দে ত.বয়ী, হাা-যের = হি = বিল্লাহি = ইয়া'তাসিম-বিল্লাহি। তিন বার মতন পড়িতে হইবে।

কায়দার ইজরা : يَعْتَصِمْ بِااللهِ মী-মে সাকিনের পরে ইখফাার হরফ ب আসিয়াছে, অতএব মী-মে সাকিনকে নাকের বাঁশিতে গোপন করিয়া গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয়। যেমন : ইৎয়াতাসিম-বিল্লাহি।।

ইখফাার উদাহরণের অনুশীলন :

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ	يَعْتَصِمْ بِاللهِ	وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

ইজহাা---র

(৩) ইজহাা---রের হরফ ছাব্বিশটি : (م এবং ب ব্যতীত বাকি সবগুলি)। যথা :

ت ث ج ح خ د ذ ر ز س

ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك

ل ن و ه ء ي

*** ইজহারের কায়দা :**

মীমে সাকিনের পরে ইজহারের ২৬ হরফের কোনো একটি হরফ আসিলে তখন মীমে সাকিনকে গুন্নাহ ব্যতীত পরিস্কার করিয়া পড়িতে হয়। বিশেষ করিয়া و এবং ف আসিলে তখন মী-মে সাকিনকে খাস করিয়া গুন্নাহ ব্যতীত পরিষ্কার করিয়া পড়িতে হয়। যথা :

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

*** হেজের নিয়ম :** عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ আঈ--ন + যবর = আ' লাা--ম + ইয়াা + যবর = লাই হরফেলীন = 'আলাই, হাা + মী--ম + যের = হিম্ ইজ্হার, ওয়াা---ও + যবর = ওয়া, লা---ম + দ.----দ + যবর = লাদ = ওয়ালাদ্, দ.----দ + আলিফ + লাা---ম + যবর = দ.----ল চার আলিফ মদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্কল = ওয়ালাদদ.----ল, লাা---ম + ইয়া + যের = লী এক আলিফ মদ্দে ত.বয়ী, নূ---ন + যবর + না = লীনা, ওয়ালাদাদ.----ললীনা = আলাইহিম ওলাদদ.----ললীনা। তিন বার মতন পড়িতে হইবে। عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

*** ইজহারের কায়দার ইজরা :**

মীমে সাকিনের পরে ইজহারের ২৬ হরফের এক হরফ (বিশেষ করিয়া) ওয়াা---ও আসিয়াছে। অতএব মী-মে সাকিনকে খাস করিয়া গুন্নাহ ব্যতীত পরিষ্কার করিয়া পড়িতে হয়। আলাইহিম ওয়ালাদ্দ.---ল্লীনা।

ইজহারে (শাফভীর) মেছালের মাশ্ক :

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ
اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُوْنَ | فَلَمَّآ اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ
اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ

লফজ (الله) আল্লাহ্‌র লাা-ম পড়িবার নিয়ম

(ـَــُ الله) লফজ আল্লাহ্‌র ডান দিকে

যবর অথবা পেশ হইলে,

লফজ আল্লাহ্‌র লাা-মকে

মোটা করিয়া পড়িতে হয়।

যেমন : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

(ـِـ الله) লফজ আল্লাহ্‌র ডান দিকে

যের হইলে,

লফজ আল্লাহ্‌র লাা-মকে

চিকন করিয়া পড়িতে হয়।

যেমন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

লফজ আল্লাহ্‌র লাা-মকে মোটা পড়িবার মেছালের মাশ্‌ক :

اَللّٰهُ الصَّمَدُ	اَللّٰهُ اَكْبَرُ	اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ	سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ

লফজ আল্লাহ্‌র লাা-মকে চিকন পড়িবার মেছালের মাশ্‌ক :

بِسْمِ اللّٰهِ	اَعُوْذُ بِاللّٰهِ	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
	فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ	قُلِ اللّٰهُمَّ

বি.দ্র. লফজ আল্লাহ্‌র লাা-ম ব্যতীত বাকি সকল লাা-ম বারিক (চিকন) পড়িতে হইবে।

(ر) র- হরফ মোটা ও চিকন করিয়া পড়িবার নিয়ম

(ر) র-কে কখন মোটা করিয়া পড়িতে হয় ঃ

رَ র-র উপর যবর,

رُ র-র উপর পেশ

ـَـرْ র-সাকিন ডান দিকে যবর,

ـُـرْ র- সাকিন ডান দিকে পেশ হইলে,

ঐ র-কে মোটা করিয়া পড়িতে হয়।

যথা ঃ رُسُلٌ — رَسُوْلٌ

(ر) র-কে মোটা করিয়া পড়িবার মেছাল মাশ্‌ক ঃ

مِرْصَادٌ	صَبْرٌ	اِنِ ارْتَبْتُمْ	يَرْجِعُوْنَ	رَسُوْلٌ	رُسُلٌ

(ر) র-কে কখন চিকন করিয়া পড়িতে হয়?

رِ র-র নিচে জের,

ـِـرْ র- সাকিন ডান দিকে যের হইলে,

ঐ র-কে চিকন করিয়া পড়িতে হয়।

যেমন ঃ رِجَالٌ — فِرْعَوْنَ

(ر) র- কে চিকন বা পাতলা করিয়া পড়িবার মেছাল মাশ্‌ক ঃ

خَبِيْرٌ ○	خَيْرٌ ○	فِرْعَوْنَ	رِزْقًا

* اِنِ ارْتَبْتُمْ এই লফজের ডান দিকে যের হওয়া সত্ত্বেও এই লফজের মধ্যে কাসরায়ে আরজী হওয়াতে র- হরফকে মোটা করিয়া পড়িতে হয়। (কাসরায়ে আরজী অর্থ আসল যের নয়, অন্য কারণে যের হইয়াছে।)

* র- সাকিন ডান দিকে যের তার পরের হরফ, হরফে মুস্তালিয়া হইলে তখন ঐ র-কে মোটা করিয়া পড়িতে হয়।

* হরফে মুস্তালিয়া সাতটি : خ ص ض غ ط ق ظ

এক সাথে মনে রাখিবার জন্য। [خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ]

যেমন : قِرْطَاسٌ — مِرْصَادٌ — فِرْقَةٌ

* র- সাকিন তার ডাইনে ইয়া সাকিন হইলে তখনও র-কে চিকন করিয়া পড়িতে হয়। যেমন خَيْرٌ তাশদীদ ওয়ালা র- পড়িবার নিয়ম হইতেছে তাশদীদের মধ্যে যেই হরকত হয় সেই অনুসারে র- মোটা চিকন পড়িতে হয়। তাশদীদের মধ্যে যবর ও পেশ হইলে র- কে মোটা, যের হইলে চিকন পড়িতে হয়। যেমন

اَلرَّحْمٰنُ—مِنْ شَرِّ

(যেই খাড়া যবরের পরে ওয়াা-ও, ইয়াা হয় উহাকে আলিফে মাকসূ.রা বলে) আলিফ মাকসূ.রার মেছাল : (আলিফ মাকসূরা অর্থ ছোট আলিফ)

حَيٰوةٌ	عَصٰى	زَكٰوةٌ	مُرْتَضٰى	مُصْطَفٰى	عِيْسٰى	مُوْسٰى
اَعْلٰى	اَغْنٰى	فَتَرْضٰى	شَتّٰى	اٰوٰى	تِسْعٰى	رِبٰوا

*** আলিফ মাকসূ.রাহ পড়িবার ৪টি নিয়ম :**

(১) আলিফ মাকসূ.রায় ওয়াক্‌ফ করিলে ১ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। مُوْسٰى

(২) আলিফ মাকসূ.রাহ মিলাইয়া পড়িবার সময় সামনে আলিফের সূরতে হামযাহ হইলে ৩ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। لَيَطْغٰىٓ ۝ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝

(৩) মিলাইয়া পড়িবার সময় আলিফের সূরতে হামযাহ ব্যতীত অন্য যাহাই আসুক এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হইবে। يَنْهٰى ۝ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۝

(৪) আলিফ মাকসূ.রাহ মিলাইয়া পড়িবার সময় সামনে তাশদীদ বা জযম আসিলে তখন শুধু হরকত ধরিয়া মিলাইতে হইবে, মদ করা যাইবে না। যেমন :

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝ الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝

* **হরফে শামছী (১৪) চৌদ্দটি ঃ** ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

হরফে শামছীর বৈশিষ্ট্য ঃ হরফে শামছীর পূর্বে, আলিফ-লাম হইলে এবং তাহার পূর্বের হরফ হইতে হরকত দিয়া পড়া আরম্ব হইলে তখন আলিফ-লাম পড়া যাইবে না, আলিফ লাম অতিরিক্ত হিসাবে লেখা থাকিবে। যথাঃ يَوْمِ الدِّيْنِ

بِالتَّاءِ	بِالثَّاءِ	بِالدَّالِ	بِالذَّالِ	بِالرَّاءِ
بِالسِّيْنِ	بِالشِّيْنِ	بِالصَّادِ	بِالضَّادِ	بِالطَّاءِ
بِالظَّاءِ	بِاللَّامِ	بِالتَّقْوٰى	مِنَ الثَّمَرٰتِ	
يَوْمِ الدِّيْنِ	خَلَقَ الذَّكَرَ	هُوَ الرَّحْمٰنُ		
وَالزَّكٰوةُ	وَالشَّمْسُ	بِالصَّبْرِ	وَالضُّحٰى	
وَالطَّارِقِ	مِنَ الظُّلُمٰتِ	مَلِكِ النَّاسِ		

হরফে শামছীর পূর্বে যখন শুধু আলিফ-লাম হইতে পড়া আরম্ভ হইবে তখন আলিফের মধ্যে হরকত দিয়া আলিফকে হামযাহ করিয়া পড়া যাইবে। মাঝখানে লাা-ম লেখা থাকিবে, লাা-ম পড়া যাইবে না। হরফে শামছীর এইটাই হইল বৈশিষ্ট্য। নিম্নের উদাহরণ গুলির প্রতি লক্ষ্য করুন।

اَلتَّحِيَّاتُ	اَلثَّاقِبُ	اَلدَّآلُّ عَلَى الْخَيْرِ	
اَلذِّلَّةُ	اَلرَّحْمٰنُ	اَلزَّكٰوةُ	اَلشَّيْطَانُ
اَلصَّادِقُ	اَلضَّلٰلَةُ	اَلطُّهُوْرُ	اَلظَّالِمُ
اَلسَّمِيْعُ	اَللّٰهُ	اَلنَّارُ	

❋ **হরফে কামারী (১৪) চৌদ্দটি ঃ** ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و ه ء ي

হরফে কামারীর পূর্বে আলিফ লা-ম থাকিলে এবং তাহার পূর্বে হরকত দিয়া পড়া আরম্ভ হইলে, তখন শুধু আলিফ অতিরিক্ত হিসাবে লেখা থাকিবে। নিম্নের উদাহরণের প্রতি লক্ষ্য করুন। যথাঃ

بِالْبَاءِ	بِالْجِيْمِ	بِالْحَاءِ	بِالْخَاءِ	بِالْعَيْنِ
بِالْغَيْنِ	بِالْفَاءِ	بِالْقَافِ	بِالْكَافِ	بِالْمِيْمِ
بِالْوَاوِ	بِالْهَمْزَةِ	بِالْيَاءِ	بِالْبِرِّ	هُمْ

اَلْجَاهِلُوْنَ	حَمَّالَةَ الْحَطَبِ	عَنِ الْفَقْرِ
بِالْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ	رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ	هُوَ الْغَفُوْرُ
مَا الْقَارِعَةُ	يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ	صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
وَبِالْوَالِدَيْنِ	مِنَ الْاَمِيْنِ	عَنِ الْهَالِكِيْنَ
عَيْنَ الْيَقِيْنِ	اَلْقَارِعَةُ	

আর যখন হরফে কামারীর পূর্বে আলিফ লাম হইতে হরকত দিয়া শুরু হইবে তখন আলিফে যবর দিয়া হামযাহ করিয়া পড়া যাইবে এবং লাা-ম সাকিন করিয়া পড়িতে হইবে।

اَلْبَاءُ	اَلْجِيْمُ	اَلْحَاءُ	اَلْخَاءُ
اَلْعَيْنُ	اَلْغَيْنُ	اَلْفَاءُ	اَلْقَافُ
اَلْكَافُ	اَلْوَاوُ	اَلْهَمْزَةُ	اَلْهَاءُ
اَلْعَابِدُ	اَلْغَائِبُ	اَلْفَاحِشُ	اَلْقَارِعَةُ
اَلْبَحْرُ	اَلْجَاهِلُ	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ	اَلْخَالِقُ
اَلْكُفْرُ	اَلْمَلِكُ	اَلْوَاهِبُ	اَلْاٰخِرُ
اَلْهَالِكُ	اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ		اَلْحَقُّ

*** হামযায়ে অস.ল** : যে শব্দের শুরুতে হামযাহ থাকে, পিছনের লফজ হইতে মিলাইয়া পড়িবার সময় পড়া যায় না, তাহাকে হামযায়ে অস.ল বলে, যেমন :

نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

উহা পড়িবার ২টি নিয়ম : (১) উক্ত হামযাহ হইতে পড়া শুরু করিলে দেখিতে হইবে শব্দের মূল হরফের ২য় হরফে যদি যবর বা যের হয় তাহা হইলে ঐ হামযায় যের দিয়া পড়িতে হইবে। যেমন اِتَّبِعُوْا (২) আর যদি মূল হরফের ২য় হরফে পেশ হয় তাহা হইলে ঐ হামযাা পেশ দিয়া পড়িতে হইবে। যেমন : اُقْتُلُوْا

নূনে কু.তনী শিক্ষা

নূনে কু.তনী ঃ (ـً ـٍ ـٌ نِ)

কুরআন শরীফে মাঝে মাঝে, দুই লফজের মাঝখানে,
ছোট একটি নূন দেখা যায়।
উভয় লফজকে মিলাইয়া পড়িবার সময়
ঐ নূন পড়া যায়, উহাকে নূনে কু.তনী বলে।
ওয়াক্‌ফের সময় ঐ নূন পড়া যায় না।
যথা ঃ جَمِيْعًا ۨالَّذِىْ ۝

نُوْحُ ۨابْنَهٗ	لُمَزَةِ ۨالَّذِىْ	اَتٍ مُّحَمَّدٍ
ۨالْوَصِيَّةَ	جَمِيْعًا ۨالَّذِىْ	شَىْءٍ قَدِيْرُ ۨالَّذِىْ
لَهْوَا ۨانْفَضُّوْا	رَاَيْتُ رَجُلًا ۨاسْمُهٗ يَحْيٰى	بِزِيْنَةِ ۨالْكَوَاكِبِ

সাক্‌তা শিক্ষা

নিঃশ্বাসকে ভিতরে (জারী) রাখিয়া আওয়াজকে এক আলিফ পরিমাণ বন্ধ করিয়া পড়িবার নাম সাক্‌তা। (সক্‌তা অর্থ কাটা বা বিচ্ছিন্ন আওয়াজ)

*** পড়িবার নিয়ম ঃ** وَقِيْلَ مَنْ سكته رَاقٍ "মান" লফজের উপর আওয়াজকে এক আলিফ পরিমাণ বন্ধ রাখিয়া নিঃশ্বাসকে না ফেলিয়া رَاقٍ (র-কিন) পড়িতে হয়। সাকতার মেছালঃ

وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا سكتة قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ ۝ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ
بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا سكتة هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ
الْمُرْسَلُوْنَ ۝ وَقِيْلَ مَنْ سكتة رَاقٍ ۝ وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ۝
كَلَّا بَلْ سكتة رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ۝

ওয়াক্‌ফ শিক্ষা

* নিঃশ্বাস ও আওয়াজকে শেষ করিয়া পড়িবার নাম ওয়াক্‌ফ।

○ ওয়াক্‌ফ চিহ্নকে দ্বায়রা বলে।

ۘ দ্বায়রার উপর মীম থাকিলে,

م দ্বায়রা ব্যতীত মীম থাকিলে,

ওয়াক্‌ফ করিতেই হইবে, উহাকে ওয়াক্‌ফে লাজিম বলে।

ط ج ز ص صلے قف ق ○ ○

ত.-, জী---ম, যা, স.----দ, সি.লে, কি.ফ্‌, ক.----ফ, দায়রার উপর লাম-আলিফ থাকিলে, শুধু দায়রা থাকিলে, ওয়াক্‌ফ করা না করা উভয়টা চলে। শুধু লাম-আলিফ (لا) থাকিলে ওয়াক্‌ফ করা নিষেধ।

لا	ط ج ز ص صلے قف ق ○ ○	ۘ م	○

নিম্নে ওয়াক্‌ফের কয়েকটি মেছাল দেওয়া হইল।

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۘ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ م غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآ
لِّيْنَ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۗ قُلْ هُوَ
اللّٰهُ اَحَدٌ ۞ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ
اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۞ اِنَّآ
اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ فِىْ جَنّٰتٍ ۞ عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۞
عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۞ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞

ة (গোল তা) পড়িবার নিয়ম : (ة) গোল হার উপর দুই নুক্‌তাওয়ালা হরফই গোল তা। গোলতা ওয়াক্‌ফের হালতে সাকিন করিয়া হা পড়িতে হয়। মেছাল :

اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ - وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ =
مَا الْقَارِعَهْ ○ - فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ = رَّاضِيَهْ ○ ওয়াকফ্‌ করিলে =

"ওজুবে ইশমাম" :
অর্থাৎ ইশমাম জরুরী। اشمام – شَمَّ হইতে উদ্ভূত, شَمَّ অর্থ গন্ধ اشمام অর্থ গন্ধ দেওয়া।

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَالَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ

ওজুবে ইশমাম পড়িবার নিয়ম : এই আয়াতটির মধ্যে [لَا تَاْمَنَّا]লা তামান্না পড়িবার সময় নাকের মধ্যে গুন্নাহ অবস্থায় দুই ঠোঁট গোল করিতে হইবে। অর্থাৎ দুই ঠোটকে গোল করিয়া পেশের ধারণা (বা গন্ধ) দিয়া 'মান' পড়া শেষ করিতে হইবে। ইহাকে ইশমামে লফজী বলে। (সূরা ইউসুফের ১১নং আয়াতে)

এমালা ক্বারী হাফস (রহ.)-এর মতে কুরআন শরীফে মাত্র একটি জায়গায় এমালা করিতে হইবে। সূরা হুদ এর ৪১ নং আয়াতের مَجْرٖهَا শব্দটির 'র'-এর খাড়া যেরকে 'ে' করে পড়া। বাকি সকল যেরের উচ্চারণ বাংলা 'ি' এর মতো করিতে হইবে।

বিঃদ্রঃ যোগ্য উস্তায থেকে শুনে এবং দেখে শিখিয়া নেওয়া জরুরী।

কালিমা

কালিমা-ই-শাহাদাত (১ম)

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বান্দাহ ও রাসূল।

কালিমা-ই-শাহাদাত (২য়)

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নাই। তিনি এক তাঁহার কোনো শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বান্দাহ ও রাসূল। (ওজুর শেষে উর্ধ্বমুখী হইয়া এই কালিমাটি পড়িতে হয়)

ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ

অর্থ : আমি ঈমান আনিলাম আল্লাহ তা'আলার প্রতি, তাঁহার সমস্ত নাম ও গুণের প্রতি এবং তাঁহার সমস্ত হুকুম মানিয়া লইলাম।

ঈমানে মুফাস্‌সাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

অর্থ আমি ঈমান আনিলাম আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁহার ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁহার কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁহার রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, ভাল-মন্দ সব আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে হয় এবং মৃত্যুর পরের জীবনের প্রতি।

প্রশ্নমালা

(১) মদ কাহাকে বলে? মদ শিক্ষার জন্য কয় রকমের হরফের প্রয়োজন? মদের হরফ ও লীনের হরফ কয়টি এবং কি কি? মদ কত প্রকার ও কি কি? মদের হুকুম বা পরিমাণ ভিত্তিক প্রকারগুলি লিখুন। প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা ও একটি করিয়া উদাহরণসহ বিস্তারিত লিখুন।

(২) নূনে সাকিন ও তানভীন কাহাকে বলে? নূনে সাকিন ও তানভীন কতো প্রকার এবং কি কি? প্রত্যেক প্রকারের হরফ ও একটি করিয়া উদাহরণসহ লিখুন এবং উদাহরণগুলির ইজরা লিখুন।

(৩) মী-মে সাকিন কাহাকে বলে? উহা কতো প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের হরফ ও একটি করিয়া উদাহরণ ইজরাসহ লিখুন।

(৪) লফজ "আল্লাহ্‌র" লামকে মোটা ও চিকন করিয়া পড়িবার নিয়মসমূহ উদাহরণসহ লিখুন।

(৫) র-কে মোটা ও চিকন করিয়া পড়িবার নিয়ম সমূহ উদাহরণসহ লিখুন।

(৬) নূনে কুতনী কাহাকে বলে? নূনে কুতনী পড়িবার নিয়ম কি?

(৭) সাকতা কাহাকে বলে? উদাহরণসহ সাকতা পড়িবার নিয়ম লিখুন।

(৮) ওয়াক্‌ফ কাহাকে বলে? ওয়াকফের শর্ত কয়টি ও কি কি? ওয়াক্‌ফের চিহ্নগুলির বিস্তারিত বিবরণ ছন্দাকারে লিখুন।

আযান ও ইক.ামাত

আযান :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ – اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড় (৪ বার)

اَشْهَدُ انْ لَّآاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ – اَشْهَدُ انْ لَّآاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নাই। (২ বার)

اَشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ – اَشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল। (২ বার)

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ – حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ **অর্থ :** নামাযের জন্য আস (২ বার)

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ – حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

অর্থ : কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে আস। (২ বার)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ – اللّٰهُ اَكْبَرُ **অর্থ :** আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড় (২ বার)

لَآاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ **অর্থ :** আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই।

ফযরের আযানে

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ এর পর বলিতে হইবে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

অর্থ : ঘুম হইতে নামায উত্তম। (২ বার)

ইক.ামাত :

ফরয নামায শুরু করিবার পূর্বে ইক.ামাত বলিতে হয়। আযানের বাক্যগুলিই ইক.ামাতের বাক্য। তবে ইক.ামাতের বাক্যগুলি তাড়াতাড়ি বলিতে হয়। এবং حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ এর পর ২ বার বলিতে হইবে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (অর্থ : নিশ্চয় নামায আরম্ভ হইয়াছে।)

নামাযের কতিপয় দু'য়া

নামাযের নিয়তের বিবরণ :

অন্তরের ইরাদা বা ইচ্ছাকে নিয়ত বলে। যেমন, আমি ফযর/যুহর/আছর/মাগরিব/এশার দুই/তিন/চার রাকাত, ফরয/সুন্নত/নফল নামাযের ইরাদা বা ইচ্ছা করিলাম, আল্লাহু আকবার।

তাকবীরে তাহ্‌রীমা :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ : আল্লাহ্ তা'আলা সবচেয়ে বড়,

ছানা :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

অর্থ হে আল্লাহ আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি তোমার প্রশংসার সহিত। বরকতময় তোমার নাম, সুউচ্চ তোমার মহিমা এবং তুমি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নাই।

তা'উজ :

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

তাসমিয়াহ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ : পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিতেছি।

রুকুর তাসবীহ :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

অর্থ : আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি।

রুকু হইতে উঠিবার সময় বলিতে হয় :

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

অর্থ : যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিয়াছে আল্লাহ্ তাহার প্রশংসা কবুল করিয়াছেন।

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক সকল প্রশংসা তোমারই।

সিজদার তাসবীহ :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

অর্থ : আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি।

তাশাহুদ :

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۝

অর্থ সমস্ত মৌখিক ইবাদত শারীরিক ইবাদত এবং সমস্ত পবিত্র বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত নাযিল হউক। আমাদের প্রতি ও আল্লাহ্ তা'আলার নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দাহ ও রাসূল।

দরূদ শরীফ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি রহমত বর্ষণ করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁহার পরিবার পরিজনের প্রতি, যেমনিভাবে রহমত বর্ষণ করিয়াছ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁহার পরিবার পরিজনের প্রতি, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ্! তুমি বরকত নাযিল করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার পরিবার পরিজনের প্রতি, যেমনিভাবে বরকত নাজিল করিয়াছ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁহার পরিবার পরিজনের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

দু'য়ায়ে মা'সুরা :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থ হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার উপর অত্যধিক জুলুম করিয়াছি এবং তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করিবার আর কেহই নাই। অতএব আমাকে ক্ষমা করো। তোমার নিজের পক্ষ হইতে আমাকে দয়া করো। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, দয়াবান।

দু'য়ায়ে কুনুত ঃ (১)

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ○

অর্থ : হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তোমার উপর ঈমান আনিতেছি এবং তোমার উপর ভরসা করিতেছি। তোমার উত্তম প্রশংসা করিতেছি। তোমার শুকুর আদায় করিতেছি এবং কখনও তোমার নাশুকরী বা কুফরী করি না। যাহারা তোমার নাফরমানী করে তাহাদের সহিত আমরা সম্পর্কচ্ছেদ করি এবং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলি। হে আল্লাহ্! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি (অন্য কাহারো ইবাদত করিনা)। একমাত্র তোমার জন্য নামায পড়ি, তোমাকেই সিজদা করি (তুমি ছাড়া অন্য কাহারো জন্য নামাযও পড়ি না বা অন্য কাহাকেও সিজদা করিনা) এবং তোমার দিকে দ্রুত ধাবিত হই। তোমার আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকি। তোমার রহমতের আশা করি। তোমার আযাবকে আমরা ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আযাব কাফেরদেরকে গ্রেফতার করিবে।

দু'য়ায়ে কুনুত ঃ (২)

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ ○

অর্থ : হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে হেদায়েত দান করুন হেদায়েত দানকারীদের মধ্যে (যাহাদিগকে আপনি হেদায়েত দান করিয়াছেন তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করুন) এবং আমাকে নিরাপদে রাখুন ঐ দলের মধ্যে যাহাদিগকে আপনি নিরাপদে রাখিয়াছেন (দুনিয়া এবং আখেরাতের বিপদ হইতে) এবং আপনি আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন যাহাদের আপনি তত্ত্বাবধান গ্রহণ করিয়াছেন এবং আপনি যাহা আমাকে দান করিয়াছেন তাহাতে কল্যাণ ও বরকত দান করুন এবং আপনি আমাকে রক্ষা করুন অকল্যাণ হইতে যাহা আপনি আমার

জন্য ফয়সালা করিয়াছেন। নিশ্চয় আপনি ফয়সালা করেন এবং আপনার উপর কোনো ফয়সালা করা হয়না। আপনি যাহার বন্ধু তাহাকে কেউ লাঞ্ছিত করিতে পারে না। আর আপনি যাহার বিপক্ষে (শত্রুতা করেন) তাহাকে কেউ ইজ্জত দিতে পারে না। আপনি বরকতময়, সুমহান হে আমার প্রভু! এবং নবী (সা.) এর উপর আল্লাহ্‌র করুনা ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

জানাযা নামায পড়ার পদ্ধতি

জানাযার নামায ৪ তাকবিরে পড়িতে হইবে। প্রথম তাকবিরের পরে ছানা অথবা বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে সূরা ফাতিহা পড়িবেন। দ্বিতীয় তাকবিরের পরে দরূদে ইব্রাহিম পড়িবেন। তৃতীয় তাকবিরের পরে নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবেন এবং চতুর্থ তাকবিরের শেষে সালাম ফিরাইবেন।

জানাযার দু'য়া : (বালেগদের জন্য)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا - اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ○

অর্থ হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা করিয়া দাও আমাদের জীবিতদিগকে, মৃতদিগকে, উপস্থিতদিগকে, অনুপস্থিতদিগকে, আমাদের ছোটদিগকে, বড়দিগকে, পুরুষদিগকে, নারীদিগকে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের মধ্যে যাহাকে জিন্দা রাখিবে তাহাকে জিন্দা রাখিবে ইসলামের উপর এবং যাহাকে মৃত্যু দান করিবে তাহাকে ঈমানের সহিত মৃত্যু দান করিবে।

জানাযার দু'য়া : (বালকের জন্য)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

অর্থ হে আল্লাহ্! এই নিষ্পাপ ছেলেকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী অগ্রদূত বানাও এবং আমাদের জন্য পুঁজি ও আখেরাতের ছওয়াবের যরিয়া বানাও এবং আমাদের জন্য সুপারিশকারী বানাও এবং আমাদের জন্য তাহার সুপারিশ কবুল করিও।

জানাযার দু'য়া : (বালিকার জন্য)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

অর্থ হে আল্লাহ্! এই নিষ্পাপ মেয়েকে আমাদের জন্য সুপারিশকারিণী অগ্রদূত বানাও এবং আমাদের জন্য পুঁজি ও আখেরাতের ছওয়াবের যরিয়া বানাও এবং আমাদের জন্য সুপারিশকারিণী বানাও এবং আমাদের জন্য তাহার সুপারিশ কবুল করিও।

দু'য়ায়ে মাস্নূন

ঘুমাইবার সময় :

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰ —

অর্থ : হে আল্লাহ্! আমি তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করি এবং তোমারই নামে জীবন ধারণ করি।

ঘুম হইতে জাগিয়া :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ —

অর্থ : সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর পর জীবিত করিলেন। আর (এইভাবে) তাঁহার কাছেই ফিরিয়া যাইতে হইবে।

খাইবার পূর্বে :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بِسْمِ اللّٰهِ —

অর্থ হে আল্লাহ্! আমাদের রুযিতে বরকত দিন এবং আমাদিগকে দোযখের শাস্তি হইতে বাঁচান। আল্লাহ্র নামে (শুরু করিতেছি)।

খানা খাইবার শুরুতে :

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ —

অর্থ : আল্লাহ্র নামে ও আল্লাহ্র বরকত চাহিয়া শুরু করিলাম।

খানা খাওয়া শেষ হইলে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ —

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্র যিনি আমাদিগকে খাওয়াইলেন, পান করাইলেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

ঘর হইতে বাহির হইতে :

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ —

অর্থ : আল্লাহ্র নামে রওয়ানা করিয়াছি, আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়াছি। আল্লাহ্ ছাড়া আমাদের কোনো শক্তি সামর্থ নাই।

ভয়ের সময় :

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ —

অর্থ : আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তমভাবে কার্য সম্পাদনকারী, আর তিনিই উত্তম মাওলা ও উত্তম সাহায্যকারী।

পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দোয়া ঃ

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا —

অর্থ : হে রব! আমার পিতা-মাতার উপর তেমনি রহমত করো যেমনিভাবে তাঁহারা ছোট বেলায় (অনুগ্রহ করিয়া) আমাকে লালন-পালন করিয়াছেন।

পায়খানায় যাইবার সময় ঃ

أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ —

অর্থ : আয় আল্লাহ্! আমি আপনার আশ্রয় চাহিতেছি নাপাকী ও অনিষ্টকারী শয়তান হইতে।

পায়খানা হইতে বাহির হইবার সময় ঃ

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ أَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ —

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি আমার কষ্টদায়ক বস্তুকে আমার নিকট হইতে দূরীভূত করিয়াছেন এবং আমাকে সুখ দান করিয়াছেন।

মসজিদে প্রবেশ করিবার সময় ঃ أَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ —

অর্থ : হে আল্লাহ্! আমার জন্য আপনার দয়ার সমস্ত দরজা খুলিয়া দিন।

মসজিদ হইতে বাহির হইবার সময় ঃ أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ —

অর্থ : হে আল্লাহ্! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি।

হাঁচি দিলে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ —

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।

হাঁচির উত্তরে ঃ

يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

অর্থ : আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

হাঁচিদাতা তদুত্তরে বলিবে ঃ

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

অর্থ : আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়েত দান করুন এবং তোমাদের পরিণাম মঙ্গলময় করুন।

সিফাতের বিবরণ

সিফাত অর্থ গুণ বা স্বভাব।

সিফাত সাধারণত ২ প্রকার (১) সিফাতে যাতিয়াহ বা লাযিমাহ। (২) সিফাতে মুহাস্‌সানাহ বা মুযায়্যানাহ।

সিফাতে যাতিয়াহ বা লাযিমাহ :

হরফের যে সিফাত আদায় না করিলে হরফ ঐ হরফই থাকিবেনা তাহাকে সিফাতে যাতিয়াহ বা লাযিমাহ বলে।

(১) সিফাতে যাতিয়াহ দুইভাগে বিভক্ত (ক) মুতাদাদ্দাহ (খ) গাইরে মুতাদাদ্দাহ।

(ক) সিফাতে মুতাদাদ্দাহ্ বা (বিপরীতধর্মী সিফাত) ১০ প্রকার :

(১) হামস (২) জিহর (৩) শিদ্দাত (৪) রিখওয়াহ (৫) ইস্তি'লা (৬) ইস্তিফাল
(৭) ইত্‌বাক (৮) ইন্‌ফিতাহ্ (৯) ইজলাক (১০) ইসমাত

(খ) সিফাতে গায়রে মুতাদাদ্দাহ বা (বিরুদ্ধতাহীন) সিফাত ৭ প্রকার :

(১) সফীর (২) ক.লক.লা (৩) তাকরার (৪) তাফাশশী (৫) ইসতিত.লাত
(৬) ইনহিরাফ (৭) লীন।

এইগুলি ছাড়াও বিভিন্ন ক্বারীগণের মতে আরো কয়েকটি সিফাত রহিয়াছে যেমন মুতাদাদ্দাহ্‌র মধ্যে মুতাওয়াস্‌সিতাহ, গাইরে মুতাদাদ্দাহ্‌র মধ্যে হরফে মদ ও গুন্নাহ্।

সিফাতে মুতাদাদ্দাহ :

(১) همس **হামস :** অর্থ নরম। এইগুলির উচ্চারণকালে শরীর ঘষা দিলে যে প্রকারের নরম আওয়াজ বাহির হয় সেই প্রকার আওয়াজ আসিতে থাকে এবং মাখরাজে অক্ষরটি অতি আস্তে বন্ধ হওয়ার পরেও শ্বাসটি জারী হইতে থাকে। এইরূপ হরফকে হরফে মাহমুস্‌াহ বলে। হরফে মাহমুসাহ্ ১০টি। যথা

ت	ك	س	ص	خ	ش	ه	ث	ح	ف
فَحَثَّهُ سَخْصٌ سَكَتْ									

(২) جهر **জিহর :** হরফে মাজহুরাহ্, হরফে মাহমুসাহর বিপরীত। জিহর অর্থ উচ্চ আওয়াজ। এই হরফগুলির উচ্চারণকালে প্রথমত মাখরাজের স্থানে অক্ষরটি আটক হইয়া শ্বাসকে বন্ধ করিয়া দেয় এবং পরে আবার জারী হইয়া উচ্চ আওয়াজে বাহির হয়। এইরূপ হরফকে হরফে মাজহুরাহ্ বলে। হরফে মাজহুরাহ্ ১৯টি। যথা

ط	ض	ز	ر	ذ	د	ج	ب	ء	ا
	ى	و	ن	م	ل	ق	غ	ع	ظ

(৩) شدت শিদ্দাত : শিদ্দাত অর্থ কঠিন অর্থাৎ যেই হরফগুলি অতিশয় শক্তিশালী, সাকিন বা ইদ.গামকালে উচ্চারণ করিবার সময় যেই হরফগুলির আওয়াজ সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায় সেই হরফগুলিকে হরফে শাদীদাহ বলে। এইরূপ হরফ ৮টি। যথা :

أَجِدُ قَطٌّ بَكَتْ	ت	ك	ب	ط	ق	د	ج	ء

(৪) رخوة রিখওয়াহ : হরফে রিখওয়াহ হরফে শাদীদাহর বিপরীত। রিখওয়াহ অর্থ সামান্যরূপে জারী হওয়া যে হরফগুলি উচ্চারণ করিতে আওয়াজ একেবারে বন্ধ না হইয়া সামান্যরূপে জারী হইয়া থাকে সেই হরফগুলিকে হরফে রিখওয়াহ বলে।
হরফে রিখওয়াহ ১৬টি। যথা :

ص	ش	س	ز	ذ	خ	ح	ث	ا
		ى	ه	و	ف	ع	ظ	ض

❋ متوسطه মুতাওয়াস্‌সিতাহ : না শক্ত, না নরম এইরূপ মধ্যম ধরনের হরফগুলিকে হরফে মুতাওয়াস্‌সিতাহ বলে। এইরূপ হরফ ৫টি। যথা :

لَنْ عُمَرْ	ر	م	ع	ن	ل

(৫) استعلاء ইস্তি'লা : যেই সকল হরফ উচ্চারণ করিতে জিহ্বা উপরের তালুর দিকে উত্থিত হয়, এই সকল হরফকে হরফে মুস্তালিয়াহ বলে। হরফে মুস্তালিয়াহ ৭টি। যথা

خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ	ظ	ق	ط	غ	ض	ص	خ

(৬) استفال ইস্তিফাল : হরফে ইস্তিফাল হরফে ইস্তি'লার সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ যেই সকল হরফ উচ্চারণ করিতে জিহ্বা নিম্নদিকে পতিত হয় সেই হরফগুলিকে হরফে ইস্তিফাল বলে। হরফে মুস্তাফিলাহ ২২টি। যথা

ز	ر	ذ	د	ح	ج	ث	ت	ب	ء	ا
ى	ه	و	ن	م	ل	ك	ف	ع	ش	س

(৭) اطباق (ইত্‌বাক) : ইতবাক অর্থ উপরে নিচে সম্মিলিতভাবে যোগ হওয়া। যেই সকল হরফ উচ্চারণ করিতে জিহ্বার কিয়দাংশ উপরের তালুর সঙ্গে মিশিয়া যায় সেই হরফগুলিকে হরফে মুতবাক.হ বলে। হরফে মুতবাক.হ ৪টি। যথা :

ظ	ط	ض	ص

(৮) انفتاح **ইনফিতাহ** ইনফিতাহ অর্থ প্রশস্ত হওয়া। হরফে ইন্‌ফিতাহ হরফে ইতবাকের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ যেই সকল হরফ উচ্চারণ করিতে জিহ্বা কোশাদা (প্রশস্ত) থাকে সেই হরফগুলিকে হরফে মুন্‌ফাতাহ বলে। হরফে মুন্‌ফাতাহ্‌ ২৫টি। যথা :

ش	س	ز	ر	ذ	د	خ	ح	ج	ث	ت	ب	ء	ا
			ى	ء	و	ن	م	ل	ك	ق	ف	غ	ع

(৯) اذلاق **ইযলাক :** ইযলাক অর্থ তাড়াতাড়ি পূর্ণ বা শেষ হওয়া। যেই হরফগুলি জিহ্বা এবং ঠোঁটের কিনারা হইতে উচ্চারিত হয় সেই হরফগুলিকে হরফে মুযলাকা বলে। হরফে মুযলাকা ৬টি। যথা :

فَرَّ مِنْ لُبٍّ	ب	ل	ن	م	ر	ف

(১০) صمات **ইসমাত** ইসমাত অর্থ স্থির করিয়া পড়া। হরফে ইসমাত হরফে ইযলাকের বিপরীত। নিষেধ করা অর্থাৎ যেই হরফগুলি জিহ্বা এবং ঠোঁটের কিনারা হইতে ফিরিয়া থাকে এইরূপ হরফকে ইসমাত বলে। এইরূপ হরফ মোট ২৩টি। যথা :

ص	ش	س	ز	ذ	د	خ	ح	ج	ث	ت	ا
	ى	ء	ه	و	ك	ق	غ	ع	ظ	ط	ض

গাইরে মুতাদাদ্দাহ

(১) صفير **সফীর :** পাখির আওয়াজকে সফীর বলে! অর্থাৎ যেই সকল হরফ পাখির আওয়াজের ন্যায় উচ্চারিত হয়, সেই হরফগুলিকে হরফে সফীর বলে। সফীরাহ হরফ ৩টি। যথা : ز ۰ س ۰ ص

(২) قلقله **ক.লক.লাহ** ক.লক.লাহ অর্থ "জুম্বেশ" বা লাফাইয়া উঠা। যেমন কোনো গোলাকৃতি বস্তু ধাক্কা লাগিয়া লাফাইয়া উঠে। অর্থাৎ যেই সকল হরফ সাকিন ও ওয়াক্‌ফের অবস্থায় উচ্চারণ করিতে উচ্চারণের স্থলে ধাক্কা লাগিয়া

লাফাইয়া উঠিবার সময় যে আওয়াজ প্রকাশ পায় উহাকেই ক.লক.লা বলে। ক.লক.লার হরফ ৫টি। যথা ঃ

ق ٠ ط ٠ ب ٠ ج ٠ د

(৩) تكرار **তাকরার** যেই হরফ একবার উচ্চারণ করিতে পুনঃ পুনঃ বা একাধিকবার উচ্চারিত হইতে চায়, সেই হরফকে হরফে তাকরার বলে। তাকরারের হরফ ১টি। যথা ঃ ر

(৪) تفشى **তাফাশশী** : যেই হরফ উচ্চারণের সময় হুইশেলের ন্যায় শব্দ হয় সেই হরফকে হরফে তাফাশশী বলে। হরফে তাফাশশী একটি। যথা ঃ ش

(৫) استطالت : ইসতি.ত.-লাত অর্থ দীর্ঘ হওয়া। যেই হরফ উচ্চারণ করিতে তাহার মাখরাজ হইতে পরবর্তী মাখরাজ অর্থাৎ লামের মাখরাজ পর্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে সেই হরফকে হরফে ইসতিত.ত.-লাত বলে। এইরূপ হরফ ১টি। যথা ঃ ض

(৬) انحراف **ইন্‌হিরাফ** : ইন্‌হিরাফ অর্থ ফিরিয়া যাওয়া। যেই হরফ উচ্চারণকালে জিহ্বা মাখরাজ হইতে ফিরিয়া যায়। অর্থাৎ যেই যেই হরফ উচ্চারণকালে জিহ্বা মাখরাজ হইতে ফিরিয়া অন্য মাখরাজের দিকে অগ্রসর হয় তাহাদিগকে হরফে ইন্‌হিরাফ বলে। হরফে ইনহিরাফ ২টি। যথা ঃ ل٠ر

(৭) لين **লীন** : লীন অর্থ নরম। যেই হরফ কষ্ট ব্যতীত নরমভাবে উচ্চারিত হয় (যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়া‌া-ও ও যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া‌া) সেই হরফকে লীনের হরফ বলে। উহা কখনো তাড়াতাড়ি কখনো মদ করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ بَوْ بَىْ خَوْفْ٥ صَيْفْ٥

غنه **গুন্নাহ** : গুন্নাহ্ অর্থ নাকাওয়াজ (নাকের মধ্যে গুণগুণ আওয়াজ)। যেই হরফগুলির মধ্যে গুন্নাহ্ বা নাকাওয়াজ করিতে হয়, সেই হরফগুলিকে হরফে গুন্নাহ্ বলে। যেমন ঃ ن م

مد মদ: যে সমস্ত হরফকে দীর্ঘ স্বরে খালি স্থান হইতে টানিয়া পড়িতে হয়।

(তা হইতেছে যবরের বাম পাশে খালি আলিফ, পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়া‌া-ও, যেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া‌া) সেই সমস্তকে হরফে মদ বলে। হরফে মদ ৩টি।

যেমন ঃ بَا - بُوْ - بِىْ

দুই ঃ সিফাতে মুহাসস্‌নাহ্‌ বা মুযায়্যানাহ ঃ

যেই সিফাত আদায় না হইলেও হরফ অশুদ্ধ হয়না কিন্তু হরফের উচ্চারণ সুন্দর হয়না সেই সিফাতকে সিফাতে মুহাসস্‌নাহ বা মুযায়্যানাহ বলে।

উক্ত সিফাতগুলি হইতেছে ঃ

* (ٱللَّٰهُ লফজ আল্লাহর) লাম মোটা চিকন করিয়া পড়িবার কায়দা।

* (ر) র- মোটা চিকন করিয়া পড়িবার কায়দা।

* نْ ـٌ ـٍ ـً নূনে সাকিন ও তান্‌ভীনের কায়দা।

* (مْ) মীমে সাকিনের কায়দা।

* মদ্দে ফারয়ী (শাখা মদগুলি) ইত্যাদি।

বিঃদ্রঃ বিপরীত সিফাতগুলি (যেমন জিহার جهر শিদ্দাত شدت ইস্তেলা استعلاء ইতবাক اطباق ক.লক.লাহ قلقله এবং ইসমাত اصمات) যেই সকল হরফের মধ্যে অধিকাংশ একত্রিত হইবে ঐ হরফগুলি (قوى) শক্তিশালী হয়। সুতরাং এই জাতীয় হরফগুলি উচ্চারণকালে মাখরাজের স্থানে শক্তভাবে উচ্চ আওয়াজ জারী থাকিবে। অবশিষ্ট সিফাত বিশিষ্ট সমুদয় হরফ (ضعف) দুর্বল। এ হরফগুলি উচ্চারণকালে জোর বা উচ্চ আওয়াজের কোনো প্রয়োজন হয় না। যেই হরফে যখন যেই প্রকার সিফাত অধিকাংশ থাকিবে তখন সেই হরফটিও সেই প্রকার শক্ত, নরম অথবা কোনোটি মধ্যম হইবে। বিরুদ্ধবাদিতাহীন সিফাতগুলি সবসময় শক্তিশালী হইবে। আলিফ ও এক নম্বর মাখরাজ হইতে ১৫ নম্বর মাখরাজ পর্যন্ত, মাখরাজ অনুপাতে প্রতি হরফের, সিফাতগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল এবং সমূদয় অবস্থা দেখানো হইল ঃ

তথ্য সংগ্রহ : শরহে জাজারী হইতে।

এক নজরে প্রতিটি হরফে একাধিক সিফাতের বর্ণনা

হরফের নাম		হরফের সিফাতের বর্ণনা						মোট সংখ্যা	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	অবস্থা
ا	মাজ্‌হুরাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	মাদ্দাহ্	জ্বাওফী	হাওয়ায়ী	নরম ও চিকন
ء	মাজ্‌হুরাহ্	শাদীদাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	+	+	+	নরম ও মধ্যম
ه	মাহমুসাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	+	+	+	নরম ও সহজ
ع	মাজ্‌হুরাহ্	মুতাওয়াসিতাহ	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	+	+	+	মধ্যম
ح	মাহমুসাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	+	+	+	নরম ও চিকন
غ	মাজ্‌হুরাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	+	+	+	নরম ও মোটা
خ	মাহমুসাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	+	+	+	নরম ও মোটা
ق	মাজ্‌হুরাহ্	শাদীদাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	কল.ক.লাহ্	+	+	নরম ও মোটা
ك	মাহমুসাহ্	শাদীদাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	+	+	+	শক্ত ও চিকন
ج	মাজ্‌হুরাহ্	শাদীদাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	কল.ক.লাহ্	+	+	শক্ত ও চিকন
ش	মাহমুসাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	তাফাশ্‌শী	+	+	শক্ত ও চিকন
ى	মাজ্‌হুরাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	মাদ্দাহ্	লীন্	হাওয়ায়ী	নরম ও চিকন
ض	মাজ্‌হুরাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুতবাক.হ	মুস.মাতাহ্	ইস্তিত.লাত	+	+	নরম ও মোটা
ل	মাজ্‌হুরাহ্	মুতাওয়াসতিতাহ	মুস্তাফিলাহ্	মুতবাক.হ	মুনহারেফাহ্		+	+	মধ্যম
ن	মাজ্‌হুরাহ্	মুতাওয়াসতিতাহ	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুজলক.হ	গুন্নাহ	+	+	নরম ও মধ্যম
ر	মাজ্‌হুরাহ্	মুতাওয়াসতিতাহ	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুজলক.হ	মুন্‌হারিফাহ্	তাক্‌রার	কখনও চিকন কখনও মোটা	
ط	মাজ্‌হুরাহ্	শাদীদাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুতবাক.হ	মুস.মাতাহ্	কল.ক.লাহ্	+	+	শক্ত ও মোটা
د	মাহমুসাহ্	শাদীদাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	কল.ক.লাহ্	+	শক্ত ও চিকন (পাতলা)	
ت	মাজ্‌হুরাহ্	শাদীদাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	+	+	+	নরম ও চিকন
ص	মাহমুসাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুতবাক.হ	মুস.মাতাহ্	স.ফীরহ	+	+	নরম ও মোটা
س	মাহমুসাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	স.ফীরহ	+	+	নরম ও চিকন
ز	মাজ্‌হুরাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	স.ফীরহ	(চি.চি.) আওয়াজ		নরম ও চিকন
ظ	মাজ্‌হুরাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুতবাক.হ	মুস.মাতাহ্		+	+	নরম ও মোটা
ذ	মাজ্‌হুরাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্		+	+	নরম ও চিকন
ث	মাহমুসাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্		+	+	নরম ও চিকন
ف	মাহমুসাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুজলক.হ		+	+	নরম ও চিকন
و	মাজ্‌হুরাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	মাদ্দাহ্	লীন্	হাওয়ায়ী	নরম ও চিকন
ب	মাজ্‌হুরাহ্	শাদীদাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	ক.লক.লাহ	+	+	+	শক্ত ও চিকন
م	মাজ্‌হুরাহ্	মুতাওয়াসতিতাহ	মুস্তাফিলাহ্	মুন্‌ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	গুন্নাহ			মধ্যম

তথ্য সংগ্রহে : শরহে জাজারী হইতে ।

কুরআন তিলাওয়াতে আ'উজুবিল্লাহ্ ও বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িবার পদ্ধতি

পবিত্র কুরআন কারীম তিলাওয়াত শুরু করিবার পূর্বে 'আ'উজুবিল্লাহ্' পড়া অবশ্য কর্তব্য এবং সূরার প্রথম হইতে যদি তিলাওয়াত শুরু করা হয় তাহা হইলে সূরা তওবা ব্যতীত অন্য সকল সূরার শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ্' তিলাওয়াত করা অবশ্য কর্তব্য। সূরার মধ্যখান হইতে তিলাওয়াত শুরু করিলে 'আ'উজুবিল্লাহ্' পড়া কর্তব্য, ইহার সহিত 'বিসমিল্লাহ' পড়াও উত্তম।

'আ'উজুবিল্লাহ্'-'বিস্‌মিল্লাহ্' এবং সূরা পড়িবার ৪টি নিয়ম আছে। যথা–

(১) ফসলে কুল

(২) ওয়াসলে কুল

(৩) ফসলে আউয়াল ওয়াসলে ছানি

(৪) ওয়াসলে আউয়াল ফসলে ছানী।

(১) 'আ'উজুবিল্লাহ্'-'বিস্‌মিল্লাহ্', সূরার আয়াত সবগুলিতে ওয়াকফ করিয়া পড়াকে 'ফসলে কুল' বলে।

(২) প্রত্যেকটিকে ওয়াক্‌ফ না করিয়া সবগুলিকে মিলাইয়া পড়াকে 'ওয়াসলে কুল' বলে।

(৩) সূরার শেষে ওয়াক্‌ফ করিয়া, বিসমিল্লাহ্‌কে পরবর্তী সূরার সহিত মিলাইয়া আরম্ভ করাকে 'ফসলে আউয়াল ওয়াসলে ছানী' বলে।

(৪) সূরার শেষ আয়াতের সহিত 'বিসমিল্লাহ'কে মিলাইয়া 'বিসমিল্লাহ'তে ওয়াক্‌ফ করিয়া পরবর্তী সূরা আরম্ভ করাকে 'ওয়াসলে আউয়াল ফসলে ছানী' বলে।

এক সূরা শেষ করিয়া দ্বিতীয় সূরা আরম্ভ করিতে ঐ চারটি সুরতের তিনটি সুরত জায়েয। চতুর্থ সুরত অর্থাৎ 'ওয়াসলে আউয়াল ফসলে ছানী' জায়েয নাই।

ইদগ.াামের বিবরণ

ইদ.গাাম দুই প্রকার। কামিল এবং নাকিস।

ইদ.গাামে নাকিসের বিবরণ, নূনে সাকিন তান্‌ভীনের কায়দার মধ্যে লিখা হইয়াছে।

ইদগ.াামে কামিল আবার তিন ভাগে বিভক্ত। যথা (১) مِثْلَيْن (মিছলাইন)
(২) مُتَجَانِسَيْن (মুতাজাানিসাইন) (৩) مُتَقَارِبَيْن (মুতাকাারিবাইন)।

(১) ইদগ.াামে মিছলাইন একই হরফ পর পর দুইবার আসিয়া প্রথমটি সাকিন ও দ্বিতীয়টি হরকতবিশিষ্ট হইলে সাকিন হরফকে হরকত বিশিষ্ট হরফের মধ্যে সংযুক্ত করিয়া পড়াকে ইদগাামে মিছলাইন বলে। যথা : وَقَدْدَّخَلُوْا – اِذْ ذَّهَبَ

(২) ইদগ.াামে মুতাজাানিসাইন একই মাখরাজের ভিন্ন ভিন্ন সিফাতের দুইটি হরফ একত্রিত হইয়া প্রথমটি সাকিন দ্বিতীয়টি হরকতবিশিষ্ট হইলে সাকিন হরফকে হরকতযুক্ত হরফের মধ্যে সংযুক্ত করিয়া পড়াকে ইদগ.াামে মুতাজানিসাইন বলে। যথা مَاعَبَدْتُّمْ – اِذْ ظَّلَمُوْا কিন্তু يَلْهَثْ ذٰلِكَ এবং اِرْكَبْ مَّعَنَا শব্দদ্বয়ে আসিম কুফী (র.)-এর মতে ইদগাাম এবং ইজহার উভয়টা জায়েয। সূরা কিয়ামাহ এবং مَنْ رَاقٍ শব্দের মধ্যে সাকতাহ এবং ইদগ.াাম দুইটিই জায়েয। তবে অধিকাংশ ক্বারীগণ সাকতা করিয়া পড়িয়া থাকেন।

(৩) ইদগ.াামে মুতাকাারিবাইন : নিকটবর্তী ভিন্ন মাখরাজের দুইটি হরফ পূর্বের ন্যায় পাশাপাশি মিলিত হইলে এবং প্রথমটি সাকিন দ্বিতীয়টি হরকতবিশিষ্ট হইলে সাকিন হরফটিকে হরকতবিশিষ্ট হরফের মধ্যে সংযুক্ত করিয়া পড়াকে ইদগ.াামে মুতাকাারিবাইন বলে। যথা : قُلْ رَّبِّىْ – مَنْ لَّايُحِبُّ

প্রখ্যাত ক্বারীগণের মতে ইদগ.াামে মিছলাইনটি ওয়াজিব, বাকী দুইটি জায়েয।

একই হরফ পাশাপাশি উপস্থিত হইয়া প্রথমটি ছাকিন দ্বিতীয়টি হরকত বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কতিপয় শব্দে ইদগ.াাম হয় না। যেমন :

اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ – فِىْ يَوْمٍ – اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا – قَالُوْا وَهُمْ

কারণ এইগুলিতে মদ্দে আসলি সার্বক্ষণিক বিদ্যমান আছে, আর ইদগ.াাম করিলে উহা বাকি থাকেনা। যেমন :

فِيَّوْمٍ – قَالُوَّهُمْ – اَلَّذِيُّوَسْوِسُ

মদের হরফগুলি শব্দের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে ইদগ.াাম করা চলে না, করিলে মূল মদটি বাদ হইয়া যায়।

আল-কুরআনুল কারীম

আল্লাহ্‌র দাসত্ব করো :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

(১) আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহারা আমার ইবাদাত করিবে। (সূরা আয্‌যারিয়াত-৫৬)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

(২) তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ্‌ মনের কথা জানেন। (সূরা আল্‌-মায়িদা-৭)

ইসলাম আল্লাহ্‌র দ্বীন :

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

(৩) আল্লাহ্‌র কাছে ইসলামই একমাত্র দ্বীন। (সূরা-আলে ইমরান-১৯)

অলস ও লোক দেখানো নামাযী মুনাফিক :

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ

(৪) ধ্বংস সেই সব মুসল্লীদের জন্য যাহারা নিজেদের নামাযে গাফলতি করে এবং লোক দেখানো নামায পড়ে। (সূরা আল মাউন ৪-৬)

সালাত কায়েম করো যাকাত দাও :

فَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَاٰتُوا الزَّكَاةَ

(৫) সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও। (সূরা আল-হাজ্জ-৭৮)

আল্লাহ্‌র নামে পড়ো :

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ

(৬) পড়ো; তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। (সরা আল-আলাক-১)

সুন্দর কথা বলো :

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

(৭) মানুষের সহিত সুন্দর কথা বলো। (সূরা আল-বাকারা-৮৩)

উত্তম আচরণ করো :

وَأَحْسِنُوْا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

(৮) তোমরা সুন্দর ব্যবহার করো। আল্লাহ্‌ উত্তম আচরণকারীদের ভালবাসেন। (সূরা আল-বাকরা-১৯৫)

জ্ঞানীরা আল্লাহ্কে ভয় করে ঃ إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا —

(৯) আল্লাহ্র বান্দাহগণের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী (আলেম) তাহারা আল্লাহ্কে ভয় করে। (সূরা আল-ফাতির-২৮)

দলবদ্ধ থাকো দলাদলি করিও না ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا —

(১০) তোমরা সবাই মিলিয়া আল্লাহ্র রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো মজবুতভাবে, আর দলাদলি করিও না। (সূরা আলে-ইমরান-১০৩)

প্রতিষ্ঠা করো দ্বীন ঃ أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ —

(১১) তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করো এবং ইহাতে বিভেদ সৃষ্টি করিও না। (সূরা আশ্ শূরা-১৩)

আল্লাহ্র আইনে ফয়সালা করা জরুরী ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ —

(১২) যাহারা আল্লাহ্র নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তাহারা কাফির। (সূরা আল-মায়েদা-৪৪)

আল্লাহ্র কোন শরীক নাই ঃ لَاشَرِيْكَ لَهُ —(النساء ٤٨)

(১৩) তাঁহার (আল্লাহ্ তায়ালার) কোনো শরীক নেই। (সূরা আল-মায়েদা-১৬৬)

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ط إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ —

(১৪) হে আমার পুত্র! আল্লাহ্র সাথে শিরক করিও না। নিশ্চিয়, শিরক হইল বড় জুলুম। (সূরা লুকমান-১৩)

সত্যবাদীদের সঙ্গী হও ঃ

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ —

(১৫) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথী হও। (সূরা আত-তাওবাহ-১১৯)

আয়াতুল কুরসী :

اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

(১৬) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নাই, তিনি জীবিত, সব কিছুর ধারক। তাঁহাকে তন্দ্রা স্পর্শ করিতে পারেনা, নিদ্রাতো নয়ই। আসমান ও জমীনে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার। এমন কে আছে, যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে? দৃষ্টির সামনে এবং পিছনে যাহা কিছু আছে সেই সবই তিনি জানেন। যাহা কিছু তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে আছে তাহা হইতে কিছুই তাহাদের আয়ত্বে আসিতে পারে না। কিন্তু যতোটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁহার সিংহাসন সমস্ত আকাশ ও জমীনকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। আর সেইগুলিকে ধারণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (সূরা-আল বাক্বারা-২৫৫)

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত :

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(১৭) তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নাই। তিনি দৃশ্য, অদৃশ্য সব কিছুই জানেন। তিনি পরম করুণাময়, দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তা দাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহিমান্বিত। তাহারা যাহাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা'আলা তাহা হইতে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ্, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা। উত্তম নামসমূহ তাঁহারই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে, সবই তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশর ২২-২৪)

কুরআন নিয়া গবেষণা :

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ أَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا

(১৮) তবে কি তাহারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করে না? নাকি তাহাদের অন্তরে তালা লাগিয়া গিয়াছে? (সূরা মুহাম্মাদ-২৪)

হাদীস শরীফ

জ্ঞানার্জন :

خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهْ-

(১) তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়। (সহীহ বুখারী)

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ-

(২) জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম (নর-নারীর) উপর ফরজ। (ইবনে মাজাহ)

আল্লাহ্ :

مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لاَّ اِلَٰهَ اِلاَّ اللهُ ০

(৩) জান্নাতের চাবি হইল- আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এই সাক্ষ্য দেওয়া। (আহমাদ)

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ وَّيُحِبُّ الْجَمَالَ ০

(৪) আল্লাহ্ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকেই পছন্দ করেন। (সহীহ মুসলিম)

ঈমান থাকার লক্ষণ :

إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ ০

(৫) তুমি মুমিন হইবে তখন, যখন তোমার ভাল কাজ তোমাকে আনন্দ দিবে, আর মন্দ কাজ দিবে মনোকষ্ট। (আহমাদ)

رَأْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامْ ০

(৬) সকল কাজের মূল হইল ইসলাম। (আহমাদ)

পবিত্রতা :

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ ০

(৭) পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। (সহীহ মুসলিম)

সালাত :

اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَلصَّلاَةُ فِيْ اَوَّلِ وَقْتِهَا ০

(৮) সবচেয়ে উত্তম আমল হচ্ছে প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা। (তিরমিযি)

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ اَلصَّلٰوةُ ০

(৯) নামাজ বেহেস্তের চাবি। (আহমাদ)

مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِا لصَّلاَةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ ০

(১০) সাত বছর হইলেই তোমাদের সন্তানদের সালাত আদায় করিতে আদেশ করিও। (আবু দাউদ)

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

(১১) কোনো ব্যক্তির মাঝে, শির্‌ক ও কুফরের মাঝে ব্যবধান হচ্ছে নামায। - (মুসলিম)

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ :

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ○

(১২) অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সবচাইতে বড় জিহাদ। (তিরমিযী)

জ্ঞানার্জন :

تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ إِحْيَائِهَا ○

(১৩) রাত্রে ঘণ্টাখানিক জ্ঞানচর্চা করা সারা রাত জাগিয়া ইবাদত করার চাইতে উত্তম। (দারেমী)

مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ○

(১৪) যে জ্ঞানের সন্ধানে বাহির হয় সে আল্লাহ্‌র পথে বাহির হয়। (তিরমিযী)

আল-কুরআন :

أَهْلُ الْقُرْاٰنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهٗ ○

(১৫) আল-কুরআনের ধারক-বাহকরা আল্লাহ্‌র পরিবার ও তাঁহার বিশেষ লোক। (নাসায়ী)

اِقْرَاءُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَاْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهٖ ○

(১৬) তোমরা কুরআন পড়। কুরআন কিয়ামতের দিন কুরআন ওয়ালাদের জন্য সুপারিশকারী হইবে।

রাসূল (স.) ও সুন্নাহ :

خَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ○

(১৭) সর্বোত্তম জীবন পদ্ধতি হইতেছে রাসূল (সা:)-এর জীবন পদ্ধতি। (মুসলিম)

مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ○

(১৮) যে আমার আনুগত্য করিল সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করিল। (সহীহ বুখারী)

مَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ ○

(১৯) যে আমাকে অমান্য করিল সে আল্লাহকে অমান্য করিল। (সহীহ বুখারী)

مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ ○

(২০) যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসিল সে আমাকেই ভালবাসিল। (সহীহ মুসলিম)

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ ○

(২১) যে আমার সুন্নাত হইতে বিমুখ হইল, সে আমার দলভুক্ত নহে। (সহীহ মুসলিম)

إِنِّيْ اَنَا مَكْتُوْبٌ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ○

(২২) নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র নিকট শেষ নবী হিসাবে লিখিত আছি। (শরহে সুন্নাহ)

নিয়্যাত :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ ○

(২৩) আল্লাহ্ তোমাদের চেহারা সুরত ও ধন সম্পদ দেখিবেন না, তিনি দেখিবেন তোমাদের অন্তর ও কাজ। (সহীহ মুসলিম)

দীন :

اَلدِّيْنُ يُسْرٌ ○

(২৪) দীন খুব সহজ। (সহীহ বুখারী)

الدِّيْنُ نَصِيْحَةٌ ○

(২৫) দীন হইল কল্যাণ কামনা করা। (সহীহ মুসলিম)

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ ○

(২৬) আল্লাহ যাহার কল্যাণ চান, তাহাকে দীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন। (সহীহ বুখারী)

আল্লাহ্‌র ভয় :

رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللّٰهِ ○

(২৭) জ্ঞানের চূড়া হইল আল্লাহকে ভয় করা। (মিশকাত)

বিশ্বস্ততা :

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا أَمَانَةَ لَهٗ ○

(২৮) যাহার মধ্যে আমানতদারী নাই তাহার ঈমান নাই। (মিশকাত)

لَادِيْنَ لِمَنْ لَّاعَهْدَ لَهٗ ○

(২৯) যে অংগীকার রক্ষা করেনা, তাহার ধর্ম নাই। (মিশকাত)

দুনিয়ার জীবন :

كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ ○

(৩০) দুনিয়াতে এমনভাবে জীবন যাপন করিও যেনো তুমি একজন ভিনদেশী কিংবা পথিক। (বুখারী)

মসজিদ :

أَحَبُّ الْبِلاَدِ اِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا ○

(৩১) পৃথিবীতে মসজিদগুলিই আল্লাহ্র নিকট সবচাইতে প্রিয় জায়গা। (সহীহ মুসলিম)

مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ○

(৩২) যে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ বানায় আল্লাহ জান্নাতে তাহার জন্য একটি ঘর বানান। (সহীহ বুখারী)

নিজের জন্য যাহা পরের জন্যও তাহা :

لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ ○

(৩৩) তোমাদের কেউ মুমিন হইবে না, যতোক্ষণ না সে নিজের জন্য যাহা পছন্দ করে তাহার ভাইয়ের জন্যও তাহাই পছন্দ করিবে। (সহীহ বুখারী)

শিক্ষক :

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ○

(৩৪) আমি প্রেরিত হইয়াছি শিক্ষক হিসাবে। (মিশকাত)

সুধারণা, কুধারণা :

حُسْنُ الظَّنِّ مِنَ الْعِبَادَةِ ○

(৩৫) সুধারণা করা একটি ইবাদত। (আহমাদ)

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ اظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ ○

(৩৬) তোমরা অনুমান ও কুধারণা হইতে বিরত থাক, কেননা অনুমান হইল বড় মিথ্যা। (সহীহ বুখারী)

যুলম :

إِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ ○

(৩৭) মযলুমের ফরিয়াদকে ভয় করিও। (সহীহ বুখারী)

ভ্রাতৃত্ব :

اَلْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ○

(৩৮) মুমিন মুমিনের ভাই। (মিশকাত)

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ ○

(৩৯) মুসলিম মুসলিমের ভাই। (সহীহ বুখারী)

ধোঁকা-প্রতারণা ও হিংসা-বিদ্বেষ : مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا ○

(৪০) যে প্রতারণা করিল সে আমাদের লোক-নহে। (সহীহ মুসলিম)

সত্যকথা : قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا ○

(৪১) সত্য কথা বলিও যদিও তাহা তিক্ত হয়। (ইবনে হিব্বান)

দয়া ও ভালবাসা : اِرْحَمْ مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكَ مَنْ فِى السَّمَاءِ ○

(৪২) যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহাদের দয়া করো, তাহা হইলে যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাকে দয়া করিবেন। (মিশকাত)

নিন্দুক :

(৪৩) নিন্দুক জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। (বুখারী) لَايَدْ خُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ ○

দু'য়া :

(৪৪) দু'য়া হইল ইবাদতের মগজ। (তিরমিযী) اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ ○

কুরআন শরীফ শুদ্ধ করিয়া পড়িবার সাধারণ ও সহজ পদ্ধতি

১। সংক্ষিপ্ত মাখরাজ ঃ

ক) হরফে হ.ালকী ৬টি = خ غ ح ع ه ء

খ) হরফে শাফওয়ী ৪টি = م ب و ف

গ) হরফে ওয়াসতী ১৮টি = ق ك ج ش ي ض ل ن ر ط د ت ص س ز ظ ذ ث

ঘ) মুখের খালি জায়গা হইতে মদের হরফ পড়া যায়। মদের হরফ ৩টি, জবরের বাম পাশে খালি আলিফ ـَا পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও ـُوْ জেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া ـِىْ মদের হরফ ১ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ بَا - بُوْ - بِىْ

ঙ) নাকের বাঁশী হইতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ اَمَّ، اَنَّ

২। তামীজে হুরূফ (কতিপয় হরফে পার্থক্য) ঃ

ت — ط ত.- মোটা, তা চিকন = উচ্চারণ- ত.- طَا তা تَا

ح — হ.া, হলকের মধ্যখান হইতে আওয়াজকে চাপাইয়া,

ه — হা হলকের শুরু হইতে সহজ আওয়াজে, উচ্চারণ-হ.া حَا হা هَا

ز — ج জী---ম শক্ত এবং মজবুত আওয়াজে, যা পাখির মতো চি, চি, আওয়াজে, উচ্চারণ = جِيْم জী---ম, زَا যা।

ث - س - ص স.----দ মোটা, সী---ন চিকন, ছা, নরম, উচ্চারণ, স.----দ صَاد, سِيْن সী---ন ثَا ছ.া।

د — ظ — ض দ.----দ জিহ্বার গোড়া হইতে মোটা আওয়াজে, জ.- জিহ্বার আগা হইতে মোটা আওয়াজে, দাল জিহ্বার আগা হইতে পাতলা আওয়াজে।

উচ্চারণ = দ.----দ ضَادْ, জ.- ظَا, দা---ল دَالْ

ذ — ظ জ.-, মোটা, যা---ল, চিকন, উচ্চারণ = জ.- ظَا, যা---ল ذَالْ

ك — ق ক.----ফ, মোটা, কা---ফ, চিকন, উচ্চারণ = ক.----ফ قَافْ, কা---ফ كَافْ

م — ب — و ওয়া---ও, দুই ঠোঁট গোল করিয়া, বা, দুই ঠোঁটের ভিজা জায়গা হইতে, মী---ম দুই ঠোঁটের শুক্না জায়গা হইতে, উচ্চারণ = ওয়া--ও وَاوْ, বা بَا, মী---ম مِيْم

৩। হরকত শিক্ষা ঃ (ـَ ـِ ـُ) হরকত এক জবর, এক জের, এক পেশকে বলে। হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়। যেমন ঃ

ءَ ءِ ءُ اَ اِ اُ هَ هِ هُ عَ عِ عُ حَ حِ حُ اَحَدَ اَخَذَ اَمَرَ —

* জেরের উচ্চারণ (ি) কারের মতো। যেমন ঃ بِشْرِ - غِسْلِ — مِثْلِ

* পেশের উচ্চারণ (ু) কারের মতো। যেমন ঃ لُطْفُ — اُفُقُ — غُلُبُ

৪। তান্‌ভীন শিক্ষা ও তান্‌ভীনের মাশ্‌ক (অনুশীলন) হরফ ও লফজের উপর দিয়া ঃ

ـًـ ـٍـ ـٌـ তান্‌ভীন দুই জরব, দুই জের, দুই পেশকে বলে। তান্‌ভীনের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়। যেমন ঃ مًا مٍ مٌ — وًا وٍ وٌ — بًا بٍ بٌ — فًا فٍ فٌ مَثَلاً ثُمَّنًا مُصًا

* **রসমে খত ঃ** দুই যবরের সাথে আলিফ পড়া যায় না, আলিফ রসমে খত। দুই জবরের সাথে ইয়া পড়া যায়না, ইয়া রসমে খত। রসমে খত ওয়াক্‌ফের হালতে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। هُدًى ○ اَفْوَاجًا ○

(ক) **আলিফ সবসময় খালি থাকে শিক্ষা ঃ** আলিফে জরব, জের, পেশ, জযম হয় না। আলিফ সবসময় খালি থাকে। ١-١-١-١

(খ) **আলিফের সুরতে হামযাহ্‌ শিক্ষা ঃ** আলিফে যবর, জের, পেশ, জযম হইলে ঐ আলিফকে হামযাহ বলে। اَ-اِ-اُ-اْ

৫। জযমের মাশ্‌ক (অনুশীলন) হরফ ও লফজের উপর দিয়া ঃ জযম ওয়ালা হরফ তাহার ডান দিকের হরকতের সহিত মিলাইয়া একবার পড়া যায়। জযমের আওয়াজ কাটা হইয়া নিচের দিকে যায়। (আরবী ২৩টি হরফের মাঝে) ৫টি হরফে বিপরীত হয়। ঐ ৫টি হরফকে ক.লক.লার হরফ বলে।

اَتْ اِتْ اُتْ، اَثْ اِثْ اُثْ، اَحْ اِحْ اُحْ، اَخْ اِخْ اُخْ، اَكْرِمْ، اِهْدِ، بَعْدُ، خَلْقًا

৬। ক.লক.লার হরফ শিক্ষা এবং মাশ্‌ক হরফ ও লফজের উপর দিয়া ঃ

ক.লক.লার হরফ পাঁচটি = ق ط ب ج د

এই ৫টি হরফে জযম হইলে ক.লক.লা করিয়া পড়িতে হয়, ক.লক.লার আওয়াজ লাফাইয়া উপরের দিকে যায়। শুনিতে জবরের মতো শুনায়। যেমন ঃ

اَقْ اِقْ اُقْ-اَطْ اِطْ اُطْ- اَبْ اِبْ اُبْ-اَجْ اِجْ اُجْ-اَدْ اِدْ اُدْ- نَقْعًا .اِقْرَاْ .اُقْسِمُ. بَطْشًا.

৭। তাশদীদের মাশ্‌ক হরফ ও লফজের উপর দিয়া ঃ তাশদীদওয়ালা হরফ দুইবার পড়া যায়। তাহার ডান দিকের হরকতের সহিত মিলাইয়া একবার, নিজ হরকতের সহিত একবার। তাশদীদের আওয়াজ শক্ত এবং ঘেষাণো। যেমন ঃ

اَبَّ اَبِّ اَبُّ اِبَّ اِبِّ اِبُّ اُبَّ اُبِّ اُبُّ بُرِّزَ حُصِّلَ صَدَّقَ.

৮। ওয়াজিব গুন্নাহ্‌ শিক্ষা এবং ওয়াজিব গুন্নাহ্‌র মাশ্‌ক হরফ ও লফজের উপর দিয়া ঃ

ـَ ـِ ـُ مّ نّ হরকতের বাম পাশে মী-মে বা নূ-নে তাশদীদ হইলে উহাকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। যেমন ঃ

اَمَّ اَمِّ اَمُّ - اِمَّ اِمِّ اِمُّ - اُمَّ اُمِّ اُمُّ - اَنَّ اَنِّ اَنُّ - اِنَّ اِنِّ اِنُّ - اُنَّ اُنِّ اُنُّ - اَمَّنْ اُمَّةٌ ثُمَّ جَهَنَّمُ مُطْمَئِنَّةٌ.

৯। টানিয়া বা দীর্ঘ করিয়া পড়িবার নাম মদ ঃ মদ যথাক্রমে এক আলিফ, তিন আলিফ ও চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(ক) এক আলিফের পরিমাণ ঃ দুইটি হরকত পড়িতে যতোটুকু সময় লাগে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে ততটুকু সময় লাগে। যেমন

بَ+بَ = بَا، بُ+بُ = بُوْ، بِ+بِ = بِىْ

মদ শিক্ষার জন্য দুই রকমের হরফের প্রয়োজন। যথা মদের হরফ ও লীনের হরফ। মদের হরফ তিনটি। যবরের বামপাশে খালি আলিফ ـَا, পেশের বামপাশে জযম ওয়ালা ওয়া-ও ـُوْ, যেরের বামপাশে জযমওয়ালা ইয়া ـِىْ, মদের হরফ এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন بَا بُوْ بِىْ।

(খ) লীনের হরফ দুইটি : জবরের বামপাশে জযমওয়ালা ওয়া-ও ـَوْ জবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া ـَىْ, লীনের হরফ তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়। যেমন : بَوْ بَىْ

যে কয়টি মদ এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় :

*** এক আলিফ টানিয়া পড়িবার চিহ্ন ৪টি :**

(১) মদের হরফ এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(২) খাড়া জবর খাড়া যের উল্টা পেশ এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(৩) রসমে খত ওয়াকফের হালতে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(৪) লীনের হরফ ওয়াকফের হালতে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(১) মদের হরফ : ـَا ـُوْ ـِىْ জবরের বাম পাশে খালি আলিফ, পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াাও, যেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়াা হইলে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : بَا – بُوْ – بِىْ – تَا – تُوْ – تِىْ, বাা এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়, বূ এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়, বী এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় = বাা, বূ, বী।

(২) ـٰ ـٖ ـٗ খাড়া জবর, খাড়া যের, উল্টা পেশ হইলে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : اٰمَنَ بِهٖ لَهٗ

(৩) রসমে খত : দুই জবরের সাথে আলিফ পড়া যায় না, আলিফ রসমে খত। রসমে খত ওয়াক্‌ফের হালতে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

যেমন : اَفْوَاجًا ۝ تَوَّابًا ۝

০ লীনের হরফের বাম পাশে ওয়াক্‌ফের হালতে সাকিন হইলে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : نَوْمٌ ۝ بَيْتٌ ۝ خَوْفٌ

০ যে কয়টি মদ তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় :

তিন আলিফ টানিয়া পড়িবার চিহ্ন দুইটি। (এক) মদের হরফের বাম পাশে ওয়াক্‌ফের হালতে সাকিন হইলে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। (দুই) মদের হরফের উপরের চিহ্নটি চিকন হইলে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(১) মদের হরফের (ـَا، ـُوْ، ـِيْ) বাম পাশে ওয়াক্ফের হালতে সাকিন হইলে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ رَحِيْمٌ ۝ تَعْلَمُوْنَ ۝ حِسَابٌ ۝

(২) মদের হরফের উপরের চিহ্নটি (~) চিকন হইলে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ لَآ اَعْبُدُ وَمَآ اُنْزِلَ

যেসব স্থানে চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় ঃ

চার আলিফ টানিয়া পড়িবার চিহ্ন একটি।

মদের হরফের উপরের চিহ্নটি (~) মোটা হইলে ৪ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ

اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ — شَآءَ — الٓمّٓ — الٓرٰ — طٰسٓمّٓ — حٰمٓ عٓسٓقٓ

* দ.মীরে اَنَا পড়ার নিয়ম এই বইয়ের ৬০ নং পৃষ্ঠা হইতে শিখিয়া নিন।

* কুরআন শরীফে তিন প্রকারের গুন্নাহ্ আছে। (এক) ওয়াজিব গুন্নাহ (এই বইয়ের ১১৬নং পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে)। (দুই) নূনে সাকিন ও তানভীনের গুন্নাহ (তিন) মী-মে সাকিনের গুন্নাহ।

১০। নূনে সাকিন ও তানভীনের গুন্নাহ শিক্ষা ঃ

(نْ ـً ـٍ ـٌ) জযমওয়ালা নূনকে নূনে সাকিন বলে, দুই যবর, দুই জের, দুই পেশকে, তানভীন বলে, নূনে সাকিন তানভীন (উচ্চারণে) এক রকম। যেমন ঃ

بَنْ = بًا - بِنْ = بٍ - بُنْ = بٌ

(ক) نْ - নূনে সাকিন ও তানভীনের পরে "বা" ب হরফ আসিলে তখন নূনে সাকিন ও তানভীনকে মী-ম দ্বারা বদল করিয়া গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয়। যেমন ঃ

مِنْۢ بَعْدِ، سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝

(খ) নূনে সাকিন ও তানভীনের পরে ء ه ع ح غ خ ل ر এই আট হরফের কোনো ১টি হরফ না আসিলে তখন নূনে সাকিন ও তানভীনকে গুন্নাহ্র সহিত পড়িতে হয়। যেমন ঃ مَنْ يَّفْعَلْ — قَوْمٌ يَّعْلَمُوْنَ — قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ — مِنْ ثَمَرَةٍ —

(গ) নূনে সাকিন (نْ) ও তানভীনের (ـً ـٍ ـٌ) পরে ঐ ৮টি হরফের কোনো হরফ আসিলে তখন নূনে সাকিন ও তানভীনকে গুন্নাহ ব্যতীত পরিস্কার করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ عَذَابٌ عَلِيْمٌ — مِنْ اَجَلٍ — مِنْ رَّحْمَةٍ —

প্রকাশ থাকে যে, নূনে সাকিন ও তানভীনের পরে যে ৮ হরফ না আসিলে গুন্নাহ করিয়া পড়িতে হয়, ঐ নূনে সাকিন তানভীনের পরে তাশদীদ না থাকিলে তখন গুন্নাহটি বাংলা অনুস্বরের মতো করিতে হয়। যেমন ঃ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ مِنْ ثَمَرَةٍ মিং ছামারাতিন, কাওমাং তাজহালুন।

১১। মী-মে সাকিনের গুন্নাহ্ শিক্ষাঃ জযমওয়ালা মী-মকে, মী মে সাকিন বলে।

মী-মে সাকিনের পরে "م" এবং "ب" হরফ আসিলে তখন মী-মে সাকিনকে গুন্নাহ করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ — وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ (খ) "مْ" মী-মে সাকিনের পরে (م . ب) মী-ম এবং বা ব্যতীত বাকী ২৬ হরফের কোনো হরফ আসিলে বিশেষ করিয়া (و এবং ف) ওয়াাও এবং ফা আসিলে তখন খাছ করিয়া গুন্নাহ ব্যতীত পরিষ্কার করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ — كَيْدَ هُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ

১২। লফজ আল্লাহ্‌র লামকে মোটা ও চিকন করিয়া পড়িবার নিয়ম ঃ

(ক) اللهُ ـَـ ـُـ লফজ আল্লহর ডান দিকে জবর অথবা পেশ হইলে, লফজ আল্লাহর লামকে মোটা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ هُوَ اللهُ، رَسُوْلُ اللهِ.

(খ) লফজ আল্লাহর ডানদিকে জের হইলে, লফজ আল্লাহর লামকে চিকন করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ لِلّٰهِ بِسْمِ اللهِ

১৩। " ر " র হরফকে মোটা ও চিকন করিয়া পড়িবার নিয়ম ঃ

(ক) رَ — رُ — ـَـ رْ ـُـ رْ র-র উপর যবর, র-র উপর পেশ, র-সাকিন ডান দিকে যবর, র- সাকিন ডানদিকে পেশ হইলে ঐ র-কে মোটা করিয়া পড়িতে হয়।
যেমন ঃ يَرْجِعُوْنَ — تُرْجَعُوْنَ — رُسُلٌ — رَسُوْلٌ

(খ) رِ — ـِـ رْ র-র নিচে জের, র- সাকিন ডান দিকে জের হইলে ঐ র-কে চিকন করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ رِزْقًا فِرْعَوْنُ

(গ) হরফে মুস্তালিয়া সাতটি : خ ص ض غ ط ق ظ خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ

র-সাকিন তার ডানদিকে জের এবং পরের হরফ মুস্তালিয়া হরফ হইলে ঐ র-কে মোটা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ فِرْقَةٌ — مِرْصَادٌ

১৪। নূনে কূতনী শিক্ষা ঃ

(ـً ـٍ ـٌ نْ) কুরআন শরীফের মাঝে মাঝে দুই লফজের মাঝখানে ছোট একটি নূন থাকে, উভয় লফজকে মিলাইয়া পড়িবার সময় ঐ নূন পড়া যায়, উহাকে নূনে কুতনী বলে। ওয়াক্‌ফের সময় ঐ নূন পড়া যায় না। যেমন ঃ جَمِيْعًا ۨ الَّذِيْ لُمَزَةٍ ۨ الَّذِيْ

১৫। ছাকতা শিক্ষা ঃ

নিঃশ্বাসকে ভিতরে রাখিয়া আওয়াজকে এক আলিফ পরিমাণ বন্ধ করিয়া পড়িবার নাম ছাকতা। যথা ঃ وَقِيْلَ مَنْ سكته رَاقٍ ○

১৬। ওয়াকফ শিক্ষা :

নি:শ্বাস ও আওয়াজকে শেষ করিয়া পড়িবার নাম ওয়াক্ফ। ○ ওয়াকফ চিহ্নকে দায়রা বলে, দায়রার উপর ۞ মী-ম থাকিলে, দায়রা ব্যতীত م মী-ম থাকিলে, ওয়াক্ফ করিতেই হইবে, উহাকে ওয়াক্ফে লাযিম বলে।

ত.-, জী-ম, যা, স.-দ, স.লে, কি.ফ, ক.-ফ, দায়রার উপর লাম-আলিফ থাকিলে, শুধু দায়রা থাকিলে ওয়াক্ফ করা না করা উভয়টি চলে। শুধু --- লাম-আলিফ থাকিলে ওয়াক্ফ করা নিষেধ।

নিরক্ষর বয়স্কদের নামায শিক্ষা

সূরায়ে ফাতিহাসহ আরো ১০টি সূরা, নামাজের তাসবীহাত, তাশাহুদ, দূরুদ শরীফ দু'য়ায়ে মাসূরা, দু'য়ায়ে কুনূত ও অন্যান্য মাসনূন দু'য়া সহীহভাবে মুখস্থ করানো।

সহীহভাবে মুখস্থ করাইবার পদ্ধতি :

উপরে বর্ণিত প্রত্যেকটি বিষয় শিক্ষক এই লেখকের লিখিত বই 'তা'লীমুস্ সলাত' দেখিয়া শিক্ষা দিবেন। প্রথমে হরফে হরফে মাশ্ক। তাহার পর দুই হরফ একত্রিত মাশ্ক, তিন হরফ একত্রিত করিয়া মাশ্ক। তাহার পর পুরা শব্দ মাশ্ক। উস্তাযের মুখে মুখে কমপক্ষে ৩০ বার, আরেকবার, আরেকবার বলিয়া শিক্ষার্থীদের দ্বারা ৩০ বার আদায় করা। কয়েকবার বলিয়া শিক্ষার্থীদের দ্বারা ৪০ বার আদায় করা। বর্ণিত সবগুলি বিষয় এইভাবে মাশ্ক এবং মুখস্থ করানো।

মাশকের পদ্ধতি :

বিস-বিস-বিস-------মিল-মিল-মিল------বিসমিল-------বিসমিল----বিসমিল----- লা-লা-লা--হির--হির--হির------রহ--রহ--রহ--------বিসমিল্লাহিররহ------ বিসমিল্লাহিররহ-----বিসমিল্লাহিররহ। এইভাবে পূর্ণ তাসমিয়া মাশ্ক করাইবেন। বাকিগুলিও এইভাবে মাশ্ক করাইবেন।

তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ নিসাব বা পাঠ্যসূচি (সাময়িক)

প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ মক্তব (সার্বক্ষণিক বা খণ্ডকালীন) (তা'লীমুল কুরআন মাদরাসা)
শিক্ষার্থীর বয়সসীমা ঃ শিশু ৬-১২ বৎসর, বয়স্ক ১৩-৬০ বৎসর।
নিসাব ঃ

এক ঃ সার্বক্ষণিক মক্তব বা খণ্ডকালীন মক্তব (শিশু/বয়স্ক)।
দুই ঃ সহীহ্ কুরআন শিক্ষা (বয়স্কদের)
তিন ঃ নামাজ শিক্ষা (নিরক্ষর বয়স্কদের)

শিশু শ্রেণী ঃ

১। **আরবী (কুরআন শিক্ষা) ঃ** হরফ শেনাসী, হরকত শেনাসী, মুরাকাব্বাত শেনাসী। ৬ মাস (বোর্ডে শ্লেটে শিক্ষাদান) জানুয়ারি-জুন। ৬ মাস (কায়দার উপরোক্ত বিষয়গুলি) জুলাই-ডিসেম্বর।

২। **ইসলাম শিক্ষা (মাসায়িল) ঃ** তাউজ, তাসমিয়া, দরূদ শরীফ, বসার আদব, কালিমায়ে ত.য়্যিবা অর্থ আকিদা জরুরী মাসায়িল (অজু, গোসল, তায়্যামুম, নামাজের ফরজ, ওয়াজিব)

দিক নির্ণয়, পাঁচ আঙ্গুলের নাম (জানুয়ারি-জুন = ৬ মাস)

৩। **ইসলাম শিক্ষা ঃ** ৫টি সূরা (অর্থসহ সূরা ফাতিহা, সূরা ফিল-সূরা কাউসার পর্যন্ত।) ১০টি হাদিস (অর্থসহ) ৫টি বিষয়ভিত্তিক আয়াত, ৫টি মাসনুন দুয়া (অর্থসহ, নামাজের তাকবীর --- ও তাসবিহাত, (জুলাই-ডিসেম্বর = ৬ মাস)

৪। **লেখা শিক্ষা ঃ** হরফ শেনাসী হইতে মুরাক্কাবাত শেনাসী পর্যন্ত (শ্লেটে বোর্ডে ও খাতায়) জানুয়ারি-ডিসেম্বর)

১ম শ্রেণী ঃ

১। **আরবী (কুরআন শিক্ষা) ঃ** হরকতের মাশ্‌ক, তানভীনের মাশ্‌ক জযমের মাশ্‌ক ক.লক.লার বিবরণ ও মাশ্‌ক, তাশদীদের মাশ্‌ক ওয়াজিব গুন্নাহ্‌র বিবরণ, মদ শিক্ষা নূনে সাকিন তানভীন শিক্ষা, মী-মে সাকীন শিক্ষা লফজ আল্লাহ্‌র লাম মোটা চিকন, র- মোটা চিকন, নূনে কুতনী, সাকতা এবং ওয়াক্‌ফ শিক্ষা পর্যন্ত। (বোর্ডে শ্লেটে শিক্ষা) জানুয়ারী-জুন = ৬ মাস কায়দার রিভাইজ উপরোক্ত বিষয়গুলি (জুলাই-ডিসেম্বর = ৬ মাস)

২। **ইসলাম শিক্ষা ঃ** মাসায়িল নামাজের সুন্নাত, অজু ভঙ্গের কারণ, নামাজ ভঙ্গের কারণ, অজু করার তরীকা, ৬টি সূরা (অর্থসহ সূরায়ে কাফিরূন-নাস পর্যন্ত) তাশাহুদ, দু'য়ায়ে কুনুত, দু'য়ায়ে মা'সূরা (অর্থসহ) (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)।

৩। **ইসলাম শিক্ষা ঃ** বিষয়ভিত্তিক কুরআনের ৫টি আয়াত, ১৫টি হাদীস (অর্থসহ ৫টি মাসনূন দু'য়া) (অর্থসহ), জানুয়ারি-ডিসেম্বর।

৪। **লেখা শিক্ষা ঃ** হরকতের মাশ্‌ক হইতে ওয়াক্‌ফ পর্যন্ত সকল হরফ ও লফজের উদাহরণগুলি শিক্ষা। (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)।

২য় শ্রেণী ঃ

১। **আরবী (কুরআন শিক্ষা) ঃ** (আমপারা) ১ম ও ২য় প্রকার হেজে মতন সূরা ফাতিহা, ফিল হইতে নাস পর্যন্ত। মতন মাশ্‌ক মাখরাজ জারি, সূরা দু.হ.া হইতে হুমাজাহ পর্যন্ত। (জানুয়ারি-জুন) ৬ মাস আমপারা ৩য় ও ৪র্থ প্রকার শিক্ষা হইতে মতন মাশ্‌ক কাওয়ায়েদ জারী (সূরা বুরুজ হইতে সূরা লাইল পর্যন্ত)।

মতন, মাশ্‌ক, কাওয়ায়িদ গণনা (সূরা নাবা হইতে ইনশিকাক) জুলাই-ডিসেম্বর

২। **ইসলাম শিক্ষা ঃ** জানাজার দু'য়া শিক্ষা, মাইয়্যেতের গোসল দান শিক্ষা (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) পূর্বের মাসনূন দু'য়াগুলি রিভাইজ।

৩। **লেখা শিক্ষা ঃ** সূরা ফাতিহা হইতে সূরা ফিল পর্যন্ত। (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)।

৩য় শ্রেণী ঃ

১। **আরবী ঃ** কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ১ম পারা-১০ পারা জানুয়ারি-জুন = ৬ মাস, ১১ পারা-৩০ পারা পর্যন্ত (জুলাই-ডিসেম্বর)।

২। **ইসলাম শিক্ষা ঃ** মদ, নূনে সাকিন তানভীন, মী-মে সাকিন রিভাইজ, পূর্বের সকল মাসালা, কুরআনের আয়াত হাদীসগুলি, দু'য়ায়ে মাসনূনগুলি রিভাইজ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)।

৩। **লেখা শিক্ষা ঃ** (সূরা দুহা, হইতে হুমাযাহ পর্যন্ত ক্লাশে দেখাইয়া দেওয়া এবং বাড়ির কাজ দেওয়া) জানুয়ারি-ডিসেম্বর।

প্রকাশ থাকে যে, সকল ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে একত্র করিয়া সবাইকে যুগোপযোগী ইসলামী গান, হামদ, না'ত শিক্ষা দিবেন। শিশুদের উপযোগী 'স্পন্দন' থেকে ১টি ক্যাসেট 'ডাক দিয়ে যায়'-এর গানগুলি শিক্ষা দিবেন।

উপরোক্ত সকল বিষয়ের বই হইবে ঃ

(১) তা'লীমুল কুরআন মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ বই। (২) তা'লীমুল কুরআন কায়েদা।
(৩) তা'লীমুস সালাত। (৪) তা'লীমুল কুরআন আমপারা।
৫। সৌদি রসমের কুরআন শরীফ।

বিঃদ্রঃ বিশেষ লক্ষ্য নিয়া উপরোক্ত সিলেবাস প্রতিদিন ২ ঘন্টা করিয়া শিশু শ্রেণীসহ ৪ বৎসরের। যদি শিশুদের বয়স ৬ বৎসর হয় তাহা হইলে এই সিলেবাস ৩ বৎসরের। ইহার সাথে বাংলা, অংক, ইংরেজীসহ প্রতিদিন অনুশীলন করিলে তাহার জন্য দৈনিক আরও ২ ঘন্টা করিয়া বাড়াইতে হইবে। বাংলা, অংক ও ইংরেজীর সিলেবাস হইবে নিম্নরূপ ঃ

শিশু শ্রেণী ঃ

বাংলা ঃ বর্ণমালাগুলি ছড়ায় ছড়ায় মুখস্থ শিখাইবেন।
অংক ঃ ১-৫০ পর্যন্ত মুখস্থ গণনা শিখাইবেন।
ইংরেজী ঃ বর্ণমালাগুলি ইংরেজী ছড়ায় ছড়ায় মুখস্থ শিখাইবেন।

সুপারিশকৃত বই ঃ

বাংলা পড়া-১ - এ. কে. এম. নাজির আহমদ।
আদর্শ ধারাপাত ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।
A Child's English - A K M Nazir Ahmad.

১ম শ্রেণী ঃ

বাংলা ঃ (১) স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণমালা শিখানো। অক্ষর সংযোগে শব্দ পাঠ করানো।
(২) বাংলা বর্ণমালার কাঠামো তৈয়ার করিতে শিখানো।
(৩) ভাল ভাল ছড়া ও কবিতা মুখস্থ করানো।

সুপারিশকৃত বই ঃ

বাংলা পড়া-১ - অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ

অংক ঃ (১) ১ হইতে ১০০ পর্যন্ত গণনা শিখানো।
(২) ১ হইতে ৫০ পর্যন্ত লেখা শিখানো।
(৩) ১ হইতে ১০০ পর্যন্ত বানান শিখানো।

সুপারিশকৃত বই ঃ

আদর্শ ধারাপাত - ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।

খেলাধুলা ঃ (১) দৌড়
(২) স্প্রিং (রশি ঘুরানো)
(৩) পি. টি. (শরীর চর্চা)

২য় শ্রেণী ঃ

বাংলা ঃ (১) বাংলা বর্ণমালা পড়িতে শিখানো ।
(২) শব্দ ও বাক্য পড়ানো ।
(৩) ছড়া মুখস্থ করানো ।
(৪) বাংলা লেখা শিখানো ।

সুপারিশকৃত বইঃ

বাংলা পড়া-২ - অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ ।

অংক ঃ (১) ১ হইতে ১০০ পর্যন্ত লেখা শিখানো ।
(২) দুই অংকের যোগ শিখানো ।
(৩) ১ হইতে ৫ পর্যন্ত নামতা শিখানো ।
(৪) ১ হইতে ৫০ পর্যন্ত বানান শিখানো ।

সুপারিশকৃত বই :

আদর্শ ধারাপাত - ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি ।

খেলাধুলা ঃ (১) দৌড় ।
(২) স্প্রিং (রশি ঘুরানো) ।
(৩) পি.টি. (১ থেকে ৬ পর্যন্ত) ।

৩য় শ্রেণী ঃ

বাংলা ঃ (১) যুক্তাক্ষর শিখানো : সহজ বাংলা পঠন শিখানো ।
(২) ছোট ছোট গল্প ও সহজ কবিতা পড়ানো ।
(৩) শব্দের অর্থ শিখানো ।
(৪) হাতের লেখা শিখানো ।
(৫) ছড়া পড়ানো ও কবিতা মুখস্থ করানো ।

সুপারিশকতৃ বই :

বাংলা পড়া-৩ - এ. কে. এম. নাজির আহমদ ।

অংক ঃ (১) ১০ পর্যন্ত নামতা পড়ানো ।
(২) কথায় লেখা ও অংকে লেখা শিখানো ।
(৩) ১ হইতে ১০০ পর্যন্ত বানান শিখানো ।
(৪) তিন অংক ও চার অংকের যোগ এবং দুই ও তিন অংকের বিয়োগ শিখানে ।
সহজ গুণ ও ভাগ শিখানো ।

সুপারিশকৃত বই ঃ

আদর্শ ধারাপাত - ইসরামিক এডুকেশন সোসাইটি।

খেলাধুলা ঃ (১) দৌড়।

(২) পি.টি (১ থেকে ১০ পর্যন্ত)।

(৩) স্কিপিং।

(৪) প্যারেড-৫টি।

ইংরেজী ঃ

(১) A হইতে Z পর্যন্ত বড় ও ছোট হাতের অক্ষরগুলি চিনাইয়া দেওয়া ও Alphabet লেখা শিখানো।

সুপারিশকৃত বই ঃ

A Child's English - ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।

বিঃ দ্রঃ বার্ষিক ক্রীড়া-তামদ্দুনিক অনুষ্ঠান প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য অপরিহার্য।

মক্তবের মান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ

১। শিক্ষার বিষয়বস্তুর মান মূল্যায়ন পদ্ধতি নিম্নরূপ হইতে পারে।

বিষয়	শিশু শ্রেণী	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয় শ্রেণী
ক) আরবী (তা'লীমুল কুরআন)	১০০	১০০	১০০	১০০
খ) ইসলাম শিক্ষা	৫০	৫০	৫০	৫০
গ) লেখা শিক্ষা	২৫	২৫	২৫	২৫
ঘ) শরীর চর্চা ও ইসলামী সংস্কৃতি	২৫	২৫	২৫	২৫
মোট	**২০০**	**২০০**	**২০০**	**২০০**

ক) বাংলা	১০০	১০০	১০০	১০০
খ) অংক	৫০	৫০	৫০	৫০
গ) ইংরেজী	৫০	৫০	৫০	৫০
মোট	**২০০**	**২০০**	**২০০**	**২০০**

নিসাব দুই

সাধারণ সহীহ কুরআন শিক্ষা (বয়স্কদের)

শ্রেণী বিন্যাস ঃ ১৩-৬০ বৎসর বয়স্কদের যাহারা কুরআন দেখিয়া পড়িতে পারেন সহীহ হয় না, বাংলা পড়িতে জানেন তাহাদের জন্য।

সময়কাল ঃ প্রতিদিন ১ ঘন্টা করিয়া ৪০ দিন।

শিক্ষার বিষয়বস্তু :

তা'লীমুল কুরআন :

(ক) সংক্ষিপ্ত মাখরাজ হইতে ওয়াক্‌ফ শিক্ষা পর্যন্ত বোর্ডের মাধ্যমে তাজবীদের কাওয়ায়েদগুলি শিক্ষা দান।

(খ) কালিমায়ে ত.ইয়্যেবা ও জরুরী মাসায়িল যাহা ১ম শ্রেণীর জন্য দেওয়া হইয়াছে তাহা শিক্ষা দান।

(গ) নামাযের দুয়া সমূহ যাহা ২য় শ্রেণীর জন্য লিখা হইয়াছে।

(ঘ) কুরআনুল কারীমের ৫টি বিষয়ে ৫টি আয়াত মুখস্থকরণ, ৫টি হাদীস মুখস্থকরণ।

বই- ১। তা'লীমুল কুরআন - এ. কে. এম শাহ্‌জাহান।

২। তা'লীমূল কুরআন আমপারা - এ. কে. এম শাহ্‌জাহান।

(ঙ) সূরা ফিল হইতে নাস পর্যন্ত ১০টি সূরা ও সূরায়ে ফাতিহা।

মাশ্‌ক, মুখস্থকরণ পদ্ধতি : ১ম হরফে হরফে কায়দার নামসহ মতন মাশ্‌ক ইহার পর দুই হরফ একত্রে ইহার পর তিন হরফ একত্রে, ইহার পর পুরা লফয, ইহার পর দুই লফজ, ইহার পর আয়াত মাশক করিবে। তাহার পর সম্পূর্ণ আয়াত তিন বার মাশ্‌ক করাইবেন। এইভাবে সূরা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একবার শেষ করিয়া আবার দুই আয়াত, তিন আয়াত এক সাথে মিলাইয়া সম্পূর্ণ সূরা একবার মাশ্‌ক করাইবেন। ইহার পর সূরায়ে আদ্‌ দুহা হইতে হুমাযাহ পর্যন্ত অনুরূপভাবে মাশ্‌ক করাইবেন। সম্ভব হইলে সূরায়ে বুরুজ, তারিক, নাবা মাশ্‌ক করাইবেন। এই সময়কালের বাহিরে যাহারা সময় দিতে পারেন তাহাদিগকে ১০টি সূরা মাশকের পরে, শিশু শিক্ষার বিস্তাতির মাখরাজ, মদ ১০ প্রকার, নূনে ছাকিন তানভীন ৪ প্রকার, মী-মে ছাকিন ৩ প্রকার শিখাইয়া দিবেন। তাজবীদের ছোটো খাটো কাওয়ায়েদগুলি তা'লীমুল কুরআন বই হইতে শিখাইবেন।

(চ) সূরায়ে ফিল হইতে নাস পর্যন্ত সূরায়ে ফাতিহাসহ ১১টি সূরার অর্থ শিখাইবেন। সম্ভব না হইলে অন্তত ফাতিহা, ইখলাস, কাওসার এবং অবশ্যই সূরায়ে আসরের অর্থ শিখাইবেন।

(ছ) সমস্ত কুরআন অর্থসহ খতম করিবার জন্য উৎসাহ দিবেন।

(জ) কুরআন বুঝা সহজ, কুরআন মানা ফরজ বুঝাইবেন।

নিসাব তিন

নামায শিক্ষা (বয়স্কদের) ঃ

শ্রেণী বিন্যাস : ৬০-৮০ পর্যন্ত (কুরআন পড়িতে জানে না এমন বয়স্ক লোকদের)

সময়কাল : প্রতিদিন ২ ঘণ্টা করিয়া ৪০দিন।

শিক্ষার বিষয় :

তা'লীমুস সালাত (ক) কালেমায়ে ত.ইয়্যেবা ও জরুরী মাসায়িল, শিশু শিক্ষার ১ম শ্রেণীর নিসাব। (খ) সূরায়ে ফাতিহা ও সূরায়ে ফিল হইতে নাস পর্যন্ত ১১টি সূরা। প্রথমে হরফে হরফে ইহার পর শব্দে শব্দে, ইহার পরে পুরা আয়াত মাশ্ক এবং মুখস্থ করাইবেন। (গ) তাকবীরে তাহরীমা হইতে দু'য়ায়ে মাসূরা পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে মাশ্ক ও মুখস্থ করাইবেন। (ঘ) ৫টি মাসনুন দু'য়া মুখস্থকরণ ও অর্থের ধারণা দান। (ঙ) নামাযের ১১টি সূরা, দু'য়া ও তাসবীহাতের অর্থের ধারণা দান। (চ) কুরআনুল কারীমের ৫টি বিষয়ে আয়াতের বাংলা অর্থ মুখস্থকরণ। সূরার আয়াত নাম্বারসহ আরবী আয়াতটি শুনাইয়া দিবেন। ৫টি হাদীস অর্থসহ মুখস্থ করাইবেন। (ছ) নামাযে দাঁড় করাইয়া সমস্ত আহকামগুলি অনুশীলন করাইবেন। (জ) পবিত্রতা অর্জনের বিষয়গুলিও অনুশীলন করাইবেন। (ঞ) একজন মুসল্লী সর্ববিষয়ে সচেতন নাগরিক তাহা বুঝাইয়া দিবেন। এই কথাটি মুখস্থ করাইবেন **"কুরআন শিক্ষা সহজ, কুরআনের আইন মানা ফরজ"**।

পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

(ক) শিক্ষকমন্ডলী :

(১) তা'লীমুল কুরআন মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্তত ১ জন।
(২) এস এস সি/এইচ এস সি সমমানের ১ জন।
(৩) ফিজিক্যাল ও কণ্ঠশিল্পী ১ জন।

(খ) কমিটি :

(১) প্রতিটি মক্তব পরিচালনার জন্য একটি কমিটি থাকিবে।
(২) কমিটি মাদ্‌রাসা পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী তৈরি করিবে।
(৩) কমিটি মাদ্‌রাসার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমি এবং অর্থ সংগ্রহের যাবতীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে।
(৪) মাদ্‌রাসার একটি নামকরণ করা হইবে। নামের আগে বা পরে তা'লীমুল কুরআন কথাটি উল্লেখ থাকিবে এবং তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন হইতে অনুমোদন লইতে হইবে।

(গ) অর্থ সংগ্রহ :

(১) এককালীন/মৌসুমী দান।
(২) নিয়মিত চাঁদা ও যাকাত হইতে সংগৃহীত অর্থ।

তা'লীমুল কুরআনে (কায়দা) আরবি, ফার্সী ও উর্দু শব্দ বাংলায় উচ্চারণের কতিপয় নিয়মাবলী

এই বইয়ের বর্ণক্রম, বাংলাদেশের সর্বজন স্বীকৃত সরকারী প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিশ্বকোষের অনুকরণে লিখা হইয়াছে। এই বইয়ের ৩১ পৃষ্ঠার ১নং নকশায় আরবী বর্ণমালাগুলির উচ্চারণ বাংলায় লিখা হইয়াছে। কিছু কিছু বিষয় যাহা বিশ্বকোষে ছিল না তাহা নিম্নের নীতি অনুযায়ী লিখা হইয়াছে।

১। আরবী স্বর চিহ্নের ও মদের অনুলিখন ঃ

ক) যবর (ـَ) আ/া, أَحَدَ আহাদা, জের (ـِ) ই/ি بِشْرِ বিশিরি, পেশ (ـُ) উ/ু لُطْفُ লুতুফু। কিন্তু মোটা গুণবিশিষ্ট হরফগুলিতে (خ ر ص ض ط ظ غ ق) যবর হইলে উপরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে, আকারের মতো উচ্চারণ হইবে না। যেমন: خَ = খ- + যবর = খ।

খ) (ـَا) যবরের বাম পাশে খালি আলিফ এক আলিফ মদ = (াা ডাবল আকার) بَا বাা। যে স্থানে াা ডাবল আকার লিখা যাইবে না সে স্থানে একটি (– হাইফেন) লেখা হবে, ইহা এক আলিফের মান)

(ـُوْ) পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াা- ও এক আলিফ মদ = ঊ/ূ بُوْ বূ।

(ـِيْ) জেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়াা এক আলিফ মদ = ঈ/ী بِيْ বী।

(ـٓ) তিন আলিফ মদের জন্য াা -- لَآ أَعْبُدُ = লাা-- 'আ'বুদু।

(○) তিন আলিফ মদের জন্য ী-- رَحِيْمٌ○ = রহী--ম।

(ـٓ) চার আলিফ মদের জন্য াা--- جَآءَ জাা---আ'।

(أَ ءِ ءُ) হামযার মধ্যে হরকতের জন্য ' (কমা) ءَ ءِ ءُ আ'ই'উ'

(عَ عِ عُ) আঈনের উচ্চারণের জন্য ' (উল্টা কমা) عَ عِ عُ 'আ 'ই 'উ

অনুলিখনের বেলায় যেই সকল আরবী ফারসি ও উর্দু শব্দ বহু ব্যবহারের দরুণ বাংলায় একটি প্রচলিত বানানরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে সেইগুলিকে সাধারণত প্রচলিত আকারেই রাখা হইয়াছে। যেমন ঃ জের, পেশ, আরবী, হরফ, হরকত, ওযু, কলম, কিতাব, জনাব, ইসলাম, তাসবীহ্, তারিখ, দরূদ, নবী, হযরত, সুন্নত, হুকুম, মাওলানা, কবর, তাকবীর, সালাম, ঈমান, মসজিদ, কায়দা, মদ ইত্যাদি।